লাজুক মেয়ে থেকে সিংহী বনে যাওয়া তামিমি পৃষ্ঠা ২৪


# প্রথম আলো

Prothom Alo North America

9 Nobember 2023, Thursday, 7th Year, Issue 347, 40 Pages


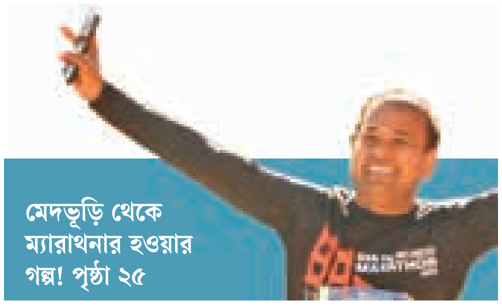

মেদভূড়ি থেকে ম্যারাথনার হওয়ার গল্প! পৃষ্ঠা ২৫

৯ নভেম্বর ২০২৩, ২৪ কার্তিক ১৪৩০, ২৫ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৭, পৃষ্ঠা: ৪০

## আমেরিকার মুসলমানরা এবার কোন পক্ষে?

নির্বাচন ২০২৪

আমেরিকার মুসলমানরা আর ব্যাপকভাবে বাইডেনকে সমর্থন করবেন না। আবার ট্রাম্পকে নিয়েও এখন এ ভোটারদের কঠিন পরীক্ষা।

জো বাইডেন

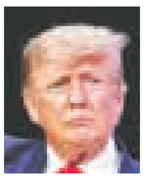

ডোনাল্ড ট্রাম্প

**ইব্রাহীম চৌধুরী**

আমেরিকার মুসলিম ভোটার কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। ইসরাইলের প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একতরফা অবস্থানে ক্ষুব্ধ মার্কিন মুসলমানরা। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আমেরিকার মুসলমানরা আর ব্যাপকভাবে জো বাইডেনকে সমর্থন করবেন না। আবার মুসলমানদের প্রতি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থানের কারণে এসব ভোটারদের সামনে এখন কঠিন পরীক্ষা। তারা না পারছেন বাইডেনকে সমর্থন করতে, না পারছেন ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়াতে। একটি জাতীয় নির্বাচনে মুসলমানরা ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকার পরিণামও ভালো হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকার চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি বৃহত্তর জনগোষ্টিকে এমন বেকায়দাকর অবস্থায় আগে পরতে দেখা যায়নি। গত নির্বাচনে মুসলমানদের একচেটিয়া ভোট পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। বেশ কিছু সুইং স্টেটে এসব ভোটই নির্বাচনে জয়ের জন্য নির্ধারণী শক্তি হয়ে উঠেছিল বাইডেনের জন্য। আসছে নির্বাচনেও মুসলমান ভোটারদের ভোট ব্যাংক ভাবা হচ্ছিল ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্য। ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের টানা হামলা এবং এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একাট্টা সমর্থন পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে দিয়েছে। আমেরিকার রাজপথে প্রতিদিনই ইসরাইলের হামলার প্রতিবাদে সভা সমাবেশ হচ্ছে। অন্যান্য মানবতাবাদী আমেরিকানদের সাথে এসব বিক্ষোভ সমাবেশে মুসলমানরাই ব্যাপকভাবে অংশ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

## আমেরিকা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করবে: বাইডেন

**উত্তর উত্তর আমেরিকা**

এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্ব পরিবর্তনের এমন এক সন্ধিক্ষণে রয়েছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হবে, যার স্থায়িত্ব হবে আগামী কয়েক প্রজন্ম। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং চীনের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের এই সময়ে এমন মন্তব্য করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিকের সঙ্গে বৈঠকের আগে তিনি এমন মন্তব্য করেন বলে রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম আরটি নিউজের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রতি ছয় থেকে আট প্রজন্ম পরপর এমন একটা সময় আসে, যখন পৃথিবী খুব অল্প সময়ের মধ্যে বদলে যায়। আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কী হবে, তার ওপরই নির্ভর করবে আগামী পাঁচ বা ছয় দশকে বিশ্বব্যবস্থা কেমন হবে।'

বোরিকের সঙ্গে বাইডেনের বৈঠক প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

গাজা থেকে পরিবারের সঙ্গে পালানোর সময় ইসরায়েলি বিমান হামলায় আহত এক শিশু। ওই হামলায় তাকে এক দিন কোমায় কাটাতে হয়েছিল। ছবি: সংগৃহীত

## গাজায় চিরকালের দখল চায় ইজরায়েল

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ

- এ পর্যন্ত নিহত সাড়ে ১০ হাজারের বেশি সাধারণ নাগরিক।
- যার মধ্যে প্রায় ৪ হাজারের বেশি শিশু।

**সুব্রত বিশ্বাস**

ইজরায়েল যে শুধু গাজায় 'হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান' চালাচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, এই যুদ্ধ শেষ হলেও গাজায় 'অনির্দিষ্ট কালের জন্য' ইজরায়েল থাকবে। তার ভাষায়, গাজার সামগ্রিক নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে ইজরায়েলের হাতেই। এবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকারে তার এই মন্তব্য পরিস্কার করে দিয়েছে গাজা দখলে আনতে চায় ইজরায়েল। ১৯৬৭ সালে জাতিসঙ্ঘের তৈরি সীমানা লঙ্ঘন করে গত ৫৬ বছর ধরেই নিজেদের এলাকা বাড়িয়েছে ইজরায়েল। প্যালেস্তাইনের জমি দখল করতে সেনা আগ্রাসন চালিয়েছে। ইজরায়েলের অধিকৃত এলাকা ক্রমশ বেড়েছে আর প্যালেস্তাইন পরিণত হয়েছে, কার্যত কয়েকটি ছিটমহলে। সেখানেও ইজরায়েলের সেনা মোতায়েন রয়েছে, নজরদারি চেকপোস্ট রয়েছে। ২০০৫ সালে গাজা থেকে সেনা সরিয়ে নিলেও ইজরায়েল গাজাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে সীমান্ত-পাঁচিল দিয়ে। সঙ্গে চলেছে খাদ্য পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ওষুধের অবরোধ। গত এক মাস ধরে ইজরায়েল দাবি করেছে, তারা 'সন্ত্রাসবাদী' হামাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। অথচ প্রাণ গেছে ১০ হাজারের বেশি সাধারণ নাগরিকের। যার ৪০ শতাংশই শিশু। এদিন সম্প্রচারিত নেতানিয়াহুর সাক্ষাৎকারে প্রমাণিত লড়াই হামাসের বিরুদ্ধে নয়, গাজাকে ভৌগলিক-রাজনৈতিক ভাবে দখল করার। সেই লক্ষ্যেই গাজার জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশকে ইজরায়েল প্রাণে মারতে চায়, হাসপাতাল-স্কুল-শরণার্থী শিবির এবং পরিকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে গাজাকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে চায়। ইজরায়েল চেষ্টা চালাচ্ছে গাজার মানুষকে মিশরের সিনাইয়ে পাঠিয়ে দিতে, যাতে গাজা প্যালেস্তানীয়-মুক্ত ভূখন্ডে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক মহলে আলোচনা চলছিল, যুদ্ধ-পরবর্তী গাজার চেহারা কী হবে। নেতানিয়াহু ইজরায়েলের বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে প্যালেস্তাইন কর্তৃপক্ষ (যারা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে সীমায়িত শাসন চালাচ্ছে) গাজায় আর ঢুকবে না। গাজা ইজরায়েলের অংশ হয়ে যাবে।

এদিকে ইজরায়েলের আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে। তাদের সেনাবাহিনী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

## রাষ্ট্রদূতদের সীমা লঙ্ঘন না করার আহ্বান

**ঢাকা অফিস**

শাহরিয়ার আলম

অতীতে যে বা যারা যা-ই করেছেন, তফসিল ঘোষণার চূড়ান্ত মুহূর্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কোনো মন্তব্য না করতে অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি। বুধবার বিকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে রাষ্ট্রদূতদের ধৈর্যধারণ এবং সীমালঙ্ঘন না করার আহ্বান জানান তিনি। সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তফসিল যেকোনো সময় ঘোষণা হবে, আমি আশা করবো রাষ্ট্রদূতরা এই সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করবেন না।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের মন্তব্য সরকার পছন্দ করছে না জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক দিন ধরেই এ চর্চা চালু আছে বলেই অনেকে সুযোগটা নিচ্ছেন। সরকার চায় 'এই কালচার' বন্ধ করতে। আশা করি তা বন্ধ হবে। বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশই নেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সৌদি আরব থেকে বুধবারই দেশে ফেরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বিকালে মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের মুহূর্তে উপস্থিত গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে বিদেশি কূটনীতিকদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে প্রতিনিয়ত মন্তব্যের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা। সরকার অনেকবার ভিয়েনা কনভেনশনের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূতদের তাদের সীমার মধ্যে দায়িত্ব পালন করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

তারপরও তারা অবাধে বিচরণ করছেন। যেকোনো কিছুতে বিবৃতি দিচ্ছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

## বিক্ষোভ-সংঘর্ষে নারী পোশাকশ্রমিক নিহত

মজুরি বৃদ্ধির দাবি

- নিহত আঞ্জুমান খাতুন সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে।
- শ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা।

**ঢাকা অফিস**

নতুন নির্ধারিত মজুরি প্রত্যাখ্যান করা পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলনে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গাজীপুর। বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কয়েক দফা নগরীর কোনাবাড়ী ও জরুনসহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছে। সংঘর্ষে এক নারী পোশাক-শ্রমিক নিহত হন। এ সময় আহত হয়েছেন পাঁচ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১৫ জন। এ ছাড়া এপিসি কারের ভেতর রাখা সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

নিহত আঞ্জুমান খাতুন (৩০) সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার চর নাটিপাড়া এলাকার জামাল হোসেনের স্ত্রী। তিনি কোনাবাড়ীর ইসলাম গার্মেন্টসে সেলাই মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। জামালও কোনাবাড়ীতে একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন।

এদিকে একই দাবিতে বৃহস্পতিবারও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে শ্রমিক অসন্তোষের মুখে গাজীপুরে অর্ধশতাধিক এবং সাভারে দেড় শতাধিক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

**সংঘর্ষে নারী পোশাকশ্রমিক নিহত**

পুলিশ, শ্রমিক ও এলাকাবাসী জানান, বুধবার সকাল থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী, জরুন ও বাইমাইলসহ বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সর্বনিম্ন মজুরি প্রত্যাখ্যান করে বৃহস্পতিবারও গাজীপুরে আন্দোলনে নামেন পোশাককর্মীরা। এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে।

## 'নৌকা মার্কায় সিল মারো' বলছেন যুবক, ব্যালট ছিঁড়ে দিচ্ছেন নির্বাচন কর্মকর্তা

**ঢাকা অফিস**

'সিল মারো ভাই সিল মারো, নৌকা মার্কায় মারো'-সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে যাওয়া একটি ভিডিওতে এক যুবককে এমনই বলতে শোনা যায়। এ ঘটনা গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচনের।

দুই মিনিট ২৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওর ৫ সেকেন্ডের সময়ে যে ব্যালট পেপারের দৃশ্য দেখা যায়, সেটি গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচনের।

এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার দুইদিন পর গত মঙ্গলবার ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে ভোট কারচুপির অভিযোগ তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

## চুপচাপ চলছে 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার', নেই প্রচার

নিউইয়র্ক

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক অভিযাত্রা চিত্রিত করে ভারতের স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগালের নির্মিত বায়োপিক চলচ্চিত্র 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'। কোন ধরনের সাড়া শব্দ ছাড়াই গেল উইকএন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে রিলিজ হয়েছিল চলচ্চিত্রটি। চলচ্চিত্রটি রিলিজের আগে কোন ধরনের প্রচার-প্রচারণার উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্টরা। ফলে, চলচ্চিত্রটি দেখতে আশানুরূপ দর্শক আসেনি প্রেক্ষাগ্রহে।

বর্তমানে কুইন্সের থিয়েটার জ্যামাইকা সিনেপ্লেক্সে 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' মুক্তি পেয়েছে অনেকটা নিরবেই। এখানেও নেই কোন প্রচার-প্রচারণা, করা হয়নি সংবাদ সম্মেলন। অথচ এই সময়ের বহুল প্রতিক্ষীত চলচ্চিত্র ছিল এটি। লোকমুখে শুনে কিছু আগ্রহী বাঙালি ছুটে যাচ্ছেন চলচ্চিত্রটি দেখতে। কিন্তু, সিনেপ্লেক্সের থিয়েটারে নেই ভিড়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

Queens Social Adult Day Care Center Inc

# কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

## ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

### শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

### শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

### মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

### বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

### আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

### অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

*For details information please contact*

**ENGINEER MAHFUZUL HAQUE**

*MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain*

**148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435**

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

## HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

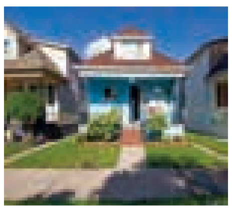

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

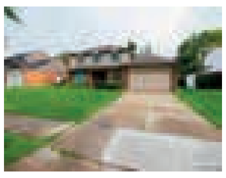

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

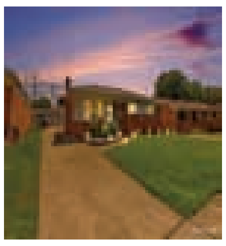

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

# জব জবহেল্প জব

## JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

| সরকারি জব | বেসরকারি জব | এপ্লিকেশন প্রসেসিং |
|---|---|---|
| ১. পোস্টাল জব | ১.কাস্টমার সার্ভিস | ১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন |
| ২. সিটি জব | ২.অফিস অ্যাডমিন | ২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ |
| ৩.সিভিল সার্ভিস জব | ৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব | ৩.পাসপোর্ট কারেকশন |
| ৪.ইউ, এস, এ জব | ৪. ডেলিভারি জব | ৪. ফুড স্ট্যাম্প |
| ৫.এম, টি, এ জব | ৫. রেস্টুরেন্ট জব | ৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল |
| ৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার | ৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব | ৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার |

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------- -------শনিবার------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)--------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

## POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help --Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

# জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

## আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

### আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

### আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**WAHID MEDICAL PLLC**

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
**Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715**

# Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

**Grand Opening**
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

**CALL: 718-263-5999**

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
**YOUR FAMILY**
LIKE OURS

## সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

## মেডিকেইড অনুমোদিত

**CDPAP** - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
**সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা**
প্রদানের মাধ্যমে
**অর্থ উপার্জন করুন**

## NYS Department of Health CDPAP

**Mohammed Hasem,** MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
**সর্বোচ্চ $৮০০** । আজই আসুন

**347-621-6640**
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

**Main Office**
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

**Jackson Heights Branch**
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

**Buffalo Branch**
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

**www.lovetocarehc.com**

# বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অবস্থান ব্যক্ত

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিএনপি, মিয়া আরেফীসহ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে। পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে আবারও উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিএনপি, মিয়া আরেফীসহ নানা প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিশেষ দলের পক্ষে নয়, বরং বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে সমাজের সকল স্তরের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করবে।

স্থানীয় সময় ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বেদান্ত প্যাটেলকে প্রশ্ন করা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কর্মীরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের অজুহাতে চলমান ভাঙচুর ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে বাংলাদেশে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যাহত করেছে। আপনি কি জাতীয়তাবাদী দলকে সহিংসতা বন্ধ করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলবেন?

জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ‘আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনের আগের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং করতে থাকব এবং আমরা যেকোনো সহিংস ঘটনাকে মারাত্মক গুরুত্ব দিয়ে আমলে নিচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সরকার, বিরোধী দলগুলো, নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশি জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি এবং জানিয়ে যাব।’

অপর একটি প্রশ্নে মার্কিন নাগরিক মিয়া আরেফীকে ইঙ্গিত করে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সত্যিই কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছেন। তারপর দলটির আরেক নেতা পিটার হাসকে অবতার হিসেবে উল্লেখ করেন এবং জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ধারকারী হিসেবে আখ্যা দেন। আপনি কি স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী দলের এই দাবি অস্বীকার করবেন?

জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ‘আমি সে বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন দেখিনি এবং সত্যি বলতে আপনি কী বিষয়ে কথা বলছেন তা নিয়ে আমার সত্যিই কোনো ধারণা নেই।’

# ফিলিস্তিনিদের জন্য শুধু ‘ভালো কথা’ আর ইসরায়েলের জন্য ১৪৫০ কোটি ডলার

**যুক্তরাষ্ট্র**

**যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সেবা খাতের ব্যয় কাটছাঁট করে এই অর্থ সরবরাহ করা হবে ইসরায়েলকে।**

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

১ হাজার ৪৫০ কোটি ডলার সামরিক সহায়তা ইসরায়েলকে দেওয়ার প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে পাস হয়েছে। স্থানীয় সময় ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি পাস হয়। এদিকে ইসরায়েল সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আবারও ফিলিস্তিনিদের জন্য কেবল ‘ভালো কথা’ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষায় জন্য আরও অনেক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সেবা খাতের ব্যয় কাটছাঁট করে এই অর্থ সরবরাহ করা হবে ইসরায়েলকে। বিলটি হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে ২২৬-১৯৬ ভোটে পাস হয়। হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির আইনপ্রণেতা মাইক জনসন স্পিকার হওয়ার এই প্রথম কোনো বড় ধরনের বিল পাস হলো নিম্নকক্ষে।

বিলটি নিম্নকক্ষে পাস হলেও কার্যকর হওয়ার জন্য এখনো লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। বিলটি এখন মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে উত্থাপন করা হবে। যেখানে আবার ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিনেটে পাস হওয়ার পর বিলটি উত্থাপন করা হবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের টেবিলে। তিনি সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে পরিণত হবে এবং কেবল তখনই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে এই অর্থ সরবরাহ করতে পারবে।

এদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দ্বিতীয়বারের মতো ইসরায়েল সফর করছেন গাজায় সংকট শুরু হওয়ার পর। সেখানে গিয়ে তিনি ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সেই আহ্বান উড়িয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায় ব্লিঙ্কেন ফিলিস্তিনিদের কেবলই ভালো কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষায় আমাদের আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে।’

নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘ আমাদের আলোচনায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। যার মধ্যে রয়েছে—কীভাবে সর্বোচ্চ মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা যায়, কীভাবে জিম্মিদের মুক্তি ও যুদ্ধবিরতির বিষয়টিকে সমানতালে এগিয়ে নেওয়া যায় ইত্যাদি।’ তিনি বলেন, ‘এগুলো এমন সমস্যা যা আমাদের জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করা দরকার এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এগুলো সমাধান করা যেতে পারে।’

# নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা শেষে ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। ঐদিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাধারণ সভার কার্যক্রম চলবে। পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য নবায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিলো ৪ নভেম্বর শনিবার মধ্যরাত ১২টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৫জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই ৭৫জন সদস্য অংশ নিতে পারবেন। এদিকে প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দীনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

# গাড়ির ধাক্কায় বাংলাদেশি তরুণের অপমৃত্যু

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

রিদোয়ান হক

কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেলো বাংলাদেশি এক তরুণের। নিহত মোহাম্মদ রিদোয়ান হক (২৩) অ্যামাজনে কাজ করতেন। ৫ নভেম্বর রোববার ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নিউ জার্সির কর্মস্থল থেকে স্কুটারে বাসায় ফিরছিলেন রিদোয়ান। এসময় পেছন থেকে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি, ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মা-বাবার একমাত্র ছেলে রিদোয়ান বসবাস করতেন নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে পরিবারের সঙ্গে। তার বাবা মো. আনসারুল হক খোকন বহুবছর আগে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

# আমেরিকায় মৌসুমির অনাড়ম্বর জন্মদিন পালন

**জলি আহমেদ**

বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমি এখন আমেরিকায়। ৩ নভেম্বর শুক্রবার ছিল এই জনপ্রিয় তারকার শুভ জন্মদিন! ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ও ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ এর যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৌসুমির জন্মদিন পালন করা হয়।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক প্রেসিডেন্ট ড. রফিকুল ইসলামের উদ্যোগে তাদের সংগঠনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর লাস্যময়ী নায়িকা মৌসুমির জন্মদিনের আয়োজন করা হয় ।উল্লেখ্য, মৌসুমি তার ব্যক্তিগত ও বিজনেস সফরে এ মুহুর্তে আমেরিকায় ব্যস্ততম সময় পার করছেন! ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক এর অন্যতম সংগঠক লায়ন মুহাম্মদ মারুফ আহমেদ এর সঞ্চালনায় শুভ জন্মদিন উৎযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজনে আরও ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক উপদেষ্টা মাসুদ রানা।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে গান পরিবেশন করেন প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমি, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. কামরুল ইসলাম,রাশেদ উদ্দিন হীরা,কাজল। গোটা অনুষ্ঠানটি মাতিয়ে রেখেছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের চাঁদমুখ চিত্রনায়িকা শাহনূর। আগত অতিথিবৃন্দ ও আয়োজকগণ জন্মদিনের কেক কেটে মৌসুমির মুখে তুলে দেন। এর আগে মৌসুমিকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল উপহার দেওয়া হয়। সৃষ্টিকর্তার নিকট মৌসুমির জন্য এই শুভকামনা করেন যে, তিনি যেন তাকে সুন্দর রাখেন, সুস্থ রাখেন! শেষে শুভ্র সুন্দর সুরের মুর্ছনায় সকলে উল্লাস করেন এবং ডিনার খেতে খেতে শেষ হয় ভাগ্যবতী খায়রুন সুন্দরী খ্যাত মৌসুমির একটি আমেরিকান জন্মদিন !

# পেনসিলভেনিয়ার সকল হত্যাকারীর বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

**আশরাফুল ইসলাম আরিফ**

হত্যাকাণ্ডের স্বীকার বিটিএসপির সদস্য মরহুম মাহবুবুর রহমান সহ আসিফ, জেমস এবং সাজু হত্যার প্রতিবাদে বৃহত্তরর ফিলাডেলফিয়াতে আপারডার্বীর মসজিদ আল মদিনার উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সকল বাংলাদেশীসহ এপর্যন্ত পেনসিলভেনিয়ার সকল হত্যাকারীর বিচারের দাবিতে ৩ নভেম্বর শুক্রবার আপারডার্বীর ওয়ালনাট স্ট্রিটে মসজিদ আল মদিনার উদ্যোগে পেনসিলভেনিয়ার প্রায় ৩০টিরও অধিক সংগঠন এবং বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ায় বসবাসকারী বাংলাদেশিরা প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন। প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশিরা ছাড়াও আপার ডার্বি টাউনশিপ মেয়র বারবারান কেফার্স, স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ জিনা এইচ. কারি এবং হিদার বয়েড, ডেলাওয়্যার কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি জ্যাক স্টলস্টেইমার, স্টেট সিনেটর টিম কার্নি এবং অ্যান্থনি এইচ উইলিয়ামস, ডিষ্টিক্ট অ্যাটর্নি অফিস থেকে আগত লেঃ ডেনিয়েল ব্রুক এবং পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের অফিসার জে ল্যামার স্টুয়ার্ট, আপার ডার্বি টাউনশিপ স্কুল বোর্ডের পরিচালকদের সভাপতি এডওয়ার্ড ব্রাউন, কাউন্সিলম্যান এবং কাউন্সিল ভাইস প্রেসিডেন্ট হাফিজ তিউনিস, কাউন্সিল এ্যার্ট লার্জ এবং সেক্রেটারি মেচেল বিলেপ, কাউন্সিল এ্যার্ট লার্জ এবং সভাপতি ব্রায়ান বার্ক এবং কাউন্সিল এ্যার্ট লার্জ লরা উইন্টজে উপস্হিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ আল মদিনার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সভাটি পরিচালনা করেন কাউন্সিলম্যান শেখ সিদ্দিক। বক্তাগণ মাহবুবুর রহমান সহ সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানান। প্রতিবাদ সভার শুরুতে মসজিদের ইমাম এবং ডাইরেক্টর মুফতি রায়হান কুরান তেলওয়াত এবং সবাইর জন্য দোয়া পড়েন। বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট মূলধারার রাজনীতিবিদ আবু আমিন রহমান। তিনি বলেন, আমাদেরকে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে হবে সকল হত্যার বিচারের জন্য। এছাড়াও ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় কী তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। আবু আমিন রহমানের পরপরই মসজিদের সভাপতি জিয়াউর রহমান উপস্থিত প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিকট সকল হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আসামিদের গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান।

প্রেসিডেন্টের বক্তব্যর পরপরই শেখ সিদ্দিক মঞ্চে আহ্বান জানান আপার ডার্বি টাউনশিপ মেয়র বারবারান কেফার্সকে হত্যাকারীর গ্রেফতারের অগ্রগতি সম্বন্ধে উপস্থিত সবাইকে জানানোর জন্য। এই বিষয়ে মেয়র সিটির পক্ষ থেকে তিনি দুঃখ প্রকাশ এবং অপরাধীকে গ্রেফতারের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বলে জানান। মঞ্চে আসেন পুলিশ ক্যাপ্টেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন গ্রেফতারের অগ্রগতি সম্পর্কে। এরপর আসেন ডেলাওয়্যার কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি জ্যাক স্টলস্টেইমার। তিনি উপস্থিত সকলকেই আশ্বস্ত করেন যে, অপরাধীকে গ্রেফতারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় সরকার, স্টেট এবং ফেডারেল সরকারের সকল প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করার মাধ্যমে আজ হউক কাল হউক আসামিকে গ্রেফতার করবেনই।

এরপর বক্তব্য রাখেন আপার ডার্বি টাউনশিপ স্কুল বোর্ডের পরিচালকদের সভাপতি এডওয়ার্ড ব্রাউন।

# বিয়ানীবাজার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমিতির নির্বাচন নিয়ে মিথ্যাচার

## মান্নান-জুয়েল পরিষদের প্রতিবাদ

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্কে ২২ অক্টোবর শেষ হয়েছে বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ‘মিসবাহ-অপু’ প্যানেলের করা মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ‘মান্নান-জুয়েল’ পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ নভেম্বর ওজনপার্কের মদিনা পার্টি হলের প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, ‘মিসবাহ-অপু’ পরিষদ রাজি থাকলে ‘মান্নান-জুয়েল’ পরিষদ পুন:নির্বাচনে যেতেও রাজি আছে।

মান্নান-জুয়েল’ প্যানেল নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক গৌছ উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ইফজাল আহমেদের পরিচালনায় ওই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তৈয়ব মোহাম্মদ তালহা, উপদেষ্টা বুরহান উদ্দিন কফিল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ, সোনার বলাই প্রমুখ। বিপুল সংখ্যক বিয়ানীবাজারবাসী ও কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ সকল প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীর। গত ২২ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে বিয়ানীবাজারবাসী যে রায় দিয়েছে ‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেল তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ‘মিসবাহ-অপু’ প্যানেল মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে নেমেছে। তারা নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করে এ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ঐক্যবদ্ধ বিয়ানীবাজার সমিতির ঐক্য বিনষ্ট করতে ততপর রয়েছে মহলটি।

বক্তারা বলেন, ‘মিসবাহ-অপু’ প্যানেল যদি নির্বাচনী ফলাফল না মেনে পুন:নির্বাচন চায় তাহলে ‘মান্নান-জুয়েল’ পরিষদও পুন:নির্বাচনে যেতে রাজি আছে।

সভায় বক্তারা বলেন, কোন সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে ধরণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেলের প্রত্যেক প্রার্থীরই তা রয়েছে। ‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেলের নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র এবং একজন দানবীর। সমাজ সেবায় তার অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়া ‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেলের প্রত্যেক প্রার্থীরই কমিউনিটির সেবা করার ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে ধরণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা রয়েছে। সব প্রার্থীই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, পুন:নির্বাচন হলে যোগ্যতা ও সততা সহ সার্বিক বিবেচনায় ‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেলের সব প্রার্থীকেই বিজয়ী করবে বিয়ানীবাজারবাসী।

‘মান্নান-জুয়েল’ প্যানেলের নির্বাচিত ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান সবাইকে নিয়ে সমিতিকে আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ’র নির্বাচন গত ২২ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ সদস্যের কার্যকরি পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি, সহ সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী হয় মান্নান-জুয়েল পরিষদ।

‘মান্নান-জুয়েল’ পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা

# দক্ষিণ এশিয়ার সেরা লেখকের তালিকায় ইমরান ইমন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা লেখকের তালিকায় যুক্ত হলো বাংলাদেশী খ্যাতিমান লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট ইমরান ইমনের নাম। সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কন্টেন্ট ইভ্যালুয়েটর ও প্রোভাইডার HT Syndication ৩ নভেম্বর বাংলাদেশের জেল হত্যাকাণ্ড নিয়ে "A dark day in Bangladesh's history" শিরোনামে ইমরান ইমনের লেখা আর্টিকেলটি আর্কাইভ করেছে। যেটি ভারতের সর্ববৃহৎ মিডিয়া কোম্পানি এইচটি মিডিয়া গ্রুপ ও ভারতের বিখ্যাত প্রভাবশালী দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

HT Syndication এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লেখকদের বাছাইকৃত সেরা কন্টেন্টগুলো আর্কাইভ করে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা লেখকদের তালিকায় যুক্ত হলো ইমরান ইমনের নাম।

এর আগেও ইমরান ইমনের বহু লেখা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিকগুলোতে নিয়মিত লিখে থাকেন। তিনি মূলত প্রবন্ধ-কলাম বেশি লিখেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সাংবাদিকতাও তার পারদর্শীতা রয়েছে। সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে সেরা কলামিস্ট হওয়ারও গৌরব অর্জন করেছেন ইমরান ইমন। তার লেখা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের সরকারি চাকরি পরীক্ষা বিসিএসে রেফারেন্স আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি এবছর সাহিত্যে নোবেলজয়ী লেখক ইয়ন ফোসের সঙ্গেও ইমরান ইমনের যোগাযোগ ও আলাপচারিতা হয়। ফোসে ইমরান ইমনের লেখালেখির প্রশংসা করেন এবং তার জন্য শুভকামনা জানান।

## সম্পাদকীয়

# অনড় যে যার অবস্থানে আতঙ্ক জনমনে!

সংবিধান অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই মাস বাকি। তবে এখনো নির্বাচন নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। আলোচনায় বসে সমঝোতার কোনো আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। সংবিধানের বাইরে যাবে না ক্ষমতাসীন দল। বিএনপিও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চূড়ান্ত এ আন্দোলন সফলে দলটি এবার ভিন্ন কৌশলে এগোচ্ছে। তফশিলের আগেই তারা ফয়সালা চায়। অন্যদিকে বিএনপিকে কোনো ধরনের ছাড় দিতে রাজি নয় আওয়ামী লীগ। যে কোনোভাবেই রাজপথের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায়। অবরোধসহ সামনের সব কর্মসূচি মোকাবিলায় পালটা প্রস্তুতি নিয়ে তারা মাঠে থাকবে। দেশের বড় এ দুদলের অনড় অবস্থানের কারণে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে কর্মসূচির নামে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তা কঠোর হাতে দমনের কথা জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ভোটের আগে বিএনপিকে আর কোথাও কোনো ধরনের ছাড় দিতে রাজি নয় আওয়ামী লীগ। পালটা প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে থাকবে ক্ষমতাসীনরাও, আন্দোলনের নামে বিএনপি যদি কোনো ধরনের সংঘাত-সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করার পরিকল্পনাও রয়েছে দলটির।

দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা পালটা আঘাতের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা বিএনপিকে ছাড় না দেওয়ার বার্তা স্পষ্ট করেছেন। একই সঙ্গে বিএনপি ও তাদের মিত্রদের হুমকিও আমলে নিচ্ছেন না ক্ষমতাসীনরা। দলটির নেতারা বলছেন, যথাসময়েই নির্বাচন হবে। এক্ষেত্রেও সংবিধানের বিদ্যমান ধারার বাইরে গিয়ে কোনো ছাড় দেবে না আওয়ামী লীগ। এমনকি এ ইস্যুতে বিএনপির সঙ্গে আর কোনো ধরনের আলোচনায় বসতেও রাজি নয় দলটির হাইকমান্ড।

আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও একাধিকবার এ বিষয়ে নিজের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরের পর থেকে বিএনপির প্রতিটি কর্মসূচির দিনে ‘শান্তি সমাবেশ’ কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ। একই দিনে কর্মসূচি পালন করলেও এতদিন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নেতাকর্মীদের কোনো ধরনের সহিংসতায় না জড়ানোর কঠোর নির্দেশনা ছিল। তবে গত ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ ঘিরে সৃষ্ট অস্থিরতা এবং এরপর বিএনপির হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচির ঘিরে পালটা কর্মসূচি দেয় আওয়ামী লীগও। তবে এসব কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের কঠোর অবস্থান দেখা গেছে। প্রায় প্রতিটি মিছিল সমাবেশে বাঁশের লাঠি, স্টাম্প, হকিস্টিক নিয়ে শোডাউন দিতে দেখা গেছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের।

দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারাও আগের চেয়ে কঠোর ভাষায় কথা বলছেন।

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের রাজনীতির মাঠ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ। ফলে সামনের দিনের প্রতিটি কর্মসূচির দিনেও নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো। তবে অকারণে বিএনপির সঙ্গে বিশৃঙ্খলাতে না জড়ানোর নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে হাইকমান্ড থেকে। এক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের কঠোর ভূমিকায় দেখতে চায় ক্ষমতাসীনরা।

অন্যদিকে বিগত দুটি নির্বাচনে বিএনপিকে ভোটে আনতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনরা বিএনপিকে নির্বাচনমুখী করতে একাধিক প্রস্তাব দিয়েছিল। ২০১৩ সালের ২৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়াকে ফোন করে তার বাসভবন গণভবনে এসে আলোচনার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সেই নির্বাচনের আগে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছিল, সেই সরকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বিএনপিকে দেওয়ার কথা বলেছিল আওয়ামী লীগ।

**সাধারণ মানুষের মনে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। কারণ, রাজনৈতিক সংঘাতে সাধারণত রাজনীতিকদের যতটা মাশুল গুনতে হয়, জনগণকে গুনতে হয় এর চেয়ে বেশি। এদিকে দেশে অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করেছে।**

২০১৮ সালে বিএনপি ২০ দলীয় জোটের পাশাপাশি নতুন জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট করেছিল। একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সংলাপে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে অংশ নিয়েছিল বিএনপিও। নির্বাচনেও গিয়েছিল তারা। কিন্তু এবার আর কোনো ছাড় দেবে না আওয়ামী লীগ। দলটির নেতারা বলছেন, যথাসময়েই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানের বিদ্যমান ধারার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। বিএনপিসহ সব দল নির্বাচনে এলে তাদের স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু কাউকে নির্বাচনে আনতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না। উলটো নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালানো হলে তা কঠোর হাতে প্রতিহত করা হবে।

আন্দোলন সফলে ভিন্ন কৌশলে বিএনপি। একজন গ্রেফতার হলে বিকল্প আরেকজন নেতৃত্বে, মাঠের কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে মধ্যম সারির নেতারা।

গ্রেফতার আতঙ্কে কেন্দ্রীয় নেতারা আত্মগোপনে। ঘরছাড়া তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতাকর্মী। পরিস্থিতি যাই থাকুক একদফা দাবিতে কঠোর কর্মসূচি থেকে পিছু না হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গ্রেফতার-মামলার কারণে কিছুটা চাপে পড়লেও আন্দোলনের সফলতা নিয়ে আশাবাদী দলটি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার আগেই দাবি আদায় করতে চায়। সেভাবে নেওয়া হচ্ছে নানা প্রস্তুতি। অতীতের আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ভিন্ন কৌশলে এগোচ্ছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকরা জানান, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তফশিল ঘোষণা হবে বলে তাদের কাছেও তথ্য রয়েছে। এজন্য অবরোধ কর্মসূচি তফশিল পর্যন্ত চলতে পারে, তারসঙ্গে ‘অসহযোগ’ অসহযোগ’ নামে দেশব্যাপী অবরোধ-হরতালের মতো আরও কঠোর কর্মসূচিও দেওয়া হতে পারে।

এদিকে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন ‘রাজনৈতিক যে সংকটগুলো আছে— আমরা বলেছি, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা সবসময় ইতিবাচক। কিন্তু সেই সংকট নিরসনের সামর্থ্য আমাদের নেই, সেই ম্যান্ডেটও নেই।’

এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। কারণ, রাজনৈতিক সংঘাতে সাধারণত রাজনীতিকদের যতটা মাশুল গুনতে হয়, জনগণকে গুনতে হয় এর চেয়ে বেশি। এদিকে দেশে অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একাধিক প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করেছে। তাদের এ প্রচেষ্টা কতটা কাজে দেবে, তা সময়ই বলে দেবে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোকে স্ব-উদ্যোগে সহিষ্ণুতার রাজনীতির চর্চা করতে হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বড় দল দুটি যে অবস্থান নিয়েছে, তা পরিস্থিতিকে আরও সংঘাতময় করবে। অতীতে বিভিন্ন কারণে এবং ক্ষমতার পালাবদলের প্রেক্ষাপটে দেশে সহিংস রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মাসের পর মাস হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে সহিংসতায় বহু প্রাণহানি হয়েছে। সে সময় দেশজুড়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে যে ব্যাপক ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদহানি হয়েছিল, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল অর্থনীতিতে। মনে রাখতে হবে, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে নানা সংকটে রয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতা এ সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। রাজনৈতিক সংকট দূর করার জন্য আগামী নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, এরও অবসান হওয়া দরকার। এজন্য দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দুপক্ষই অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে সংলাপের টেবিলে বসবে-এটাই প্রত্যাশা।

# নির্বাচন ঘিরে কোনো বিপদ না আসে!

## হাসান মামুন

দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের সক্ষমতা যেহেতু গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি, তাই বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনের আগমুহূর্তে প্রতিবারই একটা সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের। মাঝে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছিল এ কারণেই। সেটা করা হয় দুইভাবে। সাংবিধানিকভাবেও এটা করা হয়েছিল এবং তার অধীনে তিনটি কমবেশি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাকে কীভাবে আবার বিতর্কিত করা হয়েছিল এবং পরে তা একেবারে বাতিলই করে দেওয়া হয়, সেসবও আমাদের জানা।

সমস্যা হলো, ব্যবস্থাটি বাতিলের পর দুটি নির্বাচন হয়ে গেলেও তার একটিও দেশে কিংবা বিদেশে গ্রহণযোগ্য হয়নি। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে ভূমিকা রাখাটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। সেটি পালনে তাকে সহায়তা করার কথা সরকারের। কিন্তু কোনো দলীয় সরকারের আমলেই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়নি। নির্বাচন কমিশন ও সরকার দুটোই ব্যর্থ হয়েছে একত্রে।

দলনিরপেক্ষ সরকারের ভূমিকা নিয়েও যে প্রশ্ন ওঠেনি, তা নয়। তারপরও ওই সব নির্বাচন মেনে নেয় পরাজিত দল এবং তারা সংসদে গিয়ে বসে। মানসম্মত না হলেও একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতন্ত্রের একধরনের অনুশীলন আমরা দেখতে পাই ওই সব নির্বাচনের ভেতর দিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের পর হয়ে যাওয়া দুটি নির্বাচনের পর সেই অবস্থার ক্রমাবনতিই আমরা দেখেছি। সংসদে মিলছে লোকদেখানো বিরোধী দল আর মাঠে প্রকৃত বিরোধী দল এবং তাকে থাকতে হচ্ছে সরকারের অব্যাহত চাপের মুখে।

এ অবস্থায় আরেকটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে একতরফাভাবে। কেননা বিরোধী দল বিএনপি আগের দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে মোটেও রাজি নয়। অতীতে আওয়ামী লীগ যে দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল– এখন তার প্রতিপক্ষ বিএনপিকে একই দাবি আদায়ে প্রায় একই ধরনের আন্দোলনে নামতে হয়েছে রাজপথে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ধারাতেই তারা ছিল অবশ্য। সম্প্রতি একটি মহাসমাবেশ ঘিরে গোলযোগের সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি চলে গেছে সংঘাতের দিকে।

এটা কাম্য ছিল না; তবে এমন আশঙ্কাও অনেকে করছিলেন। ‘রাজনীতির একটি পক্ষ’ সংঘাত চাইছিল বলেও ধারণা করা হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে তারাই জয়ী হয়েছে বললে ভুল হবে না। এমন সংঘাত দেশকে আরও অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাবে বলেই ধারণা।জনগণের মধ্যে বাড়বে অস্থিরতা ও আতঙ্ক। সবচেয়ে বড় কথা, এর মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচন হয়ে গেলেও তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। রাজনৈতিক সংকটেরও হবে না অবসান।

জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। আগামী ২৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচনটি হতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে, তফসিল ঘোষণা না হলেও নির্বাচনের সময় কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন মানে তো কেবল ভোট গ্রহণের দিনের ঘটনাবলি নয়। এর আগের সময়টাও নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এ সময়ে আমরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখছি দেশে। কেবল সরকারের সঙ্গে নয়; নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও প্রধান বিরোধী দল ও তার মিত্রদের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠেছে।

২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরে সৃষ্ট ঘটনাবলির পর সরকারও অবস্থান নিয়েছে যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করে ফেলার পক্ষে। আগে অবস্থান ছিল, বিএনপি নির্বাচনে এলে আসুক। এখনকার অবস্থান হলো, তাদের বাদ দিয়েই নির্বাচন। এ জন্য আগামী নির্বাচনকে অনেকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছে।

২০১৪-এর নির্বাচন বিএনপি ও তার মিত্ররা প্রতিহত করতে পারেনি–যদিও সে লক্ষ্য অর্জনে তারা বড় ধরনের শক্তি প্রয়োগ করেছিল। আমাদের রাজনীতিতে যেকোনো দাবি আদায়ে শক্তি প্রয়োগ যেন প্রায় অনিবার্য। আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ে কি কম শক্তি প্রয়োগ করেছিল? আদর্শগত দিক দিয়ে ভিন্ন ধরনের দলগুলোও তখন একত্রে গড়ে তুলেছিল তীব্র আন্দোলন। এরশাদের জাতীয় পার্টিও তাতে শামিল হয়, যদিও তাদের সরিয়েই প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনেছিল প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো।

দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে একটা রূপরেখাও প্রণয়ন করেছিল তারা। সেই অনুযায়ী দেশ অবশ্য পরিচালিত হয়নি; কোনো পক্ষই এর পরোয়া করেনি। সেটা অনুসৃত হলেও সুশাসন ও নির্বাচন নিয়ে এখনকার পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছাতে হতো না। কথা ছিল, দেশ গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হবে; তার অধীনে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর হবে। একটা সহিষ্ণু রাজনৈতিক পরিবেশও গড়ে উঠবে ক্রমে।এর কিছুই অর্জিত হয়নি। উপরন্তু প্রধান সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়েও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন সংকট।

সংকটটা ওখানে যে, অতীতের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনগুলোয় যারা কমবেশি এক-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছে, সেই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়াই হতে যাচ্ছে আরেকটি নির্বাচন। তারাও কার্যত নেমে গেছে নির্বাচন প্রতিহত করতে। সরকারও গেছে আন্দোলন দমনের পথে। বিএনপির শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাকে ইতিমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে কারাগারে। এ অবস্থায় দলের আন্দোলনরত নেতা-কর্মীরা আরও বেশি বেপরোয়া আচরণ করতে পারে বলেই শঙ্কা। সরকারও বলছে, কীভাবে এ ধরনের আন্দোলন দমন করতে হয়–তারা জানে।

ধরা যাক, আন্দোলন বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না এবং এর মধ্য দিয়েই নির্বাচন করে ফেলতে সক্ষম হলো সরকার। এ ধরনের নির্বাচন কেমন হবে, তা অবশ্য সহজেই অনুমেয়। ‘জনগণের অংশগ্রহণের’ যুক্তিতে নির্বাচনকে ‘গ্রহণযোগ্য’ করার যে কথা বলা হচ্ছে, সেটাও ঘটবে বলে মনে হয় না। এতে নির্বাচন বৈধতা পেলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না, এটাই প্রধান সমস্যা। দেশের ভেতর থেকে প্রতিরোধ মিলিয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে আপত্তি বা চাপ আসবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। সত্যি বলতে, এর ক্ষেত্রও প্রস্তুত।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমাদের কঠোর অবস্থান ও অব্যাহত সক্রিয়তার কথা সবারই জানা। নতুন এই উপাদান সরাসরি গেছে বিরোধী দলগুলোর পক্ষে। কোনোভাবেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কঠোর অবস্থানের পেছনেও রয়েছে পশ্চিমা সক্রিয়তা। এটা তাদের সৌভাগ্যও বলতে হবে, কেননা পশ্চিমা অবস্থানের কারণে সরকার আছে চাপের মুখে। তবে ২৮ অক্টোবরের পর কোনো চাপকেই চাপ মনে করছে না সরকার।

নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ভীতিও ঝেড়ে ফেলে তারা নির্বাচনটা করে ফেলতে চাইছে। এমন মনোভাবও স্পষ্ট, নির্বাচন করে ফেলতে পারলেই আর তেমন সমস্যা নেই। সেটা কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। কেননা পশ্চিমারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এত দিন যে ভূমিকা রাখল, এর একটা ফল তারা স্বভাবতই দেখতে চাইবে। এ ক্ষেত্রে তাদের যে ‘নিজস্ব স্বার্থ’ রয়েছে, সেটাও কারও বুঝতে বাকি নেই।এটি অর্জনে তারা নির্বাচনের আগেও সক্রিয়তা দেখাতে পারে বলে মত রয়েছে। নির্বাচনের পরেও সক্রিয়তা দেখালে তার রূপ কী হবে, সেটা অবশ্য অস্পষ্ট।

রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠায় এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অর্থনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা এলে সেটা মোকাবিলা করা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। নির্বাচন ঘিরে কঠোর অবস্থান নেওয়া এসব রাষ্ট্রের সঙ্গেই প্রধানত আমাদের রপ্তানি, ঋণসহায়তা ও বিনিয়োগের সম্পর্ক। ওদের কাছ থেকে হালে রেমিট্যান্সও আসছে সবচেয়ে বেশি। তাদের পেশ করা মডেলেই আমরা এত দিন অর্থনীতি পরিচালনা করে সাফল্যও কম অর্জন করিনি। সে দিক থেকে তাদের পদক্ষেপের চাপ উপেক্ষা করা একরকম অসম্ভব।

এখন সরকার যদি পারে কোনোভাবে এ চাপ এড়িয়ে আবার ক্ষমতায় বসে যেতে, তাহলে শাসক দলের জন্য বেশ হয়! বিগত ১৫ বছরে দেশের ভেতরটা তারা যেভাবে ভেঙেচুরে সাজিয়ে তুলেছে, তাতে আরেকটা মেয়াদ পার করে দিতে তেমন সমস্যা হবে না–বাইরের চাপ যে পর্যন্ত আছে, সেটুকুতেও পশ্চিমারা আটকে থাকলে। বিএনপি ও তার মিত্রদের দাবি যত যুক্তিসংগতই হোক, রাজপথে তাদের চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা কিন্তু আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম। ঘটনা এ ধারায় অগ্রসর হলে তাদের সামনে সমূহ বিপদ।

আর ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হলে সরকার হবে বিপদগ্রস্ত। রেমিট্যান্সের পাশাপাশি রপ্তানিতে যে ধারা সূচিত হয়েছে এবং নানা ‘অপঘটনা’ ঘটছে একযোগে; তার পাশাপাশি উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে দেশের পরিস্থিতি এখন নজিরবিহীন বলতে হবে। এ অবস্থায় গবেষণালব্ধ পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সেটা দেশের জন্যও। সরকার গঠনের একটি নির্বাচনের চেয়ে দেশ বিপদগ্রস্ত হওয়া-না হওয়াটা নিশ্চয়ই অনেক বড় বিষয়।

# ফিলিস্তিনি শিশুদের কবরের সংখ্যা বিরামহীন শুধু বেড়েই চলছে

## ড.আজিজুল আম্বিয়া

হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ এক বিবৃতি দেন , সেখানে তিনি জানান, ৭ অক্টোবর সকালে ইসরাইলে পাঁচ হাজার রকেট বর্ষণের মাধ্যমে ' অপারেশন আল-আকসা স্ট্রম' শুরু হয়েছে । এ সময় ইসরাইল গাজা থেকে অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করে। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৯৫৩ সালের পর এই প্রথম এত বড় মাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আল আকসা অঞ্চলে। ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যে চলমান যুদ্ধে যে কয়টি বড় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে অমানবিক হল শিশু হত্যা। দাতব্য সংস্হা সেভ দ্য চিলড্রেনের ফিলিস্তিন শাখার কর্মকর্তা জেসন লি এর মতে এখন গাজায় প্রতি ১০ মিনিটে মারা যাচ্ছে একটি শিশু । আমরা জানি শিশু হত্যা মহাপাপ, এ ছাড়া আইনের চোখে অপরাধ হলেও যেন আমরা ভুলে গেছি কিংবা মানছি না এই আইন । জাতিসংঘের ভূমিকা কতটুকু শক্ত হলে বন্ধ হবে এই অপরাধ? নাকি ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা চাওয়ার মূল্য দিতে হবে এই নিরপরাধ শিশুগুলির জীবন দিয়ে । হয়তো অপেক্ষা করতে হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এর বিচারের জন্য ? এই প্রশ্নগুলি এখন বিশ্বের বিবেকমান মানুষকে বারবার নাড়া দিচ্ছে । মানুষ চায় না ফিলিস্তিনে এরকম হিংস্রতা চলুক। জেসন লি এর জেরুসালেম থেকে বিবিসির সাথে কথা বলা থেকে জানা যায়এ পর্যন্ত যে ২০ হাজারের মতো মানুষ আহত হয়েছে তাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন শিশু। এছাড়া জনাকীর্ণ পরিবেশ এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি না থাকার কারণে সংক্রামক রোগ বাড়ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়ারও আশঙ্কা করছেন তিনি । তিনি আরও বলেন, গাজায় ট্রাকের মাধ্যমে যে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে তা'সাগরে এক ফোটা পানির মতো। 'সার্জনরা অ্যানেসথেটিক ছাড়াই অস্ত্রোপচার করছেন, হাসপাতালগুলোতে আলোর উৎস হিসেবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে মানুষ'। তিনি বলেন, তাদের চিকিৎসা সরবরাহ যেমন ব্যান্ডেজ শেষ হয়ে গেছে। আর ১৩০ টি শিশু রয়েছে ইনকিউবেটরে যেগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। জাতিসংঘরের নিরাপত্তা কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক রাসেলের মাধ্যমে জানা যায় , সংঘাত চলতে থাকায় গাজায় প্রতিদিন ৪২০টির বেশি শিশু মারা যাচ্ছে বা আহত হচ্ছে। রাসেল জানান, গাজা উপত্যকার বাইরেও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুসালেমে কমপক্ষে ৩৭টি শিশু নিহত হয়েছে । ইসরাইলের ৩০টির বেশি শিশু নিহত হয়েছে এবং আরও ২০ জন গাজায় আটক হিসেবে রয়েছে যাদের ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। এদিকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা আট হাজার ছাড়িয়েছে। ৩০ অক্টোবর সোমবার গাজার স্বাস্হ্য মন্ত্রনালয় এ তথ্য জানিয়েছে। এদের অর্ধেকেই শিশু। এদিকে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহবান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, গাজায় হাজার হাজার নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া, আরো বহু শিশুর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার

৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, গাজা উপত্যকা হাজার হাজার শিশুর জন্য একটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। এটি অন্য সবার জন্য একটি জীবন্ত জাহান্নাম । তিনি আরো বলেন, ফিলিস্তিনের এই অবরুদ্ধ উপত্যকায় এরইমধ্যে ৩,৪৫০ জনের বেশি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৭ অক্টোবর ইসরাইলের অভ্যন্তরে হামাসের বড় ধরনের অভিযানে অন্তত ১,৪০০ ব্যক্তি নিহত হয়। মূলত ওই দিন থেকেই পুনরায় গাজা উপত্যকার ওপর ভয়াবহ বোমাবর্ষণ শুরু করে ইসরায়েল যা এখনো চলছে। দখলদার সেনাদের নিরবচ্ছিন্ন পৈশাচিক হামলায় গাজায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা সাড়ে ৮হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরো ২০ হাজারের বেশি মানুষ। ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার আরো বলেন, খাবার পানির সংকট এখন গাজার শিশুদেরকে বোমা কিংবা মর্টারের চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। তিনি বলেন, গাজায় সুপেয় পানি উৎপাদন ক্ষমতা স্বাভাবিক স্তরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগে নেমে গেছে যা ১০ লাখের বেশি শিশুকে পানি শূন্যতাজনিত মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলেছে। তীব্র পিপাসার কারণে নোনা পানি পান করে অনেক শিশু অসুস্হ হয়ে পড়েছে। তিনি আরো জানান, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধের আগেও, গাজার তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি শিশুকে মানসিক স্বাস্হ্য সহায়তার প্রয়োজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল কারণ তারা ট্রমার মুখোমুখি হয়েছিল । তিনি বলেন, যখন চলতি লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে, তখন এসব শিশুর আতঙ্ক কাটিয়ে মানসিক স্বাস্হ্যকে স্বাভাবিক অবস্হায় ফিরিয়ে আনতে কয়েক প্রজন্ম সময় লেগে যাবে।এদিকে গাজায় সব পক্ষকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানিয়েছে আরব বিশ্ব। এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানায়েছে মিসর, জর্দান, সৌদি আরব, আমিরাত,কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, মরক্কোসহ মধ্যপ্রাচ্যের ৯তি দেশ।বিশ্বের অনেক দেশে ফিলিস্তিনি মানুষের স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভ চলছে ।ফিলিস্তিনিরা জানেনা আর কত মূল্য দিতে হবে তাদের স্বাধীনতার জন্য । পরিশেষে বলতে চাই , যখন কোন জাতির অবিচার আর অন্যায়ের মাত্রা সীমা লঙঘন করে তখন অতীত ইতিহাসের আলোকে বলতে পারি, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এই অত্যাচারিত জাতি একদিন ধ্বংস হয় । ইসরাইলের এই অন্যায়কে মেনে না নিয়ে ঘৃণা করা শুরু করতে হবে যার যার অবস্থান থেকে । শিশু হত্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে সেটি আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় । তাই এখন বিশ্বের সকল মানুষকে এক ছাতার নিচে এসে সমবেত হয়ে জানাতে হবে প্রতিবাদ, করতে হবে প্রতিরোধ । তা না হলে মানবতার ইতিহাস লজ্জা পাবে।

# সরকার আক্রমাত্মক: বিএনপি জেলে

## তানভীর সিদ্দিকী

আর মাত্র দুই মাস পর জাতীয় নির্বাচন। এরমধ্যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির বেশিভাগ নেতা এখন জেলের ঘানি টানছে। আর আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার বিএনপিকে ধড় পাকরাও , মামলা গ্রেপ্তারের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছে। সরকার প্রধান বিএনপির ব্যাপারে আরো কঠোর । তাদের ধরে কারাগারে বন্দী রাখতে বলেছেন। মাঠ ছাড়বে না বিএনপি এবং তার সমর্থক দল। এর অর্থ হচ্ছে সামনে আরো সংঘাত, হামলা বাড়বে। রোববার থেকে আবার শুরু হচ্ছে ৪৮ ঘন্টার অবরোধ। নতুন করে সংঘাতের শঙ্কা। কি হবে আগামী দুই মাস। রাজনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, নিশ্চিত সংঘাতের দিকে যাচ্ছে দেশ। এরমধ্যে দুইটি ঘটনা এ অস্থিরতাকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটি গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ভাতার জন্য আন্দোলন। অন্যটি হচ্ছে ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। এরমধ্যে ডলারের দাম বৃদ্ধি সবাইকে চিন্তিত করে তুলছে। এ পরিস্থিতিতে কি রাজনীতিবিদরা জনগণের কথা ভাবছে।

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে তুমুল সংঘর্ষ পুরো রাজনীতিকে সংঘাতময় করে তোলে। এরপর টানা তিনদিন অবরোধ ২০ বেশি গাড়ি পোড়ানোসহ বিভিন্ন ঘটনায় উত্তপ্ত দেশ। সবার চোখে মুখে অনিশ্চিয়তা। কি হবে?

এদিকে , বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাস প্রতিহত করতে এগিয়ে আসার জন্য দলীয় নেতাকর্মী ও দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন চায় না। দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। কয়েকজন দুর্বৃত্তের নির্বাচন বানচাল এবং জনগণের ভোটের অধিকার ও ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। যেকোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যেখানেই অগ্নিসন্ত্রাস ঘটবে, সেখানেই বিএনপি-জামায়াতের দৃর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে ধরিয়ে দিতে হবে। শুক্রবার এবং শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কিসের সংলাপ। খুনীদের সাথে কোন সংলাপ নেই। তিনি বিএনপিকে জানোয়ারের সাথে তুলনা করেন।

তবে প্রধানমন্ত্রী খাদ্যপণ্য মজুদদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যপণ্য থাকা সত্ত্বেও বাজারে না এনে জনগণের পকেট কাটার চেষ্টা যারা করে,তাদের খুঁজে বের করতে হবে। ব্যবস্থা নিতে হবে। খাদ্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গে সরকারপ্রধান বলেন,দেশে চাল-ডাল, আলুসহ সবকিছুর উৎপাদন বেড়েছে। তাহলে কিসের অভাব হবে? এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে আমরা খাদ্যপণ্য কিনে আনছি। কিন্তু সেটা মানুষের কাছে পৌঁছাবে না কেন? এগুলোর পেছনে কারা আছে? মজুদ করে রেখে দেবে কিন্তু বাজারে আনবে না। না এনে দাম বাড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলবে। এটাই তারা করে যাচ্ছে। এই ধরনের মজুদ যারা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

**মামলা জালে বিএনপি**

বিএনপির চেয়ারপরসন খালেদা জিয়া কারাদণ্ডে বিশেস জামিনে বাসায় গৃহবন্দী। মহাসচিব মির্জা ফখরুল, শীর্ষ নেতা আমীর খসরু, মির্জা আব্বাসসহ অনেকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ২৮ অক্টোবরের পর কমপক্ষে ৩ হাজার নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। এমনিতে বিএনপির বিরুদ্ধে ৭০ হাজারের বেশি মামলা আছে। যা গত ১৪ বছরে হয়েছে। গত ৭ দিনে এ মামলার তালিকায় যোগ হয়েছে আরো এক হাজার। মানে ৭১ হাজারের বেশি মামলা। আসামী কয়েক লক্ষ। এরমধ্যে বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান সোহেলের নামে সবোর্চ্চ ৪৫০টার বেশি মালা আছে।

তবে বিএনপি কর্মীরা বেশি চিন্তিত তাদের নেতাদের মামলা নিয়ে। কারণ মাছে নেতৃত্ব দেয়ার মত কেউ নেই।

কারণ দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির ১৯ সদস্যের মধ্যে মাঠে সক্রিয় সাতজনের মধ্যে মহাসচিবসহ তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতাই হত্যা ও নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দি। সক্রিয় অন্য চারজনও গ্রেপ্তার এড়াতে এখন আত্মগোপনে। দলের চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানসহ তিনজন সাজাপ্রাপ্ত, বয়সের কারণে নিষ্ক্রিয় চারজন, আইনি জটিলতায় ভারতে আটকা একজন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন চার সদস্য। এ পরিস্থিতিতে দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের সংকট দেখা দিয়েছে দলটিতে।

যদিও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এবার কিছুটা কৌশল বদল করেছে দীর্ঘ ১৭ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাইরে থেকে হামলা-মামলায় জর্জরিত বিএনপি। দলটির হাইকমান্ড বলছেন, কারাগারের বাইরে যে একজন নেতা বা কর্মী থাকবেন, তিনিই দলের নেতৃত্ব দেবেন। সব নেতাকে গ্রেপ্তার করেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্দলীয় সরকারের দাবির আন্দোলন থেকে বিএনপিকে আর পিছু হটানো যাবে না। গণতন্ত্রকামী দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের গণআন্দোলনের পক্ষে থাকবেন বলে আশা করছে দলটি।

বিএনপি নেতারা নন, গণতন্ত্র মঞ্চসহ সমমনা দলের নেতারাও সামনের কঠিন পরিস্থিতিতে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা এবং বাস্তবায়নের ঘোষণা দিতে পারবেন। গ্রেপ্তার এড়িয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি সফল করতে ভার্চুয়ালি জরুরি বৈঠক ও যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা। এমনকি বিএনপির প্রতিটি স্তরের কমিটির শীর্ষ নেতারা গ্রেপ্তার হলেও ক্রমান্বয়ে পরবর্তী পদে থাকা নেতারাই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়িত হয়ে সংকটকালীন দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেবেন।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান সাংবাদিকদের বলেছেন, আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করছেন– সরকারের দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য এই মিথ্যা মামলা-হামলা, গ্রেপ্তার-আটকে নাকি বিএনপি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে! বিষয়টি হচ্ছে, রাতারাতি যেমন একটি দলে নেতৃত্ব তৈরি করা যায় না, তেমনি রাতারাতি একটি দলকে নেতৃত্বশূন্যও করা যায় না। বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল, যার ভিত্তি হচ্ছে তৃণমূলের জনগণের শিকড়ে। তার ওপরে রয়েছে মধ্য সারির ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

**বিএনপির বিকল্প চিন্তা**

বিএনপির শীর্ষ নেতারা জেলে। মাঠ গরম রাখতে বিএনপি ভিন্ন চিন্তা করছে। অদৃশ্য বা অজ্ঞাত স্থান থেকে বিএনপি নেতা রিজভী দলের কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। কিন্তু এভাবে কত দিন।

জানা গেছে, জামায়াত এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে পৃথক বৈঠক করেছে বিএনপি নেতারা। এখন তারা বিএনপির সাথে সুর মিলিয়ে আল্দোলন কর্মযূচি ঘোষনা দিবে বা মাঠে থাকবে।

বিএনপি নেতারা বলছেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতা কারাগারে। গ্রেফতার আতঙ্কে কেন্দ্রীয় নেতারা আত্মগোপনে। ঘরছাড়া তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতাকর্মী। পরিস্থিতি যাই থাকুক একদফা দাবিতে কঠোর কর্মসূচি থেকে পিছু না হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গ্রেফতার-মামলার কারণে কিছুটা চাপে পড়লেও আন্দোলনের সফলতা নিয়ে আশাবাদী দলটি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার আগেই দাবি আদায় করতে চায়। সেভাবে নেওয়া হচ্ছে নানা প্রস্তুতি। অতীতের আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ভিন্ন কৌশলে এগোচ্ছে।

এক নেতা গ্রেফতার হলে বিকল্প আরেকজনকে নেতৃত্ব নিতে বলা হয়েছে। সিনিয়র নেতাদের রাখা হয়েছে মাঠ সাজানোর পরিকল্পনায়। আর কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে মধ্যম সারির ও জেলা পর্যায়ের নেতারা। সব বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার জন্য হাইকমান্ড থেকে নির্দেশনা রয়েছে। এমনকি কর্মসূচির বিষয়েও ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে জানানো হচ্ছে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে, নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার আগপর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেফতার এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে। এ কারণে কেন্দ্রীয় নেতারা আত্মগোপনে রয়েছেন। তবে দায়িত্বশীল কোনো নেতা গ্রেফতার হলে মাঠের আন্দোলন চালিয়ে যেতে অন্য কোনো নেতা সে দায়িত্ব পালন করবেন।

২৮ অক্টোবর ঢাকার মহাসমাবেশে হামলা, হত্যার প্রতিবাদে পরদিন দেশব্যাপী হরতাল পালন করে বিএনপি। এরপর ৩১ অক্টোবর থেকে টানা ৩ দিনের অবরোধ দেয় দলটি। যা বৃহস্পতিবার শেষ হলে ওইদিন বিকালে আবারও কাল রোববার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। নীতিনির্ধারকরা জানান, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তফশিল ঘোষণা হবে বলে তাদের কাছেও তথ্য রয়েছে। এজন্য অবরোধ কর্মসূচি তফশিল পর্যন্ত চলতে পারে।

**ইসির সংলাপের কোন মূল্য কি আছে**

রাজনীতিতে অস্থিরতা চলছে। এরমধ্যে ৪৪ দলকে সংলাপে বসতে নির্বাচন কমিশন –ইসি চিঠি দিয়েছে। বিএনপির চিঠি নেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায়নি। কার্যালয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে ইসি জানিয়েছে, আগামী নির্বাচন সামনে রেখে একটা আগাম ধারণা পেতে চায় কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য কারা কতটুকু এবং কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে, সেই ধারণা পেতেই এই উদ্যোগ। একই সঙ্গে নিজেদের অবস্থানকেও যাচাই করতে চায় ইসি।

সংলাপের চিঠি প্রসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন,‘কিসের সংলাপ, কার জন্য সংলাপ? এটা লোকদেখানোর জন্য তামাশা হচ্ছে? দলের মহাসচিব কারাগারে, গুরুত্বপূর্ণ নেতারা ঘরছাড়া। মিথ্যা মামলা দিয়ে শারীরিক-মানসিকভাবে নাজেহাল করছেন, আর বিএনপিকে চিঠি পাঠাচ্ছেন! সরকারের নির্দেশেই সংলাপের নামে এই তামাশাগুলো করা হচ্ছে।’

শনিবার ইসির সংলাপে নিবন্ধিত ৪৪টি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, নির্বাচন কমিশনের আলোচনা সভায় ২৬টি দল অংশ নিয়েছে। ১৮টি দল আসেনি। সংলাপ শেষে আওয়াম লীগ নেতা ফারুক খান বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে ইসি যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট জিএম কাদের বলেছেন, ভোটের পরিবেশে ভালো থাকলে আমরা ভোটে যাবো। নইলে যাবো না। তবে এ সংলাপের ব্যাপারে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘যখন অনেক দলই দৌড়ে বেড়াচ্ছে, অনেকে জেলে আছেন। সমস্ত দেশেই একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, এই সময়ে তারা কী আলোচনা করবেন, এটা তো আগেই বলতে পারব না। আলোচনা করলে বোঝা যাবে, কাদের সঙ্গে আলোচনা করছে, কী বিষয়ে আলোচনা করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ইসির এই সংলাপ এমন সময়ে হচ্ছে যখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কথা বলে গেলেন, তারপরই এই প্রোগ্রাম দেওয়া হলো। প্রোগ্রামটি আগে ছিল বলে আমি শুনিনি।’

অনেকে মনে করেন এ ধরণের সংলাপ কোন কাজে আসবে না। কারণ প্রধান বিরোধী দল ইসি ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

# এক কমরেডের কাহিনি

## গৌতম রায়

শারদোৎসব রমরমিয়ে চলছে। পঞ্জিকা নির্দেশ অনুযায়ী দিনটা শারদীয়া সপ্তমী। হঠাৎ একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন। ধরতেই একটা ব্যস্ত গলা বলে উঠল; পলাশ (দাস) আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এক কপি শারদ ‘দেশহিতৈষী’ দিয়েছে। কীভাবে পৌঁছে দেব? আমি ভেবেছিলাম, উনি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, তাই পত্রিকারই অনুপদার (ভৌমিক) কাছে রেখে দেওয়ার কথা বললাম। উনি বললেন, ‘আমি পলাশের বাড়ির কাছে থাকি লেকটাউনে। আপনি তো নৈহাটিতে থাকেন?’ বললাম, ‘না, ভাটপাড়াতে। নৈহাটির পাশে।’

ব্যস্ত গলাটি বলল—আমি তাহলে নৈহাটি গিয়ে পৌঁছে দিই? আমি তো অবাক। এতকাল লিখছি, কোনো পত্রিকার সম্পাদক নিজে একজন অতিসামান্য লেখককে সৌজন্য কপি পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর এক কমরেডকে দিয়েছেন-রাজনৈতিক পত্রপত্রিকাতে নয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে লিখলেও, এমন অভিজ্ঞতা আমার আজ পর্যন্ত হয়নি। পেশাদার কাগজেও এমনটা আছে বলে শুনিনি। লেখককেই উজিয়ে গিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়।

তাই ওই ব্যস্ত কণ্ঠের প্রথম কথাটা শুনে আমি সত্যিই অবাক। একজন অতি নগণ্য লেখকের বাড়িতে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার এই যে সৌজন্য, এর জন্যেই কমিউনিস্টদের শত্রুরাও বলে, কমিউনিস্টরা একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ। যিনি কমিউনিস্টদের ভোট দেন না, রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্টদের গালিগালাজ করতেই ভালোবাসেন, সেই লোকটাও নিজের অপছন্দকে বজায় রেখেও কমিউনিস্টরা যে একটু অন্য রকমের, গড়পড়তা লোক নয়—এই স্বীকৃতিটা সব সময়ে প্রকাশ্যে না দিলেও নিজের কাছে দিতে দ্বিধা করেন না।

ঠিক তেমনটাই যেন ছোঁয়া পেলাম পত্রিকার সম্পাদকের এই সৌজন্য কপি পৌঁছে দেওয়ার ব্যতিক্রমী ভূমিকার ভেতর দিয়ে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শারদ দেশহিতৈষীটি পাওয়া ঘিরে আরও বিস্ময় আমার জন্য বাকি ছিল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা বলা মানুষটির টেলিফোন ধরে আমার ধারণা হয়েছিল, হয়তোবা মানুষটি একটু প্রগলভ। সেই মানুষটার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে নিজের ধারণার জন্য নিজের ওপরেই ধিক্কার এসে গেল। মনে হলো, আমি নিজেকে যতই মুক্তচিন্তার মানুষ বলে মনে করি না কেন, আমিও তো মানুষ সম্পর্কে, লোকেদের কোনো কিছু ‘দেগে’ দেওয়ার যে সংস্কৃতি, তার বাইরে নিজেকে এখনো এতটুকু মেলে ধরতে পারিনি।

এখানেই শেষ নয়। যে ব্যস্ত গলার ফোনের কথা দিয়ে এই কলাম শুরু করেছিলাম, শারদোৎসবের ভিড় ঠেলে দমদমের থেকেও বেশ কিছুটা বাস, অটোর পথ, লেকটাউন পেরিয়ে সেই মানুষটি সটান আমাদের ভাটপাড়ায় হাজির। আমাকে শারদ দেশহিতৈষী দেওয়ার জন্য। উৎসবের দিন। রাস্তাঘাট ভিড়ে থিকথিক করছে। তার ওপর এবার শহরতলি কল্যাণীর প্রতিমা দেখতে শহরের গতি মফস্বলমুখী। সেই ভিড় ঠেলে মানুষটি পত্রিকা হাতে আমাদের বাড়ি এসেছেন। কেন এসেছেন? না, কমরেড পলাশ এই দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন। তাঁরই কথায়, দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন দায়িত্বটা ঠিকঠাক সেরে ফেলাই ভালো। পরে যদি আবার অন্য কোনো কাজে আটকে যাই।

মানুষটির নাম সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। সিপিআই(এম)-এর কর্মী, এই পরিচয়টুকুই বোধহয় কমরেড সোমনাথের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাঁর জন্য এই কথাই বলা উচিত বলে মনে হয় যে, সোমনাথের মতো কর্মী আছেন বলেই আজও মানুষের কাছে কমিউনিস্টরা একটু অন্যরকম মানুষ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। প্রায় চৌত্রিশ বছর ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় একটা দেশের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন। বামপন্থীরা তো আর স্বপ্নরাজ্যের মানুষ নন। আর বিপ্লবের ভেতর দিয়েও তাঁরা ক্ষমতায় আসেননি পশ্চিমবঙ্গে। তাই ভালো-মন্দ, ভুলত্রুটি সবকিছু মিলেমিশেই তাঁদেরকে দেখতে শিখেছে আমজনতা। ভুল হোক, ঠিক হোক—সেই দেখবার চোখের বাঁকা চাউনির জেরেই আজ দীর্ঘ ১২ বছর ক্ষমতার অলিন্দ্যের বহু দূরে রয়েছেন বামপন্থীরা। এমনকি ভারতের সংসদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত একজনও বামপন্থী সাংসদ নেই। বিধানসভাতে একজন সদস্য নেই। টিমটিম করছে মাত্র একটা পৌরসভা। নদীয়া জেলার তাহেরপুর। কোনো জেলা পরিষদ বামেদের দখলে নেই। তবু আছেন কমরেড সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো নিঃস্বার্থ, নিরলস কর্মী।

কেবল নেতার নির্দেশ পালনের তাগিদে যে উৎসবের সন্ধ্যায় যখন সবাই নিজের নিজের মতো করে আনন্দ উপভোগ করছে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে, তখন সব উপেক্ষা করে সোমনাথ আমার বাড়ি ছুটে এসেছেন শারদ দেশহিতৈষী পৌঁছে দিতে। বিনিময়ে কিছু সুযোগ পেতে পারেন তাঁর নেতার কাছে—এমন কোনো সুযোগ বামপন্থীরা তাঁদের করে দেবেন কি দেবেন না, সেই প্রশ্নে ঢোকবার আগে বলতে হয় যে, তেমন সুযোগ

সোমনাথকে, সোমনাথদের কখনো আত্মবিজ্ঞাপন দেখা যায় না ফেসবুকের পাতায়, ইনস্টাগ্রামে। কখনো টেলিভিশনের পর্দার কলতলার ঝগড়াটে দেখা মেলে না সোমনাথদের। কারণ, 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' এ কথা বলার বিলাসিতার চেয়ে এক প্রান্তিক বস্তিবাসীর দুয়ারে এক বালতি জল পৌঁছে দেওয়াটাকেই সোমনাথেরা মার্কসবাদের প্রয়োগ হিসেবে বিশ্বাস করেন।

তৈরির মতো অবস্থাতেই এখন নেই বামপন্থীরা।

তাহলে? এই ‘তাহলে’ শব্দটার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আইনসভায় শূন্যে নেমে আসা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের সাফল্যের বিষয়টি। আইনসভাতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েও পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃপ্ত হতে পারে না। তাঁরা কেন্দ্রের শাসকদলের বিধায়কদের মেছোহাটের মতো কেনেন। এত করেও কিন্তু আইনসভায় শূন্য বামপন্থীদের এই ‘তাহলে’র যে সাফল্য, তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারে না কোনো শাসকপক্ষই।

কারণটা হলো, বিগত লকডাউনের সময় সরকারি সুযোগ-সুবিধা পকেটে পুরে কেন্দ্রে ক্ষমতাশীন দল আর রাজ্যে ক্ষমতাশীন দল—কে সবার আগে, সব থেকে বেশি বড়লোক হতে পারে তার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিল, তখন লেকটাউনের সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো গোটা পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কমরেড সোমনাথ, যাঁদের দেখলেই বোঝা যায়, দুবেলা পেট ভরে ভাতও জোটে না। ভাত জুটলেও তা একটা অলবেঙ্গল ঘ্যাঁট সহযোগে গোটা পরিবার পেট ভরায়। মাছ-মাংস-ডিম, দুধ-ফল–এইসব প্রোটিন-ভিটামিন-মিনারেল, এ সমস্ত কথা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে শুনে অভ্যস্ত। গোটা শরীরে অপুষ্টি, কিন্তু মুখভরা হাসি, বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ছড়িয়ে ছিল গোটা বাংলাজুড়ে।

লেকটাউনের সোমনাথ সেদিন নিজের এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে জোগাড় করেছেন রেশন কার্ড। দলের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবকদের দাঁড় করিয়েছেন রেশনের লাইনে। রেশন তুলেছেন। সেগুলো বিতরণ করেছেন এমন মানুষদের ভেতরে, যাঁদের সত্যিই লকডাউনের কালে বসে খাওয়ার মতো একটা পয়সাও সঞ্চয় ছিল না। সোমনাথ যে কেবল মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবার, যাঁরা মানসিকতায় বামপন্থী, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার্যত ভিক্ষা করে রেশন কার্ড জোগাড় করেছিলেন তা নয়। নিজের এলাকায় যেসব মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘোষিত বামপন্থা, বামপন্থীদের বিরোধী, তাদের কাছেও হাত পেতেছেন। উঠতে–বসতে যারা কমিউনিস্টদের গাল পাড়েন, দেশটাকে গোল্লায় পাঠানোর জন্যে একমাত্র কমিউনিস্টদের দায়ী করেন, তাঁরাও কিন্তু সেই আকালের কালে কমরেড সোমনাথকে ফেরাননি। নিজেদের রাজনৈতিক ভাবনার কারণে লোককে বিশ্বাস করে যাঁরা রেশন কার্ডের মতো একটা দরকারি সরকারি নথি তুলে দিতে চান না, তাঁরাও কিন্তু অবলীলায় কমরেড সোমনাথের হাতে তুলে দিয়েছেন রেশন কার্ড।

ওইসব মানুষেরা এই ভরসাতেই রেশন কার্ড কমরেড সোমনাথের হাতে তুলে দিয়েছেন যে, তাঁরা নিশ্চিত কাজ মিটে গেলে অতিমারির কাল অতিক্রম করবার পর নিজের দায়িত্বে রেশন কার্ডগুলো তাঁদের ফিরিয়ে দেবেন সোমনাথ। নিজেদের দলের লোকেদের ওপরে আস্থা রাখতে না পারা মানুষ কেন, কীভাবে সোমনাথের ওপর আস্থা রাখলেন? যে সোমনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে তাঁরা ক্ষতিকারক বলে ঠাওরান, সেই ক্ষতিকারক রাজনৈতিক মতাদর্শের রাজনীতি করা একটি লোক, যৌবন অতিক্রান্ত একটি মানুষ, জীবনযুদ্ধের কঠিন ছাপ যে মানুষটির রোগা লিকলিকে শরীরে এমন একজনকে লোক বা একটা পরিবারও ভরসা করছে?

ভরসা করছে এই কারণে যে, বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকাকালে যে অবস্থায় কমরেড সোমনাথ ছিলেন, প্রায় একটা যুগ ক্ষমতার বাইরে থাকা স্বত্বেও সোমনাথের ভেতরে কোনো বদল নেই। ক্ষমতার মৌতাতে যারা শাসকের সঙ্গে এঁটে থাকে, তাদের সঙ্গে কমরেড সোমনাথ আর একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের এই যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া, এই কারণটাই হলো, বামপন্থীদের ভোটের বাক্সে বিমুখ করলেও, মনের বাক্সে আজও বামপন্থীদের অতি বড় শত্রুও কখনো বিমুখ করে না, করতে পারে না। করবার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না। এখানেই আইনসভায় শূন্যে অবস্থান করা বামপন্থীদের সাফল্য। কমিউনিস্টদের সাফল্য।

শুধু এইই নয়। বাম-বিরোধীই কেবল নয়, বাম-বিদ্বেষী মানুষজনেরাও অতিমারির কালে নিজেদের দলের কর্মী-সমর্থকদের বিশ্বাস করতে পারেননি। শুধু লেকটাউন নয় পশ্চিমবঙ্গজুড়ে থাকা সোমনাথের মতো অসংখ্য কমরেডের হাতে নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ, পোশাক, খাবার, ওষুধ তুলে দিয়েছেন অতিমারিতে সেই ভয়ংকর সময়ে।

নিজের দলের কর্মী সমর্থকদের ভরসা করতে না পেরে, যে দল বা মতাদর্শের লোকেদের ক্ষমতা থেকে হটাতে তাঁরা আদাজল খেয়ে নেমেছিলেন, সেই মতাদর্শের মানুষদের প্রতিই এই যে আস্থা স্থাপন, এই আস্থার কাছে গণতন্ত্রকে সং সাজিয়ে শাসকের ভোট লুঠ– সবকিছুই কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়। শাসকের লজ্জা যেন শাসকের আচরণেই ফুটে ওঠে। আর সেই লজ্জাকে কেবল ফুটিয়ে তোলাই নয়, বেআব্রু করে বামপন্থীদের সবদিক থেকে যারা জিতিয়ে দেন, তাঁরা হলেন বাংলার আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার কমরেড সোমনাথ।

সোমনাথেরা ব্যতিক্রমী। কেন ব্যতিক্রমী? উৎসবের ভিড় ঠেলে শারদ দেশহিতৈষী আমাকে পৌঁছে দিয়েছে বলে? লেখা পড়ে অনেকের তেমনটা মনে হলেও সোমনাথ ব্যতিক্রমী এই কারণে যে, বামপন্থীদের বা কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করার এই সর্বাত্মক প্রয়াসের মধ্যেও সোমনাথ তাঁর সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায় সিপিআই (এম)-এর তাত্ত্বিক মুখপত্র দেশহিতৈষীর শারদ সংখ্যার জন্য লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি টাকার বিজ্ঞাপন তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যিনি বিজ্ঞাপন দিতে চান না বা শাসকের ভয়ে বিজ্ঞাপন দিতে কুণ্ঠিত, সেই মানুষটিও ফেরাননি কমরেড সোমনাথকে। সোমনাথের এই সাফল্যই কিন্তু প্রমাণ করে, আইনসভায় শূন্য কমিউনিস্টরা ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক আর প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকদের এই ‘দোহে কহে দেহ দেহ, হার নাহি মানে কেহ, মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত’-র দৌড়েও কীভাবে পূর্ণতার শিখর বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু। হ্যাঁ, একটা মস্ত কিন্তু আছে। সোমনাথকে, সোমনাথদের কখনো আত্মবিজ্ঞাপন দেখা যায় না ফেসবুকের পাতায়, ইনস্টাগ্রামে। কখনো টেলিভিশনের পর্দার কলতলার ঝগড়াটে দেখা মেলে না সোমনাথদের। কারণ, 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' এ কথা বলার বিলাসিতার চেয়ে এক প্রান্তিক বস্তিবাসীর দুয়ারে এক বালতি জল পৌঁছে দেওয়াটাকেই সোমনাথেরা মার্কসবাদের প্রয়োগ হিসেবে বিশ্বাস করেন। চায়ের ঠেকে বুকনি ঝাড়ার মতো সময়, ধৈর্য কিংবা মানসিকতা–কোনোটাই সোমনাথদের নেই। তাই ইউটিউব চ্যানেলও তাঁদের নেই। হোয়াটসঅ্যাপে বাণী প্রচারও নেই। ব্র্যান্ডেড পোশাক দূরে থাক, প্রতিদিন ধোয়া শার্ট-প্যান্ট পরবার স্বপ্নই সোমনাথদের কাছে বিলাসিতা। সোমনাথরা ছিল। সোমনাথরা আছে। সোমনাথেরা থাকবে। তাই কমিউনিস্টরা ছিল। কমিউনিস্টরা আছে। কমিউনিস্টরা থাকবে।

**লেখক:** পশ্চিমবঙ্গের (ভারত) লেখক ও গবেষক

# মৃত্যুই এখন জনপ্রিয় খবর

ফজলুল কবির

কোনো সুখবর নয়, কোনো অর্জন বা কীর্তির খবরও নয়, এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় খবর মৃত্যু। সে মৃত্যু সুদূর গাজায় হোক, হোক তুরস্ক বা ইউক্রেনে। যেকোনো স্থানে, যেকোনোভাবে মৃত্যুই এখন সবচেয়ে বেশি পাঠ্য ও দ্রষ্টব্য তথ্য।

অভিনেত্রী হুমায়রা হিমু মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। হত্যা, আত্মহত্যা, প্ররোচিত আত্মহত্যা ইত্যাদি নিয়ে চলছে জল্পনা। এখনো এর মীমাংসা হয়নি। তদন্ত চলছে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কথিত প্রেমিককে নেওয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে। এই মৃত্যুর খবর গোগ্রাসে গিলেছে মানুষ, এখনো গিলছে। আজকের ইন্টারনেট এবং সেই সূত্রে ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে এই সত্য লুকানোর আর কোনো রাস্তা নেই।

‘প্রেমিকের ঘরে স্ত্রী থাকায় বিয়েতে কালক্ষেপণ মেনে নিতে পারছিলেন না হিমু’‘প্রেমিকের ঘরে স্ত্রী থাকায় বিয়েতে কালক্ষেপণ মেনে নিতে পারছিলেন না হিমু’

বলা হতেই পারে যে, হিমু ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ফলে তাঁর মৃত্যু, তা যদি অস্বাভাবিক হয়, তা মানুষকে টানবে বেশি। এতে বিস্ময়ের কী আছে? না নেই। কিন্তু তার ঠিক আগে আগে গত ২৮ অক্টোবর পুলিশ সদস্যের মৃত্যুও একইভাবে পাঠকদের টেনেছিল। ঠিক যেমনটা প্রতিদিন গাজায় নিহতের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আকৃষ্ট করছে মানুষকে। মানুষ সব ভুলে শুধু মৃত্যুর খবর পড়ছে। ঘটনাস্থল যত দূরে হয়, ততই মৃতের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দূর দেশে ভূমিকম্পে তিনজনের মৃত্যু কোনো খবর নয়, ৩০০ খবর বটে। ফলে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে খবর সংগ্রাহকদেরও একটা হুড়োহুড়ি থাকে। কারণ, আজকের যুগে খবর বা তথ্য তো শেষ পর্যন্ত পণ্যই। আর পণ্যের প্রসার যত বেশি হবে, ততই লাভ। ফলে ভুলভাল সংখ্যা, ভয়াবহতার অতিশোয়াক্তি হয় হরহামেশাই।

‘হিমুর মোবাইলে সোশ্যাল সেলিব্রেটিদের যোগাযোগের প্রমাণ’‘হিমুর মোবাইলে সোশ্যাল সেলিব্রেটিদের যোগাযোগের প্রমাণ’

কথা হলো সুখবরের ন্যাওটা মানুষ কেন বরাবরই ধ্বংস ও ক্ষয়ের খবরের দিকে এত করে আকৃষ্ট হয়? কেন নির্মাণের চেয়ে লোপে বেশি নজর তার? একটু ভাবলেই উত্তরটি পাওয়া যাবে।

সেই শুরু থেকেই মানুষ তো বেড়ে উঠেছে অন্য সব প্রাণীর মতোই প্রজাতি রক্ষার দায় নিয়ে। এ কারণে জন্ম ও মৃত্যু তার কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে, যেখানে সামাজিক সংশ্লেষ এখনো ততটা রোবোটিক নয়, সেখানে জন্ম এখনো অন্তত ছোট পরিসরে হলেও উৎসবের উপলক্ষ্য হয়ে আসে। কিন্তু ব্যস্ততার হারের সাথে এ উদ্‌যাপনে রকমফের হয়। জন্ম এখন মানুষের কাছে কম-বেশি আরেকটি মৃত্যু ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু মৃত্যু? না সে এখনো আগের আবেদন অনেকটাই ধরে রেখেছে।

‘হিমুর আত্মহত্যার সময় খাটে বসে দেখছিলেন প্রেমিক’‘হিমুর আত্মহত্যার সময় খাটে বসে দেখছিলেন প্রেমিক’

মৃত্যু মানে, প্রজাতির একটি অংশের লোপ। এর সংখ্যা যত বাড়ে, তত শঙ্কা বাড়ে। নিজের অজান্তেই মানুষ এর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ কারণে তুরস্কের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়ালে ঢাকায় বসে মানুষ হিসাব করতে বসে তার ভূমি কতটা ভূমিকম্পপ্রবণ। তার চোখে তখন ছাদের ফাটল অনেক বড় করে দেখা দেয়। বড় স্থাপনার ত্রুটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। এ আর কিছুই নয়, প্রবৃত্তি।

হ্যাঁ, প্রবৃত্তিই মানুষকে অনেক বেশি মৃত্যু-সংশ্লিষ্ট করে রেখেছে। মানুষ নিজের নশ্বরতার কথা মনে করে তখন। হুমায়রা হিমুর মৃত্যু তাই শুধু জনপ্রিয়তার বিবেচনাতেই নয় শুধু, পর্দায় দেখা হাসিমুখটির পেছনে নাচতে থাকা মৃত্যুর ছায়ার কারণেও মানুষের মনে ঢুকে পড়ে। মানুষ আবিষ্কার করতে থাকে নিজের ও পার্শ্ববর্তীজনের মুখে মৃত্যুর ছায়া। মানুষের এই বেদনাকামীতা তাকে আরও একবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে বাধ্য করে মৃত্যুর সংবাদে।

অভিনেত্রী হিমু হত্যা নাকি আত্মহত্যা, সুরতহাল রিপোর্টে যা বলল পুলিশঅভিনেত্রী হিমু হত্যা নাকি আত্মহত্যা, সুরতহাল রিপোর্টে যা বলল পুলিশ

সেই পুলিশ সদস্যের মৃত্যু কিংবা সেই রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যুও একই কারণে মানুষকে নাড়িয়ে দেয়। তাকে বাধ্য করে এ সম্পর্কিত সংবাদটি পড়তে। মানুষ সেই সংবাদেই শুধু তৃপ্ত হয় না। সে খুঁজতে থাকে, মৃত আলোচিত ব্যক্তিটি জীবদ্দশায় কতটা সাধারণ ছিল? তাঁর পরিবার-পরিজন কে কোথায় আছে। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কী করছিলেন? ঠিক এ কারণেই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের একাধিক সদস্যের মৃত্যুর খবর মানুষকে আকৃষ্ট করে বেশি। মানুষ নিজের ভঙ্গুরতার সাথে আরেকজনের প্রামাণ্য লোপের সম্বন্ধ খুঁজতে ব্যস্ত হয়।

যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এটাই সত্য। দুর্ভোগ, লয়, ক্ষয় ও লোপের মতো আকর্ষণীয় খবর যেন আর নেই। কারণ, যত অমরত্বের, যত সমৃদ্ধির স্বপ্নই মানুষ দেখুক না কেন, সে তো মূলত বিরহকামী। সে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একটু কাঁদতে চায়। কারণ বহু বছরের বহু বেদনা জমে আছে তার বুকের ভেতর। সে যেন শুধু একটি দুঃসংবাদ খুঁজেছে, যে হতে পারবে তার প্রকৃত সারথি। যে তাকে সঙ্গ দেবে, বলবে শুধুই তুমিই নও, দেখো আর কত শত লোক মরছে প্রতিদিন। কিন্তু এই যে আকর্ষণ, এটা কি সব দেশে একই রকম থাকে? না।

অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় হিমু ও প্রেমিকের, বিয়েতে অমত ছিল স্বজনের অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় হিমু ও প্রেমিকের, বিয়েতে অমত ছিল স্বজনের

যে দেশে স্বপ্ন যত সুদূর, জীবন যত কঠিন, মৃত্যুর খবরের আকর্ষণও তত বেশি। মানুষ নিজের বাস্তবতার সাথে সদ্যমৃত ব্যক্তিটির বাস্তবতাকে মিলিয়ে দেখতে চায়। এও এক ভাগ্যশাস্ত্র বটে। খেয়াল করলে হয়তো এই প্রবণতার সাথে অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাপনের ব্যয়, তার জীবনযুদ্ধের প্রকটতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসনের সম্পর্ক সহজেই বের করে আনা সম্ভব। সাধারণ বিবেচনা বলে, মানুষের জীবন যত কঠিন হতে থাকে, সে তত বেশি অলৌকিকে ভরসা করে। দুর্নীতি ও অন্যায়ের সাথে বাড়তে থাকে সামষ্টিক অর্জন নিয়ে অবিশ্বাস। ফলে অর্জনকে আর অর্জন হিসেবে সে গ্রহণ করতে পারে না। সে শুধু প্রশ্ন করে। সে আর উদ্‌যাপন করতে পারে না ব্যক্তিক বা সামষ্টিক কোনো অর্জন বা সুখবরকে। এ সম্পর্কিত তথ্য দেখে সে পাশ কেটে চলে যায়।

# পরবাসে পঞ্চাশের আঙ্গিনায় সম্প্রীতির ঐতিহাসিক প্রয়াস

দেবাঞ্জনা মুখার্জি ভৌমিক

দু হাজার তেইশ সালটা কানাডার বাঙালিদের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বছর – কারণ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে উনিশশো তিয়াত্তর সালে মাতৃভূমি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে কানাডার টরন্টোতে এই পরবাসের মাটিতেই প্রথমবারের দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়েছিল। সেদিনের সেই সুখস্মৃতি পেরিয়ে পঞ্চাশটা বছরের পথ চলা এবং আজকের এগিয়ে যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করার মুহূর্তে এই বিশেষ বছরকে এক অভিনব প্রয়াসে ধরে রাখল কানাডার সর্বাধিক পঠিত বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক বাংলামেইল – বিশেষ শারদ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে | বাংলামেইলের উনিশ অক্টোবরের ভলিউম এগারো এবং সাতচল্লিশতম পত্রিকা সংখ্যাটি একান্তভাবেই টরন্টোতে দুর্গাপুজোর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হল। এই বিশেষ সংখ্যা যাঁর ভাবনায় এগিয়ে গেলো তিনি লেখক এবং গবেষক বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় মানুষ সুব্রত কুমার দাস। আর তাঁর এই ভাবনার ফসল এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্ভব হলো বাংলামেইলের কর্ণধার শহিদুল ইসলাম মিন্টুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

এই বিশেষ শারদ সংখ্যার অতিথি সম্পাদক সুব্রত কুমার দাস কীভাবে এই সংখ্যাকে মর্যাদাপূর্ণ একটি সাহিত্যসংখ্যা হিসেবে পাঠকদের হাতে তুলে দেবেন সে সব সুপরিকল্পনায় মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছিলেন আগেভাগেই। আর সেই অনুযায়ী অনেক আগে থেকেই তৎপর হয়ে কার্যকলাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। কানাডার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা লেখক মানুষদের কাছে তিনি লেখা চেয়ে আমন্ত্রণমূলক পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিলেন সুপরিকল্পিতভাবেই | সুব্রতর দক্ষ হাতে সাজিয়ে তোলা শারদ পত্রিকাটি হাতে নিলেই পাঠককূল বুঝতে পারবেন এক একটি লেখায় কীভাবে উঠে এসেছে বিভিন্ন ইতিহাস, অভিজ্ঞতা আর স্মৃতি মেদুরতা | স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিশেষ সংখ্যার বিভিন্ন শিরোনামের নানা লেখায় ধরে রাখতে পেরেছি ফেলে আসা সময়কে। আজ থেকে কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর পর কোনো এক শারদ সন্ধ্যায় এই সংখ্যা হাতে নিয়ে আগামী প্রজন্ম খুঁজে নিতে পারবে ইতিহাস, ডুবে যেতে পারবে টরন্টোর বুকে দুর্গাপুজোর মহিমা। ভবিষ্যতের সেই মুহূর্তদের জন্ম দিতেই পঞ্চাশ বছরের এই শারদ সংখ্যা সাজানো অনেক তাৎপর্য নিয়ে।

দুর্গাপুজো মানেই উৎসব মুখরতা – মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী অবধি এক অনাবিল আনন্দময় কয়েকটা দিন। অসীম ভৌমিক এবং ড. দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর লেখাদুটি যথাক্রমে ‘কানাডায় প্রথম দুর্গাপুজোর স্মৃতি’ এবং ‘স্মৃতির মনিকোঠায় প্রথম দুর্গাপূজা’ পাঠকদের পৌঁছে দেবে সুদূর অতীতের দিনগুলোয়। শেখর ই গোমেজ তাঁর লেখায় তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে দুর্গোৎসব কেমন সেসব কথা ব্যক্ত করেছেন। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা চার মহাদেশের মাটিতেই দুর্গাপুজো কাটানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে পাঠকদের মনকে সুদূরের স্বাদ পৌঁছে দিতে আমি দেবাঞ্জনা মুখার্জি ভৌমিক নিজেও লিখেছি ‘মহাদেশ চার – উৎসব এক’ এই শিরোনামে। রেশমা মজুমদার শম্পা, ঋতুশ্রী ঘোষ, নাসিমা আখতার মিতা এবং জ্যোতি দত্ত পুরকায়স্থ – এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের লেখাগুলোয় তাঁদের স্মৃতি, পূজাবেলা, পুজো নিয়ে তাদের অনুভব আর

অভিজ্ঞতার কথা পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। পুজোর দর্শন নিয়ে পত্রিকায় মনোগ্রাহী লেখাগুলোয় কলম ধরেছেন ক্যালগেরী থেকে প্রফেসর শেখর কুমার সান্যাল ‘তমসো মা জোতির্গময়’ শিরোনামে, চিন্তক আকবর হোসেন ‘আমাদের পূজা-পার্বণ’ লেখাটিতে এবং ‘মধু কৈটভ বিধ্বংসী’ হিমাদ্রী রায়ের লেখায়। ‘দুর্গাপূজা : স্মৃতির জানলা খুলে চেয়ে থাকি’ লেখাটি পরিবেশন করেছেন রোমেনা হক রুমা এবং ‘আমার দেখা দুর্গাপূজা ও ইউনেস্কো’ লেখাটি উপস্থাপন করেছেন সামিনা চৌধুরী। প্রতিটি লেখাই নিজ নিজ সজ্জায় সুসজ্জিত এবং সুমধুর স্মৃতিচারণ।

কানাডায় কবে কীভাবে কোন সময়ে কোথায় দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল সেসব নিয়ে এই শারদ পত্রিকায় রয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান লেখা | ‘টরন্টোয় বাঙালি এবং সেকালের দুর্গাপুজোর কথা’ শিরোনামে রয়েছে উদ্যমী বাঙালি অসিত কুমার দত্তের লেখা। রয়েছে আশীষ রায়ের কলমে ‘টরন্টোতে দুর্গাপূজা : অর্ধ শতাব্দীর পরিক্রমা’ | ডঃ সুশীতল চৌধুরীর ‘দুর্গাবাড়িতে ঢাক বাজলো যেভাবে’ লেখাটিও তুলে ধরেছে দুর্গাবাড়ির ইতিহাস।

অটোয়াতে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর শুরুর গল্পগুলি জানা যাবে ঝর্ণা চ্যাটার্জির লেখায়। মন্ট্রিয়লের পুজোয় পাঠক সিক্ত হতে পারবেন বিদ্যুৎ ভৌমিকের লেখাটিতে - দুর্গাপুজোর সর্বজনীনতা, মাহাত্ম্য এবং মন্ট্রিয়লে দুর্গাপুজো | শান্তনু বণিকের রচনায় পাঠক পৌঁছে যাবেন ক্যালগেরির পুজোয়। মানসী সাহা তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন কিংস্টন শহরে প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসবের স্মৃতি। আবার সাস্কাটুনের পুজোর স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন পূর্বাশা চৌধুরী। ওয়াটারলু কিচেনারের পুজোর কথা পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে সুশীল কুমার পোদ্দারের ‘পরবাসে পুজো’ লেখার মাধ্যমে | অনিতা রায়চৌধুরী লিখেছেন ভ্যাঙ্কুভারে শারদোৎসব নিয়ে। পাঠকের মনকে মানিটোবার ‘বিচিত্রা – দা বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ মানিটোবা’য় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে মধুমিতা চ্যাটার্জীর লেখাটি | আর অতনু দাসগুপ্তের হাত ধরে হালিফ্যাক্সের পুজোয় ঘুরে আসা যায় তার প্রথম পুজোর স্মৃতিপূর্ণ লেখাটিতে।

এই শারদ সংখ্যার অতিথি সম্পাদক সুব্রত কুমার দাস তাঁর সম্পাদকীয়তে এ বছর প্রায় কুড়িটি দুর্গাপুজোর বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুসংবাদ দিয়ে এই সর্ববৃহৎ উৎসবের আয়োজনের মাহাত্ম্য নিয়ে সবাইকে অবগত করেছেন। পূজার ঠিক আগেই প্রকাশিত এই সংখ্যাটি অন্টারিওর বাঙালিদের পুজো দেখে বেড়াতে অনেক সহযোগিতা করেছে সন্দেহ নেই। প্রবাসের পুজোর আয়োজকদের নিষ্ঠা, স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুতি, সাহিত্য নির্ভর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ম্যাগাজিন – এই সব কিছু নিয়েই তিনি তাঁর ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রশংসা প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখায় | পত্রিকাতে ধর্মাশ্রম থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন নীলকমলের সম্পাদক সুজিত কুসুম পালের কলমেও একটি মনোগ্রাহী লেখা রয়েছে – ‘নীলকমল: সম্পাদকীয় আনন্দ-বিষাদ’। এ ছাড়া বাংলাদেশ এর পুজো নিয়েও রয়েছে কয়েকটি লেখা। পুজোর গল্প রয়েছে অপর্ণা ভ্যালেন্টিনা গোমেজের ‘অতিথেয়তায় অতিথি আপন’। অসাম্প্রদায়িক বাংলা ও বাঙালির জয় ধ্বনি তুলে শারদ সংখ্যার শেষ পরিবেশিত লেখা লুৎফর রহমান রিটনের কলমে।

পরিশেষে বলতেই হয় বাংলামেইলের এই মহাযজ্ঞ সম্ভব হয়েছে প্রকাশকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক মনোভাবের জন্যেই। সেখানে হিন্দু মুসলিম ক্রিস্টান – সব ধর্মের মানুষ লিখেছেন এবং সব ধর্মের মানুষ স্পনসর করেছেন। সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মিন্টু নিজের ধর্মের সাথে তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর পেশা সাংবাদিকতাকে মিশিয়ে ফেলেন না – তা তিনি বহুবার প্রমাণ করেছেন হিন্দুধর্মীয় মানুষদের নিয়ে তাঁর টিভি চ্যানেল এনআরবি টিভির বিভিন্ন কাজের এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

শেষে জানিয়ে রাখতে চাই, পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ যেখানে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন – সেই দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে শহিদুল ইসলাম মিন্টু টরন্টোয় হিন্দুদের বৃহত্তম উৎসব দুর্গাপুজোর সুবর্ণজয়ন্তী বছরকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখতে একটা সমগ্র সংখ্যাই উৎসর্গ করলেন। এই আয়োজন, এই ঐতিহাসিক প্রয়াস তাই আরো বেশি প্রশংসনীয় আরো বেশি উৎসাহব্যাঞ্জক আরো বেশি অভূতপূর্ব। সম্প্রতি তাঁর এই প্রয়াসের জন্য কানাডার হিন্দু ধর্মাশ্রম থেকে তাঁকে দুর্গাপূজার সাংস্কৃতিক মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশাল সংখ্যক দর্শকের সামনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় শহিদুলের এই কাজকে। সেটিও কিন্তু আরেকটি উদাহরণ হয়ে গেলো।

# সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও বাংলাদেশে

দেলোয়ার জাহিদ

সাংবাদিকরা সমাজের চোখ ও কান, জনসাধারণকে সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য প্রদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বাংলাদেশে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হুমকির মুখে, সেখানে সাংবাদিকদের সহিংসতা, হয়রানি এবং সেন্সরশিপ থেকে রক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত মূলক পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা শুধু মানবাধিকারের বিষয় নয়, সুস্থ গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, বাংলাদেশ আরও উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারে, যেখানে সাংবাদিকরা সকল নাগরিকদের সুবিধার জন্য নির্ভয়ে কাজ করতে পারে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হল যেকোন গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি, ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চেক এবং জনসাধারণের কাছে তথ্য প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সাংবাদিকরা এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, প্রায়শই বড় ব্যক্তিগত ঝুঁকিতে। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে সাংবাদিকরা প্রায়ই হুমকি ও সহিংসতার সম্মুখীন হয়, তাদের সুরক্ষার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া কেবল একটি নৈতিক বাধ্যতামূলক নয়; এটা দেশের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবেলার গুরুত্ব অন্বেষণ করে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বহু বছর ধরে উদ্বেগের বিষয়। সাংবাদিক প্রায়ই নিজের সরকার, শক্তিশালী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং চরমপন্থী শক্তির মধ্যে আটকা পড়েন। বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে দেশটি ১৮০-এর মধ্যে ১৫২ তম স্থানে রয়েছে, যা মিডিয়া দমনের একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা নির্দেশ করে। সাংবাদিক শারীরিক সহিংসতা, ভয়ভীতি, সেন্সরশিপ এবং আইনি হয়রানি সহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রভাব লক্ষণীয় মাত্রায় বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য গভীর প্রভাব ফেলে। যখন সাংবাদিকদের উপর হামলা করা হয়, হত্যা করা হয় বা অন্য উপায়ে চুপ করা হয়, তখন এটি একটি শীতল প্রভাব তৈরি করে, অন্যদেরকে সংবেদনশীল বিষয়ে রিপোর্ট করতে নিরুৎসাহিত করে। এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক নীতি এবং জনগণের তথ্য অধিকার ক্ষুন্ন করে। এই ধরনের ঘটনা জনসাধারণকে সরকারি কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জনস্বার্থের অন্যান্য বিষয়ে সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি থেকেও বঞ্চিত করে।

সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ (আইনি সংস্কার): সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের যথেষ্ট আইনি সংস্কার করা দরকার। যারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে তাদের জবাবদিহি করতে আইন শক্তিশালী করা জরুরি। দায়মুক্তি দূর করতে হবে, এবং সহিংসতার অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সাংবাদিকদের মিথ্যা অভিযোগ ও আইনি হয়রানি থেকে রক্ষা করতে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সহায়তা ব্যবস্থা: সরকারকে হুমকি বা হামলার ক্ষেত্রে সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের জন্য সহায়তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এর মধ্যে আর্থিক সহায়তা, আইনি সহায়তা এবং মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যখন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে যখন নানাহ প্রশ্ন, এগুলোর জবাব নিয়ে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএফইউজে (বাংলাদেশ ফেডারেল

**গ্লোবাল পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবেলায় সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সমস্ত দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন। গুতেরেস সাংবাদিক এবং মিডিয়া পেশাদারদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যারা জনসাধারণকে অবহিত রাখতে এবং সত্য রক্ষা করতে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।**

সাংবাদিক ইউনিয়ন) এর প্রতিনিধি সম্মেলন-২০২৩-এ বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে (বিজেডব্লিউটি) অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার (বিজেডব্লিউটি) প্রতিষ্ঠা করেছিল। শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কল্যাণে এবং দেশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি তার অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ২০১৪ সালে ৫ কোটি টাকা দিয়ে ট্রাস্ট ফান্ড চালু করার সময়, এটি অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সীমিত অবদান পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সহায়তা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে 'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা ও অনুদান নীতি-২০১২' এবং 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৪'-এর মতো সরকারি নীতি গুলো তুলে ধরেন। বছরের পর বছর ধরে, বিজেডব্লিউটি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৫-২০১৬ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩,৪৩৩ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারকে বিতরণ করা ২৯,৮১,৫০,০০০ টাকা তথ্য দেন । মহামারীর, সময় মোট ৬,৭২,৭০,০০০ টাকা দিয়ে ৬,৭২৭ জন উপকারভোগীকে সহায়তার কথা বলেন । মহামারী চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে প্রত্যেক সাংবাদিককে ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে বলেও জানান ।

বাংলাদেশে সাংবাদিক, পুলিশ এবং সাধারণ জনগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা দ্বারা মিডিয়া পেশাদারদের প্রতি সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে । এই প্রোগ্রাম গুলোর মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্তের জন্য স্বাধীন সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য এই সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকদের সুরক্ষা জোরদার করতে বাংলাদেশের উচিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অংশীদারদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এটা সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি কে ভাগ করে নেওয়া এবং হাই-প্রোফাইল কেস বা বিস্তৃত সমস্যাগুলির সাথে মোকাবিলা করার সময় সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।

গ্লোবাল পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবেলায় সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সমস্ত দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়মুক্তির অবসানের আন্তর্জাতিক দিবসের স্মরণে তার বার্তায়, গুতেরেস সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, তাদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধকারীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

গুতেরেস সাংবাদিক এবং মিডিয়া পেশাদারদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যারা জনসাধারণকে অবহিত রাখতে এবং সত্য রক্ষা করতে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি এই ব্যক্তিদের সুরক্ষা বাড়ানোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন, গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে, ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জবাবদিহি করতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখে।

তিনি সত্য উদঘাটন এবং প্রকাশের প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপ সাংবাদিকদের আক্রমণ, বেআইনি আটক, এমনকি মৃত্যু সহ ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন। আশ্চর্যজনকভাবে, ২০২২ সালে, ইউনেস্কো রিপোর্ট করেছে যে ৪৪ জন সাংবাদিককে কর্তব্যরত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

তদুপরি, গুতেরেস উল্লেখ করেছেন যে সাংবাদিকরা যে বিপদের সম্মুখীন হয় তা সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল বাইরেও প্রসারিত হয়, যারা দুর্নীতি, পাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এমনকি শান্তিপূর্ণ দেশগুলিতে পরিবেশগত উদ্বেগের মতো বিষয়গুলির বিষয়ে রিপোর্ট কে প্রভাবিত করে। তিনি এই উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হুমকির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে রেকর্ড-উচ্চ আটক এবং অনলাইন হয়রানি, বিশেষ করে নারীদের লক্ষ্য করে তাদের কণ্ঠস্বর দমন করার প্রয়াসে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাংলাদেশে অনন্য নয়। বিশ্বজুড়ে, সাংবাদিকরা তাদের কাজের হুমকি, সহিংসতা এবং দমনের সম্মুখীন হন। তবে সাংবাদিকদের সুরক্ষা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি ভাগ করা দায়িত্ব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি সার্বজনীন অধিকার, এবং সাংবাদিকদের সুরক্ষা বিশ্বব্যাপী বাধ্যতামূলক।

# Law Offices

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

## মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

# 917-282-9256

(To schedule appointment only)

**বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন**

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

**IMMIGRATION**

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

**সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার**

# Law offices of Timothy Bompart

**37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372**

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

**Immigration Petitions & Adjustment of Status.**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

মোহাম্মদ হাসান ও আলসমিরি

মিশিগান হ্যামট্রাম্যাক সিটি

# দুই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কাউন্সিলম্যানে

**পার্থ সারথী দেব**

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটির নির্বাচনে দুইজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কাউন্সিলম্যান পদে জয়লাভ করেছেন। 'সিটি ক্লার্ক' ও 'সিটি জেনারেল এন্ড স্পেশাল ইলেকশানস ওয়েন কাউন্টি ইলেকশান' সামারি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হ্যামট্রাম্যাক সিটির নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান পদে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেন এরমধ্যে ৩ জন প্রার্থী বিজয়ী হন। বিজয়ীরা হচ্ছেন মোহাম্মদ হাসান (বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত) তিনি সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৬১৮টি, মোট ভোটের ২১.৯% । দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মোহাম্মদ আলসমিরি (আরবীয় বংশোদ্ভূত) তিনি ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৩০৯টি, মোট ভোটের ১৭.৭% । তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মুহতাসিন রহমান সাদমান (বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত) তিনি ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ২৩৮টি, মোট ভোটের ১৬.৮% । জানা গেছে ৭ হাজার ৩৮৫ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। আবহাওয়া কিছুটা প্রতিকূল থাকলেও সকাল থেকেই ভোটাররা ভোট দিতে

# ২০১৮ সালে বিএনপিকে ৮০ আসন দেওয়ার সমঝোতা হয়েছিল

মেজর হাফিজ

**ঢাকা অফিস**

মেজর হাফিজ

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপিকে ৮০টি আসন দেওয়ার সমঝোতা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন দলটির সহসভাপতি সাবেক সেনাকর্মকর্তা হাফিজউদ্দীন আহমেদ। যিনি মেজর হাফিজ নামেই পরিচিত।

তিনি বলেছেন, '৮০ আসন দেওয়ার ব্যাপারে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির সাথে সরকারের সমঝোতা হয়েছিল বলে শুনেছি। সেই ৮০ আসনের তালিকাতেও আমি ছিলাম না।'

বুধবার বনানীর নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে বর্ষীয়ান এই নেতা এসব কথা বলেন।

বিএনপি থেকে নির্বাচিত সাবেক সাংসদ ও সাবেক মন্ত্রী মেজর হাফিজ বলেন, 'বিএনপির রাজনীতিতে আমি গুরুত্বহীন ব্যাক্তি। আমি কোন নতুন দল করছিনা, এখন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক নেই।' তিনি বলেন, আজগুবি ১১ অভিযোগে বিএনপি তাঁকে শোকজ করেছিল। ৩১ বছর দলটির রাজনীতি করার পর তার বিরুদ্ধে আজগুবি অভিযোগ আনা হয়েছিল।

মেজর হাফিজ বলেন, ২৩ বছর ধরে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, আমার সাথে যারা রাজনীতি করেছে তারা এখন আমার চেয়ে উপরের পদে।

তিনি বলেন, অসুস্থার কারণে রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয়, রাজনীতিতে আর আগ্রহ নাই, জিয়ার আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণে বিএনপির বর্তমান পরিণতি।

এই নেতা বলেন, বিএনপিতে খালেদা জিয়ার সামনে সত্য বলার কেউ সাহস পায়না, শুধু সাইফুর রহমান বলতেন। তিনি বলেন, অসুস্থতার কারণে আগামী নির্বাচনে অংশ নেবো না। বিএনপির নির্বাচনে যাওয়া উচিত। কেয়ারটেকারে জোর না দিয়ে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় বিএনপির নির্বাচনে যাওয়া উচিত। তবে তিনি এও বলেন, বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দুর্বল।

মেজর হাফিজ দল গঠন করছেন এমন আলোচনা রাজনীতিতে আলোচনায় আছে। তবে আজ তিনি নিজেই জানিয়ে দিলেন নতুন দল গঠন করছেন না। এমনকি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণও করবেন না।

বিএনপির এই নেতা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ করেছেন আলোচনা করে নির্বাচনের সুস্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে।

বিএনপিতে সংস্কার আনতে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে হাফিজ বলেন, এভাবে কোন দল চলে না। বিএনপিতে কমিটি বানিজ্য, একনায়কতন্ত্র, ত্যাগীদের মূল্যায়ন না করা, পকেট ভারি করা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপির সদস্য হিসেবেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে চাই।

# সিভিল সার্ভিস সোসাইটির নয়া কার্যকরী পরিষদ গঠিত

**মনজুর কাদের**

নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি (এনসিবিসিএস) এর ২০২৪-২৫ বছরের জন্য কার্যকরী পরিষদ গঠিত হলো।

৪ নভেম্বর শনিবার সন্ধা সাতটায় জ্যামাইকার মতিন রেস্টুরেন্টে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ ভূঁইয়া। বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা আজহার আলী খান, নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা সুজাউদ্দিন মোল্লা ও উপদেষ্টা আওকাত হোসেন খান।

এর আগে ২৪ অক্টোবর জ্যামাইকার আশা হোমকেয়ার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সোসাইটির সাধারণ সভায় নির্বাচনের তারিখ ও তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

ডা. নাফিসুর রহমানকে সভাপতি ও মো: হেলাল আলম টিটুকে সাধারন সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ হলেন, উর্ধতন সহ সভাপতি- মাহবুব কবির, সহ সভাপতি- ডা. রেজাউল কবির, যুগ্ম সম্পাদক- মো: শানু, সাংগঠনিক সম্পাদক- সোহেল আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আরিফ আহমেদ অর্ণব, সাহিত্য ও গণমাধ্যম সম্পাদক- মনজুর কাদের, অর্থ সম্পাদক- মো: শফিকুল ইসলাম, সহ অর্থ সম্পাদক- সাইদা টি হাবিব, শিক্ষা সম্পাদক- সেলিনা শারমিন, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সম্পাদক- সাইফ খান, এবং নির্বাহী সদস্য আশরাফুজ্জামান, একেএম শামশুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, আনোয়ার পারভেজ ও ফাতেমা খান।

বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ মজুমদার, উর্ধতন সহ সভাপতি রীনা সাহাকে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।

আগামী ২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধে ছটায় নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক, বার্ষিক নৈশভোজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

নিউ ইয়র্ক সিটি, স্টেট ও ফেডারেলে কর্মরত সকল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাকে সপরিবারে যোগদানের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

# শিল্পদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন ও পথসভা

**তোফাজ্জল সোহেল**, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় শিল্পদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক স্থান পরিদর্শন ও পথসভা করেছে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ শাখা ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার।

৭ নভেম্বর মঙ্গলবার উপজেলার শিব জয়নগর বাজার সংলগ্ন পথসভায় সভাপতিত্ব করেন বাপা হবিগঞ্জের সহ-সভাপতি এডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবাল। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, বিশিষ্ট সাংবাদিক শোয়েব চৌধুরী, বাপা হবিগঞ্জের কোষাধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান নিয়ন, সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল, নির্বাহী সদস্য আব্দুল কাইয়ুম। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী শিহাব ,মোহাম্মদ নুর উদ্দিন শামীম, মোহাম্মদ ইখলাসুর রহমান , মোহাম্মদ বাহার উদ্দিন প্রমুখ।

স্থানীয় জনগণ এলাকায় দূষণের চিত্র তুলে ধরেন। তারা বলেন, ওই এলাকায় কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য বিভিন্ন খালের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। ওইসব খাল এর মাধ্যমে হাওর- বিল, নদীতে ছড়িয়ে পড়ছে দূষণ। যে কারণে ফসলের মাঠে ফসল হচ্ছেনা, খালে, বিলে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্গন্ধের জন্য বাড়ি ঘরে থাকা চরম কষ্টকর হচ্ছে। লোকজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন , বিশেষ করে শ্বাস কষ্ট , চর্মরোগে ভুগছেন অনেকেই। সকল প্রকার জীবন জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পিয়াইম, সাকু চাইল, ধর্মমন্ডল, লক্ষ্মী পুর, সাইওয়াক,

> কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য বিভিন্ন খালের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। ওইসব খাল এর মাধ্যমে হাওর- বিল, নদীতে ছড়িয়ে পড়ছে দূষণ। যে কারণে ফসলের মাঠে ফসল হচ্ছেনা, খালে, বিলে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্গন্ধের জন্য বাড়ি ঘরে থাকা চরম কষ্টকর হচ্ছে।

সুবিদপুর, দৌলত পুর, ফানদাউক, মুড়াকরি ইত্যাদি গ্রামের লাখো মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হচ্ছেন। এই অসহনীয় দূষণ থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী মুক্তি চান।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল বলেন, হবিগঞ্জে শিল্পদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন খালের পানি কালো কুচকুচে হয়ে আছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে । এ অঞ্চলের মাটি,বায়ু,পানি দূষণের মাত্রা ছারিয়েছে। যে কারণে ফসলের ক্ষতি, নিরাপদ পানির অভাবসহ চরম পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। তিনি বলেন, শুরুতেই আমরা কল কারখানার 'উৎসে বর্জ্য পরিশোধন' ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়েছি। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে এই শিল্পায়ন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে আসছে। যত্রতত্র কৃষিজমি, খাল, ছড়া এবং নদীসহ সকল প্রকার জীবন ও জীবিকা দূষণের শিকার হয়েছে। কোনভাবেই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরিশোধিত বর্জ্য পরিশোধন নিশ্চিত না করে কারখানার বাইরের এলাকায় যে কোন উপায়ে এবং কারখানার অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ করতে পারে না, এটি দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি ব্যবস্থার পরিপন্থী ।

# নিউইয়র্কে নিরাপদ সড়ক চাই দিবস পালিত

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার চিত্র নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রতিষ্ঠিত 'নিরাপদ সড়ক চাই' দিবস পালন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে এক আলোচনা সভা খলির বিরিয়ানী হাউজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন শুধু বাংলাদেশ বা যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের সকল দেশের সড়ক দূর্ঘটনা রোধে আরো সচেতনতা দরকার। সেই সাথে সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে। তা নাহলে দূর্ঘটনা বাড়বেই, দূর্ঘটনার হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো না। বাংলাদেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও সড়ক দূর্ঘটনা খুবই উদ্বেগের। এই সভায় নিসচা যুক্তরাষ্ট্র শাখার নতুন কমিটিও গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, চিত্র নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন তার স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চন এক সড়ক দূর্ঘনায় মৃত্যুর পর 'নিরাপদ সড়ক চাই' (নিসচা) নামে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। তার আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে জনস্বার্থে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে ২২ আক্টোবরকে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' ঘোষণা করে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। সংগঠনের সভাপতি ইসমাইল স্বপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মূল ধারার লেবার ইউনিয়ন নো ও সাউথ এশিয়ান এলায়েন্স অমেরিকান লেবার (অ্যাসাল)-এর ন্যাশনাল সভাপতি মাফ মেসবাহ উদ্দিন, গেষ্ট অব অনার ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

অতিথি হিসেবে আরোও ছিলেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, চাদপুর জেলা সমিতির উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন, কুইন্সের কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর মেম্বার আহসান হাবিব, মা ফাউন্ডেশন ও বাফেলো সিনিয়র সেন্টারের চেয়ারম্যান গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন, প্রবাসী সুরক্ষা বাস্তবায়ন কমিটি, নিউইয়র্ক-এর আহ্বায়ক এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি এটিএম কামাল পাশা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আতিকুর রহমান সুজন, অ্যাসাল-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক খসরু ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বি সৈয়দ। সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রুবাইয়া রহমান, এনওয়াইপিডি'র ট্রাফিক ইনফোর্সমেন্ট অফিসার খান শওকত, নিসচা যুক্তরাষ্ট্র শাখা'র সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান লিটন, দূর্ঘটনা অনুসন্ধান ও গবেষণা সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি বাচ্চু। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম জিন্নাহ।

সভায় কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, ইলিয়াস কাঞ্চন ছবির জনপ্রিয় নায়ক হয়ে দর্শকদেও হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন, আর নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের নায়ক হয়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের শেষ চাই, হোক সেটা বাংলাদেশে, হোক সেটা যুক্তরাষ্ট্রে। আমাদের সবার টার্গেট সড়ক দূর্ঘটনায় যেনো কারো মৃত্যু না হয়। আমরা স্বাভাবিক মৃত্যু চাই।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওযাত এবং বিশেষ দোয়া- মুনাজাত পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেন। এছাড়াও সভায় অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

# বাংলাদেশের সোসাইটির নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের শপথ

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। সোসাইটির কার্যালয়ে ৫ নভেম্বর রোববার

বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম পূর্ণাঙ্গ সভায় সংগঠনের সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোঃ আব্দুর রব মিয়া ট্রাস্টির ১২ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোহাম্মদ আজিজ, আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মফিজুর রহমান, এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিব হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, খোকন মোশারফ, শাহজাহান সিরাজী, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম উপস্থিত থেকে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

সভায় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য- মোঃ আখতার বাবুল, সুশান্ত দত্ত, মোঃ সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান।

# পিটার হাসকে হুমকি ইউপি চেয়ারম্যানের

**ঢাকা অফিস**

মুজিবুল হক

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর হুমকি দিয়েছেন চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাম্বল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মুজিবুল হক চৌধুরী। গত সোমবার চাম্বল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত হরতাল-অবরোধবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ হুমকি দেন। তাঁর ওই বক্তব্যের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিয়েও কটূক্তি করেন।

১৮ মিনিটের ওই ভিডিওতে চেয়ারম্যান মুজিবুল হককে বলতে শোনা যায়, 'পিটার হাস বলেছেন, এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। এই পিটার হাস, আমরা খাই পাঁচ আঙুলের ভাত। আর তুই খাস ফিডার। পিটার হাস তুই হলি বিএনপির ভগবান। আর তোরে এমন পিটুনি দেব...।'

মুজিবুল হক আরও বলেন, 'বিএনপির একজন ভাইস চেয়ারম্যান বললেন, পিটার হাস তাঁদের জন্য ভগবান হয়ে এসেছেন। এদিকে আমরা পিটার হাসকে ভগবান মানি না, আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভগবান মানি। বিএনপির সঙ্গে এখন আবার যুক্ত হয়েছেন আরও একজন। তাঁর নাম সুদি ইউনূস, যাঁকে আমরা ডাক্তার ইউনূস বলি।'

ভিডিওতে আরও বলতে শোনা যায়, 'দেশের মানুষ যখন বিএনপি-জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন তারা বিদেশিদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। তারা গিয়ে জো বাইডেনের কাছে বসে আছে। শেখ হাসিনার থেকে কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চেয়েছিল জো বাইডেন।

আমাদের নেত্রী বলেছে, আমি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে। আমার ক্ষমতার দরকার নেই। আমি বাংলাদেশের সম্পদ বিক্রি করব না। নেত্রী এই কথা বলার পর এখন বিএনপি এসে ধরেছে পিটার হাসকে। এই আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সময়ও বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছিল।'

সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুল হক বলেন, 'আমি বলেছিলাম, আমাদের দেশ নিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বেশি ষড়যন্ত্র করলে এ দেশের মানুষ তাহা সহ্য করবে না। পিটার হাস বিএনপির পক্ষে অতিরিক্ত চামচামি করলে দেশের জনগণ তাকে পিটুনি দেবে।'

## Wasi Choudhury & Associates LLC

### আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377



### এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

## MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |



## Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

**INCOME TAX**
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

**IMMIGRATION SERVICES**
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

**REAL ESTATE**
For Buying & Selling houses mortgage services

### PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com



দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

## সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

**Auto Home Business & TLC Insurance**

## TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

## জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**TAX FILING 2023**
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

## জব জব জব

**আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।**

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

**এম এ জামান** (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টাটি গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

## বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
**646 284 4776**
**Abu Zaman**
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

**Silver & Gold Realty**

## MITU DISABILITY CENTER
### MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
### MITU HOME CARE LLC.

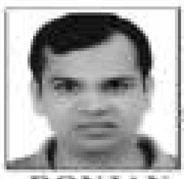

**RONJAN**
(Disability Consultant)
646-730-8416

**আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন**

**JABBAR SHARIFF**
Attorney & Counselor at Law

**MITU DISABILITY CENTER**
- স্টেট ডিসএবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

**N-648 WAIVER**

**MITU PHYSICAL THERAPY P.C.**
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাথার ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘুরা এবং সাইটিকা জাতীয় ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
**Nagah A. Alaidy**
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

**MITU HOME CARE LLC.**
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

**3747, 73rd Street, Suite # 215**
**Jackson Heights, NY 11372**
**(Kings Plaza)**
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

# আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

**B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ**

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

| | |
|---|---|
| H1B | L1A VISA |
| EB5 | E2 VISA |
| POLITICAL ASYLUM | |

**Captor USA, Inc.**
**Franchise & Business Consulting Firm**
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
**সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা**

ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

# ৩.৪ মিলিয়ন নিউইয়র্কবাসীর নির্ঘুম রাত অর্থ-চিন্তায়

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

অর্থনৈতিক দায় ও দায়িত্ব কিভাবে মানুষের ভালো থাকাকে বিনষ্ট করে তা দেখার জন্য একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। নতুন এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, শুধু অর্থ-কড়ি নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ১৭% নিউইয়র্কবাসীর নির্ঘুম রাত কাটে। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড, স্পেকুলেটর, সেনেকা ফলস, ব্রুকলিন, উটিকার মানুষ একটু বেশিই জেগে কাটায়।

পরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে তথ্যগুলো বের করে আনা হয়েছে। অর্থ সংস্থানের চাপ নিতে গিয়ে এই মানুষগুলো মানসিক কষ্ট ও ভাবাবেগে ভুগছে। এতে বিশেষ করে দেখা হয় ঘুমের কতটা ব্যাঘাত ঘটে। নিদ্রাহীনতা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই পূর্বসতর্কতা নিয়ে গবেষণাটি করা হয়।

badcredit.org এই বছরের সেপ্টেম্বরে পরিচালিত গবেষণায় দেখিয়েছে নিউইয়র্কের ৩.৪ মিলিয়ন মানুষ শুধু অর্থচিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটায়। ৩০০০ মানুষের ওপর চালানো জরিপে দেখা যায় শতাংশের দিক থেকে অর্থচিন্তায় না ঘুমানোর দলে সবচেয়ে বেশি হার হাওয়াইয়ে। সেখানে ৪১০,৪১০ জন মানুষের মধ্যে ২৮% ই অর্থচিন্তায় নির্ঘুম কাটায়। নিউইয়র্কের ৩,৪৬৯,৩০১ জন মানুষের অর্থচিন্তায় রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। যা এই অঙ্গরাজ্যের মোট বয়স্ক জনসংখ্যার ১৭%।

এদের মধ্যে স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের ৯৮,৩৮৯ জন ব্রুকলিনের ৫০৯,৮৬০ জন, উটিকার ১১,৭৬৬ জন, সেনেকা ফলসের ১,২৭৫ জন। তবে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই অর্থচিন্তায় নির্ঘুম কাটানো মানুষের হারের দিক থেকে নিউইয়র্কের অবস্থায় ২৪। এই হারে শীর্ষ ১০ এ রয়েছে হাওয়াই: ২৮%, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ২৬%, রোড আয়ল্যান্ড ২৩%, ইডাহো ২৩%, কানসান ২২%, কানেটিকাট ২১%, আরিজোনা ২১%, সাউথ ক্যারোলিনা ২১%, নিউ জার্সি ২১% ও মেইনে ২১%।

নিদ্রাহীনতার এই তালিকায় সবচেয়ে শেষের দিকে রয়েছে ভারমন্ট। যেখানে অর্থচিন্তায় রাত জেগে থাকা মানুষের সংখ্যা ৯%।

# আ.লীগের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক উপকমিটির সদস্য হলেন আজিজুল

**যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি**

কৃষকদের জন্য লেখালেখির জন্য বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মনোনীত হলেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি , কলাম লেখক ও গবেষক ড. আজিজুল আম্বিয়া । ৬ নভেম্বর সোমবার কৃষি ও সমবায় উপকমিটির চেয়ারম্যান ড. মির্জা আব্দুল জলিল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ আ.লীগ গঠনতন্ত্র ২৫-এর ৬ ধারা মোতাবেক ড. আজিজুল আম্বিয়াকে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায় উপকমিটির (২০২২-২০২৫) সদস্য মনোনীত করা হয়েছে।’

সদস্যপদ লাভ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কৃষি ও সমবায় উপকমিটির চেয়ারম্যান ড. মির্জা আব্দুল জলিলসহ আ.লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন লেখক ড.আজিজুল আম্বিয়া ।

# ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে না পেরে নিজ বাড়িতে আগুন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

রফিকুল ইসলাম

নিউইয়র্কে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের মধ্যে চরম বৈরী পরিবেশ বিরাজ করছে। মহামারি সময়ের সুযোগে অনেক ভাড়াটে বাড়ি ভাড়া না দিয়েই থাকছেন মাসের পর মাস। বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও বাড়ির মালিক ভাড়া আদায় করতে পারছেন না। নিউইয়র্কের আইন ভাড়াটেদের পক্ষে হওয়ায় সহজেই আদালত থেকে উচ্ছেদের আদেশ পাওয়া যাচ্ছে না। সময় ক্ষেপণ করতে হচ্ছে, আইনজীবীর ও আদালতে দৌড়াদৌড়ি করে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ক্ষুদে মালিকেরা। বাংলাদেশি কমিউনিটিতেও এমন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িওয়ালা যেমন আছেন, তেমনই ভাড়াটেও রয়েছেন।

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বাড়িওয়ালা রফিকুল ইসলাম ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে না পেরে নিজের বাড়িতে আগুন দিয়েছেন। কেরোসিন ঢেলে নিজের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ সেপ্টেম্বর। জানা গেছে, ব্রুকলিনের সাইপ্রাস হিলস এলাকার ফোরবেল স্ট্রিটের ২১২ ঠিকানায় রফিকুল ইসলামের দুতালার ভাড়াটে দীর্ঘদিন থেকে ভাড়া না দিয়েই অবস্থান করছিলেন। ক্ষুব্ধ বাড়ির মালিক নিজেই কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এসময় ঘরে ৬ জন শিশু এবং দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক অবস্থান করছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, রফিকুল ইসলাম তাদের গ্যাস ও বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ভাড়া পরিশোধ না করলে বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। অগ্নিসংযোগের জরুরি কল পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং ছাদ দিয়ে লোকজনকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আশেপাশের সার্ভিল্যান্স ভিডিও পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৯১১ এ কল করার কিছু আগে হুড পরা একজন লোক বাড়িতে প্রবেশ করছে। ভিডিও বিশ্লেষণ করে হুডযুক্ত সন্দেহজনক ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। নিজের ঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়ার অভিযোগে রফিকুল ইসলামকে গত ৩ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আটটি হত্যার চেষ্টা, হামলা ও অগ্নিসংযোগ সহ অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

# ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**শেখ শফিকুর রহমান**

ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের স্ট্রালিং বাংলাবাজার গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল শুভেচ্ছা বক্তব্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ।

সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউনিটির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামানের পরিচালনায় প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত সবাই মিলে পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয় পরে। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান লেইছ চৌধুরী, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, খলিল বিরিয়ানীর কর্নধার শেফ খলিলুর রহমান, কমিউনিটি নেতা শামীম আহমদ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে সিনিয়র সিনিজেনদের মধ্যে কবিতা,গান পরিবেশন করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী, কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল, বীরমুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন, লিয়াকত আলী।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশাহ,কয়েছউজ্জামান,অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ মিয়া, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহসভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, গোল্ডেন প্যালেসের কর্নধার বিলাল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কৃষ্ণা তীথি ও অর্নব।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল পরিপূর্ন ছিল। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

# নৌকার মনোনয়ন চান যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যারিস্টার আবুল কালাম

## সিলেট-৬ আসন

**সামিল হোসেন**, সিলেট

সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) আসনে আওয়ামী লীগের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী।

৪ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় চারখাই বাজারে গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার বাসীর সাথে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের দুজন স্বপ্ন দৃষ্টা হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার যোগ্য নেতৃত্বে দেশকে উন্নয়নের মহা সড়কে নিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পপদ্মাসেতু, কর্নফূলী টানেল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ বিভিন্ন দৃশ্যমান উন্নয়ন করেছেন যা বিগত দিন বিএনপি জামাত সরকার কল্পনা করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করবেন তা তিনি করেছেন। এবার তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামীতেও আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি আমায় মনোনয়ন দেন তাহলে আমি সবার সহযোগীতা চাই। আর আমাকে না দিয়ে যদি অন্য কোন যোগ্য প্রার্থী দেন আমি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবো।

সভায় বিয়ানীবাজার উপজেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ময়নুল ইসলাম ও চারখাই ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ চৌধুরীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন চারখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হোসেন মুরাদ চৌধুরী, চারখাই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল আহাদ, চারখাই বাজার বনিক সমিতির সভাপতি মুফিকুল ইসলাম হাছনু, বিয়ানীবাজার কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, চারখাই ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা সুহেল চৌধুরী।

হাফিজ আব্দুল্লাহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এজহারুল বাচ্চু। সভায় আওয়ামী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সহ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে তিনি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যুক্তরাজ্য থেকে পৌছলে সেখান থেকে মোটরসাইকেল ও মাক্রোবাস নিয়ে নেতাকর্মীরা তাকে দিয়ে নিয়ে আসেন।

# শহর জুড়ে ২৬.২ মাইল দৌড়

## নিউইয়র্ক সিটি ম্যারাথন

**এইচ বি রিতা**

নিউইয়র্ক সিটি ৫২তম ম্যারাথনে অংশ নেন ৫০ হাজার দৌড়বিদ। ৫ নভেম্বর রোববার এই ম্যারাথন ছিল বিশ্বের দীর্ঘদৌড়গুলোর একটি যা পাঁচটি বরোর মধ্য দিয়ে ২৬.২ মাইল পথ অতিক্রম করেছে।

সকাল ৮ঃ৪০ মিনিটে শুরু হয় মহিলাদের প্রোফেশনাল দৌড়। এ দৌড়ে বিজয়ী হোন কেনিয়ার হেলেন ওবিরি। তিনি ২:২৭:২৩ সময়ের সাথে তার প্রথম নিউইয়র্ক সিটি ম্যারাথনে জয়ী হোন। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ইথিওপিয়ার লেটেসেনবেট গিডে। শেষ ৪০০মিটারে, ওবিরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দৌড় লেটেসেনবেট গিডেকে পেছনে ফেলে দেয়।

সকাল ৯:০৫-এ শুরু হওয়া পুরুষদের প্রোফেশনাল দৌড়ে বিজয়ী হোন ইথিওপিয়ার তামিরাত টোলা।

২:০৪:৫৮ সময় নিয়েটোলা দ্রুত স্ট্রাইকে কোর্স রেকর্ড স্থাপন করেন। টোলার সময় জিওফ্রে মুতাইয়ের ২০১১ সালের ২:০৫:০৬ রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়।

হুইলচেয়ার প্রোফেশনান দৌড়টি শুরু হয় সকাল ৮ঃ০০ টায় এবং এতে সুইজারল্যান্ডের দুইজন ক্রীড়াবিদ অংশ নেন।

ক্যাথরিন ডেব্রুনার ১:৩৯:৩২ সময়ের সাথে মহিলাদের হুইলচেয়ার দৌড় জিতেছেন। এটি ক্যাথরিনের প্রথম নিউইয়র্ক সিটি ম্যারাথন জয়।

# জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

**GRAND RE-OPENING SALES**

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
**Bismillah Pharmacy**
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

## আস্-সালাম ফার্মের্সি

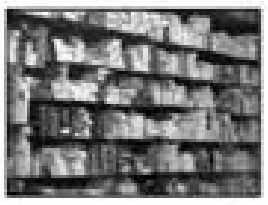

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



## Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

**Akash Ferdaus MD**
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
**718-431-0009**
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



# মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক
# MOULVIBAZAR DISTRICT SOCIETY OF USA INC.

সম্মানিত মৌলভীবাজার জেলাবাসী, আসসালামু আলাইকুম / আদাব।

আপনাদের প্রিয় সংগঠন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক'র আসন্ন ত্রিবার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাধারন সদস্য পদ নবায়ন অথবা নতুন সাধারণ সদস্য পদ / আজীবন সদস্য পদ গ্রহন করে ভোটার হতে আগ্রহীদেরকে অবশ্যই আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সাধারণ সদস্য পদ নবায়ন / নতুন সদস্য পদ গ্রহন করতে হবে।

**বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ**

সৈয়দ রুহুল আলী ৩৪৭ ২০৮ ৬৬৪২
সৈয়দ আবুল কাসেম ৩৪৭ ৪৯৩ ৫৮৩৭
নিখিল দেবনাথ ৬৪৬ ৬৪৪ ০৯৫১
এমদাদ রহমান তরফদার ৯১৭ ৩৬১ ৯৫৫৬
সৈয়দ আর. ফাহমি ৩৪৭ ৪০০ ৩৩১৫
শাহিন হাসনাত ৯১৭ ২৫৭ ২০৬২
জাহাঙ্গীর আলম ৬৪৬ ৮৮৬ ১১৭৫
শাহীন আহমদ ৯১৭ ৯৮২ ৪১৭৭

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন সুসম্পন্ন করার জন্য সংগঠনের যৌথ সভায় গঠিত নির্বাচন কমিশন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)

নির্বাচন কমিশন সদস্যঃ
মিছবা মজিদ, আব্দুল মছব্বির, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ও এজাজ উদ্দিন আহমদ।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির এই কার্যক্রম সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছা সহ

তজমুল হোসেন, সভাপতি
৩৪৭ ৪৮৫ ৯২৪৩

মোঃ জাবেদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক
৩৪৭ ৮৯৮ ৮৩৮৩

প্রচারেঃ সৈয়দ আর. ফাহমি, প্রচার সম্পাদক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইন্‌ক

# TUITION FREE TAX SCHOOL *

## লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

## Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

**Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.**

Please Contact : **718-297-3500**

## LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

# পুলিশের তিন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান কর্মকর্তার পদোন্নতি, উচ্ছ্বাস

**নিউইয়র্ক**

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

পেশাদারিত্বে দক্ষতা, মেধা এবং কাজের প্রতি সর্বোচ্চ ডেডিকেশনের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াডের মর্যাদাপূর্ণ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এছাড়াও সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আসহাফিক চৌধুরী ও রাইসুল ইসলাম।

নিউইয়র্ক সিটির এনওয়াইপিডি পুলিশ একাডেমিতে ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এর কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বিশ্বের অন্যতম চৌকস ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এনওয়াইপিডি। এই বাহিনীতে অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়ে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি দেয়া হয় কর্মকর্তাদের। এরমধ্যে অন্যতম এরশাদুর সিদ্দিকী। ক্যারিয়ারে সার্জেন্ট সিদ্দিক ধারাবাহিকভাবে অসামান্য নেতৃত্ব দিয়ে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

কাজের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বরাবরই নিজেকে প্রমাণ করেছেন সিদ্দিক। সেই ধারাবাহিকতাই তাকে সাফল্য পেতে সহযোগিতা করেছে। এই সাফল্য কমিউনিটির নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান এরশাদুর সিদ্দিক।

এদিকে, সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আসহাফিক চৌধুরী ও রাইসুল ইসলাম। আসহাফিক চৌধুরী বর্তমানে ১০৩ প্রিসিঙ্কট ডিটেকটিভ স্কোয়াড ডিটেক্টিভ পদে এবং অফিসার রাইসুল ইসলাম বর্তমানে ৯০ প্রিসিন্টে অফিসার পদে কর্মরত। এমন পদোন্নতিতে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন রাইসুল ইসলাম।

বর্ণিল অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের উৎসাহ দিয়েছেন। প্রিয়জনদের উপস্থিতি পুরো হলজুড়ে উৎসবের আমেজের আবহ তৈরি হয়েছে। এই তিনজনের পদোন্নতিতে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে উচ্ছ্বাস।

অন্যদিকে, সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক, সার্জেন্ট রাইসুল ইসলাম ও সার্জেন্ট আসহাফিক চৌধুরীর পদোন্নতিতে বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী এবং সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন একেএম আলম অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের এই অর্জন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ বাংলাদেশি প্রতিটি সদস্য উচ্ছ্বসিত বলে জানান তারা। তাদের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

# যথাযোগ্য মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের জেলহত্যা দিবস পালন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে ৫ নভেম্বর শনিবার দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আকতার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন ও আন্তর্জাতিক বিষযক সম্পাদক দেওয়ান বজলুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুর ইসলাম সিদ্দিকী। ১৫ আগস্টের শহীদ ও ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন ১৫ই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা জাতীয় চার নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংসভাবে হত্যা করে দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য। ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর এবং ২১ আগস্ট একই সূত্রে গাঁথা, বিচার বিভাগীয় কমিশনের গঠনের মাধ্যমে এসব হত্যাকান্ডের নেপথ্য নায়কদের বিচারের আওতায় আনলেই এসব জঘন্যতম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলেও বক্তারা আলোচনা সভায় বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, মুক্তিযোদ্ধা বিষযক সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এম এ করিম জাহাঙ্গির, ত্রাণ ও পূনর্বাসন সম্পাদক জাহাঙ্গির হোসেন, কার্যকরী সদস্য শরীফ কামরুল আলম হীরা, আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন, কানেটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিহাদুল হক জিহাদ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোর্শেদা জামান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন, শাহ সেলিম, আওয়ামী লীগ নেতা মো. মাঈনুদ্দিন, ইলিয়ার রহমান, জালাল হোসেন, হাসানাত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংড়ঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

# মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ডরেইজিং ডিনার

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ডরাইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্মাণাধীন মসজিদে নামিরার জন্য অনুদান সংগ্রহ করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৪ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুনার সাবেক জাতীয় সভাপতি ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মো. রাশেদুজ্জামান ও বিএমএএনএ'র নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ড. আতাউল এইচ ওসমানী, মোমিন মজুমদার, মোহাম্মদ মাছুম। অনুষ্ঠানে বক্তারা, ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি মসজিদে নির্মাণে সহায়তার ফজিলত কুরআন ও হাদিসের আলোকে সবার সামনে তুলে ধরেন।

# বেবি নাজনীনের একক সংগীত সন্ধ্যা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

দেশে ও প্রবাসে জনপ্রিয় গুণী শিল্পী বেবি নাজনীনকে নিয়ে একক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল নিউইয়র্কে বসবাসরত জামালপুরবাসী। ব্ল্যাক ডায়মন্ড খ্যাত সংগীত শিল্পী বেবি নাজনীন দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করলেন। উপহার দিলেন একটি অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মধ্যরাত অবধি শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার গান শুনলেন। দীর্ঘদিন কমিউনিটিতে বসবাসের কারনে অনেকেই তার কাছে সুপরিচিত। গানের ফাঁকে ফাঁকে তাদের নাম ধরে ধরে কুশলাদি বিনিময় করছিলেন।

২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় জ্যামাইকাস্থ ম্যারি লুইস একাডেমী হলে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ছিলেন জামালপুরের কৃতি সন্তান ও সাংবাদিক বেলাল আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ। বিশিষ্ঠ উপস্থাপক খোন্দকার ইসমাইলের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মইন চৌধুরী, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী রব চৌধুরী, জামালপুর সমিতি নর্থ আমেরিকার প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নাজমুল হক, অনুষ্ঠানের কো কনভেনর আবু বকর সিদ্দিক,ফোবানা স্টেয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী আজম, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান, জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, খানস টিউটোরিয়ালের নাঈমা খান ও বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেটের আহসান হাবিব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, রিয়েলটর ফেরদৌস খান, রাব্বি মোহাম্মদ, ডিউক খান, মোস্তফা অনিক রাজ ,আব্দুর রশীদ বাবু, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম ও চীফ কো অর্ডিনেটর মুক্তার হোসেন।

অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে কয়েকটি গান পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মোস্তফা অনিক রাজ।

প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ অনুষ্ঠানে বলেন, বেবি নাজনীন দেশে ও প্রবাসে একটাই। সংগীত জগতে তার অবদান অনস্বীকার্য। সংগীতে তার নিজস্ব একটা স্বকীয়তা রয়েছে। অসংখ্য গানে তিনি কন্ঠ দিয়েছে। নিউইয়র্কের প্রবাসীরা তাকে নিয়ে গর্বিত। তিনি আমাদের কমিউনিটিরই একজন। জামালপুরবাসীর ব্যানারে সাংবাদিক বেলাল আহমেদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজক। বেবি নাজনীনের মতো একজন বিখ্যাত শিল্পীর অনুষ্ঠানের প্রধান স্পন্সর হতে পেওে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও আজকাল পত্রিকা পরিবার আনন্দিত। তিনি বলেন, এমনি একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে আরও একটি সুখবর আমাদের কানে এসেছে। ফোবানা স্টেয়ারিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ফিরোজ আহমেদ আজকে সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। আমি ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষ অতিথি এটর্নি মইন চৌধুরী বলেন, বেবি নাজনীনের এ ধরনের একক সংগীত সন্ধ্যা খুবই কম হয়। সাংবাদিক বেলাল ও জামালপুরবাসী এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ল' ফার্ম এ অনুষ্ঠানের অংশীদার হতে পারায় আমিও গর্বিত।

# প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ দিবে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অনেক প্রবীণদের সাধারণ কোন চাকুরি করতে হয়, যা বয়সের সাথে মানানসই নয়। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হন। সেসব মানুষদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশি-অ্যামেরিকান প্রবীণদের ইংরেজি ও কম্পিউটার শিখানোর ঘোষণা দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড। সেই সাথে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাও দিবে সংগঠনটি। ৪ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কর্মকর্তারা এসব বিষয় জানান। তারা আরো জানান, শুধু প্রশিক্ষণ নয় প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা ও সভা-সেমিনারেরও আয়োজন করা হবে। এসব সভা-সেমিনার প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে সেই সাথে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করবে। সংগঠনটির সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান বলেন, আমরা করোনাকালীর সময় থেকে মানুষের সেবা করে আসছি। এটা পুরোটাই অলাভজনক সংগঠন। আমরা চাই বাংলাদেশি এবং এশিয়ার নাগরিকদের উন্নয়নে কাজ করতে। বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য। আমরা বেশ কিছু বেসিক কম্পিউটার এবং ইংলিশ কোর্স দিচ্ছি, যা একদম বিনামূল্যে। আর এসব কোর্সের মাধ্যমে তারা কম্পিউটার ও ইংরেজির সাধারণ বিষয়গুলো জানতে পারবেন। যা তাদের চাকরির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউইয়র্ক প্রবাসী কিশোরী প্রিসিলা নাজনীন ফাতেমা। তিনি বলেন, কম্পিউটারের বেসিক দক্ষতা ছাড়া আজকাল চাকরির বাজারে টিকে থাকা কষ্টসাধ্য বিষয়। কারো যদি কম্পিউটার স্কিল থাকে এবং তা সিভিতে এড করেন তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরি দিতে আগ্রহী হবে।

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কর্মকর্তারা

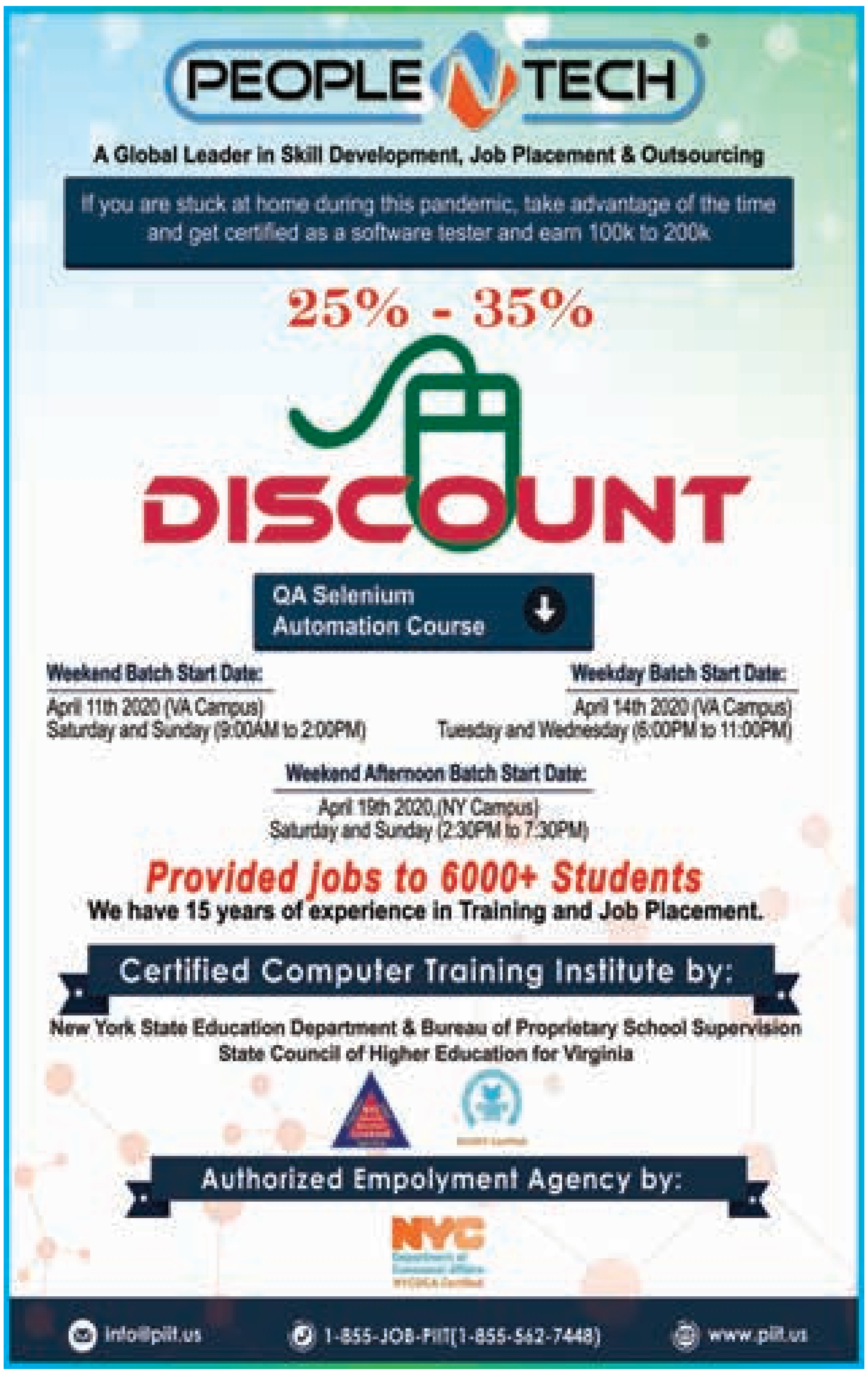
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্থ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

# মন্ট্রিয়লে শিল্পী অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের মনমাতানো একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

**গোপেন দেব কানাডা**

২০১৯ সালের সেই সুরেলা কন্ঠ কি অঙ্কিতা ধারণ করেন এখনও? মনে হলো করেন না শুধু, আগের তুলনায় আরও পরিপক্ক মানেই করেন সেটা। ২৯ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় মন্ট্রিয়লে তার যে একক সঙ্গীতানুষ্ঠানটি হলো সেখানে টের পাওয়া গেল সেটি স্পষ্ট ভাবেই। সেখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল, অঙ্কিতার মাও কম যান না। হল ভর্তি দর্শক মা শাশ্বতী ভট্টাচার্যের গানে বিমুগ্ধ হন, আপ্লুত হন বিশেষ ভাবেই।

লোকজ, মন্ট্রিয়ল নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে ওয়েস্ট মাউন্ট হাই স্কুল অডিটরিয়ামে অঙ্কিতা ভট্টাচার্যের একক সঙ্গীতের জমজমাট আসরটি বসেছিল।

কালো কাপড়ে সাদা আল্পনার থিমে এমব্রয়ডারি করা পোশাক। একটি সুরেলা আওয়াজ তোলে মঞ্চে প্রবেশ করেন অঙ্কিতা। নীরবতার চাদরে ঢেকে যায় পুরো হল। পরক্ষণেই ভেসে ওঠে তার সাথে আসা যন্ত্রশিল্পীদের অনবদ্য সুরলহরী। হলের ভেতরটা তখন পরিপূর্ণ সঙ্গীতময়।

মন্ট্রিয়লে প্রথম শো করার অনুভূতি ব্যক্ত করতে যেয়ে অঙ্কিতা বললেন, এটি

বলে না বোঝানোর মোমেন্ট!

উপস্থাপকদের সাথে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর শুরু করেন গান। " এই মাধবী রাত আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার ...." যখন গাইছিলেন দর্শকদের কারো কারো ভাবনায় এটিও তো আসা অসম্ভব নয় যে, হলের পরিবেশটায় মুগ্ধ হয়েই শিল্পী এই রাতটিকে জীবনের বিশেষ রাত হিসেবে গণ্য করে গানটি করেছিলেন।

বাংলা, হিন্দি - আধুনিক গান, ছায়াছবির গান, লোকগীতি নানা ঘরানার গান করেন অঙ্কিতা। তার করা বাংলা-হিন্দি- মালায়ালাম ভাষার রিমেক্সে বাংলাদেশের বাউল গান, লোক গানের রসায়ন দর্শকদের আপ্লুত করেছে দারুন ভাবে। এ আর রহমানের সুরে 'রোজা' ছবির গান থেকে শুরু করে

নির্মলা মিশ্রের "তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা ...." অনেক দরদ ছিল তার গানে। ' ভুল ভুলাইয়া' ছবির " তুমি যে আমার, শুধু যে তোমার ... " এই রাগাশ্রয়ী গানটি মা ও মেয়ের যুগল বন্দী কন্ঠে অসাধারণ দক্ষতায় পরিবেশিত হয়েছে।

অঙ্কিতা বাদ দেন নি বাংলাদেশে হালের খুব জনপ্রিয় গান "জল ভরো জল ভরো রাধে ও গোয়ালের ঝি ...", "আইলারে নয়া দামান ... " কিংবা "তুমি বন্ধু কালা পাখি ..."। দর্শকরা এক পর্যায়ে মঞ্চের সামনে গিয়ে নেচেগেয়ে মেতে ওঠে উল্লাসে।

অঙ্কিতার পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মাত্র তিনটি পর্ব ছিল। কেয়া ভট্টাচার্য, রূপা চৌধুরী, উমা দাস, শেলি দেব ও মিলি ধরের যৌথ পরিবেশনায় "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ..." দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠান। এরপর দুটি অনবদ্য নৃত্য

# যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষে ইসরায়েলের গাজা দখল সমর্থন করেনা

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ৬ নভেম্বর সোমবার এবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাজার নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েল নিতে চায়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ শেষের পরও গাজায় ইসরায়েলের উপস্থিতি সমর্থন করেন না। ইসরায়েলি সেনাদের গাজা দখলে রাখা সঠিক কাজ হবে না বলে তাঁকে উদ্ধৃত করে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা জন কারবি জানিয়েছেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গাজার নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে থাকবে সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিক্রিয়া এল।

৭ নভেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কারবি বলেন, 'যুদ্ধ শুরুর আগে গাজা যেমন ছিল, যুদ্ধ শেষের পর যে আর তেমন থাকবে না—এই একটি বিষয়ে আমরা অবশ্যই একমত। সেখানকার শাসনক্ষমতায় কাদের থাকা উচিত, তা নির্ধারণে অবশ্যই যুদ্ধের পর সুষ্ঠু ও গঠনমূলক আলোচনা হওয়া জরুরি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ব্যাপারটি দেখছেন।' সরাসরি গাজা শাসন করা ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে বড় ভুল হবে' বলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মন্তব্য তুলে ধরে এবিসির সাংবাদিক ডেভিড মুইর নেতানিয়াহুর উদ্দেশে বলেন, এ বিষয়ে আপনার মত কী? যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই অঞ্চলে কার শাসন করা উচিত?

জবাবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অবশ্যই ইসরায়েল এই অঞ্চল শাসন করতে পারে।' সময়সীমার প্রশ্নে নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েল অনির্দিষ্টকাল গাজা শাসন করতে পারে। তবে যেসব ফিলিস্তিনি হামাসের পথ অনুসরণ করে না, তারা গাজা শাসন করতে পারে বলেও মত দেন তিনি।

ইসরায়েল যুদ্ধের পর গাজা উপত্যকা দখল করে নিজেদের সীমানা বিস্তৃত করতে পারে বলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনুমান করেছেন বিশ্লেষকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলকে সতর্ক করে বলেছিলেন, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে না ইসরায়েলের।

# জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ইতালি আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা

**লাবন্য চৌধুরী,** ইতালি

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ইতালি আওয়ামী লীগের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩ নভেম্বর রোমের স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টের হল রুমে আয়োজিত এই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন।

বক্তারা বলেন একটি স্বাধীন দেশের স্থপতি ও স্বপ্ন দ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথ ধরেই জাতীয় এই চার নেতা ছিলেন দেশের চারটি স্তম্ভ। কিন্তু কু চক্রী মহল এই চার নেতাকে নির্মমভাবে জেলে হত্যা করে স্বাধীন দেশের মাটি কে কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু গণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগঠন আওয়ামী লীগ একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সকল ষড়যন্ত্র কে প্রতিহত করেছে।

বক্তারা আরো বলেন, আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে পুনরায় দেশে ষড়যন্ত্র ও কুচক্রী মহল তাদের ঘৃণিত তৎপরতা বাস্তবায়নের লক্ষে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই সকল মুজিব আদর্শের সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে আগামী নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কে পুনরায় বিজয়ী করার লক্ষে কাজ করে যেতে হবে।

এই সময় প্রধান অতিথি সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম কিবরিয়া বলে, ইতালি আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও সাংগঠনিক নিয়ম মেনেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কাজেই স্যোসাল মিডিয়ায় অপপ্রচার দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম মাঝি, শাহ আলম, আব্দুর রশিদ, মুজিবর শিকদার, অনুপ ঘোষ সহ যুবলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, রোম মহানগর আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ।

# যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অভিনন্দন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য ও সিটি নির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশিদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি।

সৌদি আরব সফররত পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজ এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন, সিনেটর, কাউন্সিল অ্যাট লার্জ ও কাউন্সিল পদে বাংলাদেশিদের বিপুল বিজয় প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বাংলাদেশি অভিবাসীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। বিজয়ী জনপ্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বাংলাদেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১ জন রাজ্য সিনেটরসহ কাউন্সিলর পদে বহু বাংলাদেশী বিজয় লাভ করেছেন।

# বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ

**ফারজানা নাজ শম্পা**

বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্রজাত শিল্পের ঐতিহ্য হাজার বছরের। এই ঐতিহ্যের প্রবহমানতা আমরা খুঁজে পাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যে নির্ভর রচনায় এবং ঘটনা প্রবাহে ।বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ , কুষ্টিয়া , টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ , সিলেট ,পাবনা জেলার তাঁতি ও বুনন শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের জীবন সংগ্রাম ও শিল্পের মহিমা দীর্ঘ সময় ব্যাপী আমাদের ইতিহাস সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির ধারা স্বতন্ত্রে সুষমা মন্ডিত করেছে ।বাংলার তাঁতের কাপড়ের সুখ্যাতির জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন,"বাংলার মসলিন বাগদাদ রোম চীন কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন"( টেক্সটাইল হাব ব্লগ পোষ্ট )

ই কমার্স ডেভেলমেন্টের অমৃতা দেবের নিবন্ধ অনুসারে ১২৯৪ -৯৫ সালে ইতিহাসবিদ ও পর্যটক মার্কোপোলোর লেখায় বাংলার কার্পাস বস্ত্র এ উল্লেখ পাওয়ায় যায়।এছাড়া চতুর্দশ শতাব্দীতে সোনারগাঁয়ের বস্ত্রের বিষয়ে চীনা পরিব্রাজক রা বাংলার বস্ত্র শিল্পের গুনগত মানের প্রশংসা করেন।

যন্ত্র চালিত তাঁত ও যন্ত্র শিল্পের ও বিদেশী পণ্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে আমাদের দেশের তাঁতিদের হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র, অন্যান্য বস্ত্রজাত পণ্য ও কুটির শিল্পজাত পণ্য হুমকির মুখে । এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দেশজ বস্ত্র ও তাঁতজাত শিল্প ও দেশজ পণ্যর এই সোনালী অধ্যায় প্রসার কে সংরক্ষণের একটি মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন উদ্যোমী মেধাবী ছাত্র একটি উদ্যোগ নেন ।নিজেদের মনোবল এবং সামান্য পুঁজি কে অবলম্বন করে পড়াশুনার পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী তে কোভিড মহামারীকালীন সময়ে যাত্রা শুরু করেন 'দেশজ বিপনী ।সেই সময় হতে বিপনী টি অনলাইন ও অফলাইনে সরাসরি দোকানের মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করছেন ।প্রাথমিক ভাবে তাঁদের যাত্রা শুরু হয় সামজের জন্য জাগরণ বা 'সজজা' এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা। এই সংগঠনটির মাধ্যমে তারা দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'দেশজ বিপনী' বিতান প্রতিষ্ঠা করেন ।এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী দ্বারা সার্বিক ভাবে পরিচালিত। বর্তমানে তাদের উদ্যোগের সাথে ২০ জন কর্মরত আছে।

'দেশজ বিপনী' মূল উদ্যোক্তা তিনজন নিবেদিত উদ্যোমী তরুণ ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র মাইন্ উদ্দীন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র হাসানাত সরকার এবং ইসলামিক স্টাডিজের ইমরান হোসাইন।

এই বিশেষ বিপনী উদ্যোগে মূলত বাংলাদেশের দেশজ ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ জেলা গুলি নির্দিষ্ট হয়েছে । সেই ধারাবাহিকতায় নারায়ণ গঞ্জ, কুষ্টিয়া সিরাজগঞ্জ , টাঙ্গাইলের তাঁত ও জরি পারের শাড়ি এছাড়া বিভিন্ন বস্ত্রজাত পণ্য ,শাল , জামদানি শাড়ী, তাঁতের থ্রী পিস্, লুঙ্গি, বাটিকের বিছানার চাদর , কুমারখালীর তোয়ালে ও বিছানার চাদর ইত্যাদি বস্ত্রজাত পণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

বড় যে কোন উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতার দিকটা অবধারিত ভাবে থাকে ।সেইভাবেই এই উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে এই তরুণ উদ্যোক্তারা কিছুটা সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিলেন ।কারণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং অনেক ক্রেতাদের দুঃখকজনকভাবে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের বস্ত্রজাত পণ্যের উপরে অধিক নির্ভরশীলতা ।ক্রেতাদের কাছে দেশজ সামগ্রীর গুনগত মানসংক্রান্ত ধারনা দান ও পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ , গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্র সৃষ্টি তে অনেকটা সময় লেগেছে এবং এখনও তাদের নিয়মিত বিভিন্ন সময় দিতে হচ্ছে ।তবে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই দেশজ র উদ্যোক্তারা পিছপা হননি বরং নিবেদিত আছেন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের প্রসার ও দেশজ পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে।

দেশজ বিপনী র পাশাপাশি বর্তমানে তারা অনলাইন একটি ম্যাগাজিন ব্লগ 'দেশজ দর্পন' শুরু করেছেন যাতে এবং নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশের তাঁত বস্ত্র , তাঁতিদের জীবন , বিভিন্ন জেলার বস্ত্র ও কুটিরশিল্প ,প্রাকৃতিক বিভিন্ন পণ্যে র উদ্ভব , ঐতিহাসিক বিকাশ, সম্ভাবনা বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবিধ অমূল্য তথ্য নিয়ে নিয়মিত গুরুতবাহী লেখা নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

'দেশজ বিপণী' উদ্যোগের বিপণনের পাশাপাশি মূল উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কল্যানমুলক কাজে নিয়মিত নিবেদিত সম্পৃক্ত থেকেছেন। দেশজ বিপণীর অর্জিত লাভাংশ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ও দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা হয়েছিল, এছাড়া সম্প্রতি দেশজ বিপণীর লাভাংশ থেকে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবনের আলীকদমে ৫০ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ সহায়তা হয়েছে, এছাড়াও শিক্ষা উপহার দান প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সংগঠন 'সজজা' নিয়মিত ভাবে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের কাজ টি বজায় রেখেছে, যার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। আগামীতে বাংলাদশের কুমিল্লা জেলার রসমালাই , টাঙ্গাইলের চমচম , কালিজিরা , মধু ইত্যাদি খাদ্যজাত পণ্য সংযোজন করছেন।

দেশাত্মবোধ লালিত ঐতিহ্যের বিকাশ, মানবতা ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান , বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধকরণে নিবেদিত এই একনিষ্ঠ উদ্যোক্তা দের দৃঢ আত্মপ্রত্যায়ের প্রতি আমাদের অপরিসীম শুভ কামনা ।আমরা সবাই যেন আমাদের স্বঅবস্থান ও সামর্থ্য হতে এই তরুণদের সামাজিক ও মানবিক কল্যাণ মূলক সব উদ্যোগের পাশে থাকি।

আমাকে প্রতিবেদনটি র বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য দিয়ে সহয়তা করেছেন দেশজ বিপণী র উদ্যোক্তা ইমরান হোসেন ,তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।তাদের অনলাইন লিংক https://www.facebook.com/DeshojBiponi?mibextid=9R9pXO এবং তাদের ঠিকানা ১২৩ এলিফেন্ট রোড,

# PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 10 - 16, 2023) | Promo Code : PSP45

- SALE $3.99/LB SIZE 6/8 HILSHA
- SALE $6.99/LB SIZE 10/12 HILSHA
- SALE $1.99/LB SIZE 2-3 KG ROHU
- SALE 99¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
- SALE $2.49/LB CHICKEN BRAST
- SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK BASMATI RICE
- SALE $10.99/EA 3 LITER ZVIJEZDA SUNFLOWER OIL
- SALE $10.99/EA 20 LB JENAN CHAKKI ATTA
- SALE 2/$7.99 1 LTR SUPER FRESH MUSTARD OIL
- SALE 3/$5.00 400 ML ROLAND COCONUT MILK
- SALE 3/$5.00 FRESH FOOD DRY CAKE
- SALE $7.99/EA 1 KG HALDIRAM'S SOAN PAPDI
- SALE $5.99/EA 200 GM NESCAFE ORIGINAL
- SALE $5.49/EA 10 LB LAXMI RICE FLOUR
- SALE 3/$4.00 12 OZ KRASDALE EVAPORATED MILK
- 2/$3.99 DANISH LEXUS VEGETABLE CRACKER
- SALE 3/$3.00 RED CROSS TABLE SALT
- SALE 2/$2.00 HOBBI CHICK PEAS
- SALE 2/$5.00 5 LB IDAHO POTATO BAG
- SALE $3.99/EA MILK GALLON

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 ........ 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 ........ 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 ........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 ........ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 ........ 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

# WE ACCEPT EBT

# ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 03 - Nov 16, 2023) | Promo Code : PSP06

WE ACCEPT EBT CARDS — WE ACCEPT OTC CARDS

FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00

- SALE $2.99/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
- SALE $5.49/LB WHOLE FROZEN GOAT BACK LEG
- NO CUT NO CLEAN 79¢/LB CHICKEN QUARTER LEG
- SALE $33.99/EA 50 LB DELTA PARBOILED RICE
- SALE $17.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
- 1 KG UP SALE $17.99/EA HILSHA SHAHJALAL BRAND
- 3 KG SALE 2/$14.99 ROHU CK BRAND
- SALE $12.99/EA 20 LB CAROLINA PARBOILED RICE
- SALE $12.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
- SALE $3.29/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
- SALE 3/$5.00 250 GM EACH $1.99 CROWN FARMS DESHI PUTI
- SALE $8.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS RAW SHRIMP
- 560 GM SALE 2/$5.00 EACH $2.99 MAGGI MASALA NOODLES
- SALE 3/$7.79 4 LB LAXMI MASOOR DAL & CHANA DAL
- 250 GM SALE 3/$5.00 EACH $1.99 CROWN FARMS DESHI BLOCK KOI
- 250 GM SALE 3/$5.00 EACH $1.99 CROWN FARMS GURA BAILA
- SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)
- SALE $17.99/EA 20 LB GOLDEN TEMPLE ATTA
- ONE DOZEN SALE 3/$5.00 EACH $1.79 PER DOZ MEDIUM BROWN EGGS

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

9TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 28TH TO NOV 3RD 2023

| BELLEROSE | BRONX | JACKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK |
|---|---|---|---|---|
| SHAFEE, NICK NAN WANI, HUMAYUN | HABIB, SYDUR RAHMAN MAHMUDA | PARVIN RAHMAN, RADWAN RUPOK DAY | ABDUL HASAM, NARGIS SATHY MIZANUR RAHMAN | SHAHED AHMED, IMRAN KAREM, MOHAMMED UDDIN, |
| TEL: 347-657-8911 | TEL: 347-658-0134 | TEL: 347-658-4362 | TEL: 347-626-8798 | TEL: 347-658-0972 |

8TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE — JOSEPH, BIPLOB BHOWMIK SHAMIM JAHAN
BRONX — LEON MORRIS, FARZANA KARIM SHAHNURU PARVIN
JACKSON HEIGHTS — SHUVRA DEBNATH ABDUL AL MASUD, MASHUDA
JAMAICA — MD. ZULFIKAR ALI BHUTTO RIAJ UDDIN, SHAMIM
OZONE PARK — TANIA CHOWDHURY, ABDULLAH AL MAMUN, KAMAL HOSSAIN

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

SHOP TODAY AND BE A WINNER — ADI'S SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — ADI'S BRONX

LUCKY WINNERS OCTOBER 17, 2023
JASMIN | ALAMIN | IMRAH HUSSAIN

9TH WEEK LUCKY WINNERS SEPTEMBER, 2023
MD KASHEM | MUNNAK | MD ABUL HASAN JAHANGIR

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

## HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
MANAGER - RESTUARANTS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER - RESTUARNT (All Locations) (5 years' work experience required)
Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate
email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

## আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে) (৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

# ড. নিনা সিটি কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে বিজয়ী

**ফিলাডেলফিয়া**

মুহাম্মদ ইসলামঃ পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ফিলাডেলফিয়া সিটির ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে 'সিটি কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ' পদে বিজয়ী হলেন ড. নীনা আহমেদ। ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ আসনে ৯ জন প্রার্থী ছিলেন। এরমধ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান ড. নীনা আহমেদ বিজয়ী হয়েছেন।

সিটি মেয়রের মতোই পুরো সিটির ভোটে কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদ প্রার্থীদের বিজয়ী হতে হয় অর্থাৎ মেয়রের সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী থাকেন তারা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়রকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ/সহযোগিতা করেন।

উল্লেখ্য, ড. নীনা এর আগে এই সিটির ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে নিনাসহ আরো ৪ জন বিজয়ী হন।

একইদিন অনুষ্ঠিত মিলর্বন বরোর কাউন্সিল নির্বাচনে দুই বাংলাদেশি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এর একজন হলেন মোঃ নূরুল হাসান। এটি হবে তৃতীয়বারের মতো বিজয়। আর নতুন প্রজন্মের সালাহউদ্দিন মিয়া এবারই প্রথম নির্বাচনের প্রার্থী এবং প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

ড. নীনা আহমেদের বিজয়ে ফিলাডেলফিয়া সহ সমগ্র আমেরিকায় বাংলাদেশি কম্যুনিটিতে আনন্দের উল্লাস চলছে। সকলেই তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। অপরদিকে মিলর্বন বেরোতে নতুন দুজন কাউন্সিলম্যান জয়ী হওয়া এখন মিলর্বন বোরো এখন পুরোটাই বাংলাদেশিদের দখলে। মেয়র, ৫ জন কাউন্সিলম্যান এবং ট্যাক্স কালেক্টর সবাই বাংলাদেশি।

বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার পক্ষ থেকে কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে ডঃ নিনা আহমেদ এবং মিলর্বন বরোতে কাউন্সিলম্যান পদে মোঃ নূরুল হাসান ও সালাহউদ্দিন মিয়া জয়ী হওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া আরও দুই জন নির্বাচিত হয়েছেন পেনসিলভেনিয়ার ল্যান্সডেল থেকে। একজন হলেন পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ল্যান্সডেল বরো কাউন্সিল থেকে কাউন্সিলওম্যান পদে রাফিয়া রাজ্জাক এবং পেনসিলভেনিয়া স্টেটের হ্যাটফিল্ড টাউনশিপ থেকে কমিশনার পদে শাইদুল

# শাহানা হানিফ পুন:র্নিবাচিত

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

শাহানা হানিফ

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে শাহানা হানিফ পুন:র্নিবাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অভিবাসনের তিন প্রজন্মে শাহানা হানিফ কাউন্সিলর হয়েছেন।

৭ নভেম্বর মঙ্গলবার নির্বাচনে সিটির ৫ বরোর মধ্যে তিন বরোর ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি, সিটি কাউন্সিলের ৫১টি আসন আর স্টেটের সবগুলো কাউন্টির সিভিল কোর্টের জজসহ আরো বেশ কিছু পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ৪ বছর পরপর সিটি কাউন্সিল সদস্যদের জন্য নির্বাচন হয়। এ বছরের নির্বাচন হলো ২ বছর পর। ২০২১ সালে নির্বাচনের পর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল আসনে রিডিস্টিক্টিং হয়েছে। ফলে নতুনভাবে আঁকা হয়েছে প্রায় সবগুলো আসনের সীমানা ম্যাপ। তাই নতুন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপে মঙ্গলবার পুনরায় নির্বাচন হলো। যদিও এনিয়ে অনেক ভোটারই ছিলেন বিভ্রান্ত। বাংলাদেশিদের খুব একটা ভোটকেন্দ্রে দেখা যায়নি। নির্বাচনে প্রচারণাও তেমন ছিল না।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন বরোর কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে বাংলাদেশি শাহনা হানিফ পুন:নির্বাচিত হয়েছেন। শাহানার প্রাপ্ত ভোট ১৭,৪৬১। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী আরকাউদিউজ টোমাসজেওয়াস্কি'র পেয়েছেন ২,৬২৪ ভোট।

# ইসরায়েলের অস্ত্র বহনকারী জাহাজ থামালেন বিক্ষোভকারীরা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

একজন বিক্ষোভকারী ওয়াশিংটনের টাকোমা বন্দরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কেপ অরল্যান্ডো জাহাজটি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছবি: সংগৃহীত

একজন বিক্ষোভকারী ওয়াশিংটনের টাকোমা বন্দরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কেপ অরল্যান্ডো জাহাজটি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছবি: সংগৃহীত

সারা বিশ্বে প্রতিদিনই গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করছেন লাখ লাখ মানুষ। বিশ্ববাসী গাজায় যুদ্ধবিরতি দাবি তুললেও তা আমলে নিচ্ছে না ইসরায়েল ও তাদের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে তেল আবিবকে অস্ত্র-অর্থ—সব দিয়েই সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন প্রচেষ্টা রুখে দিতে এবার এক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীরা।

গত শুক্রবার (৩ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের টাকোমা বন্দরে একটি মার্কিন সামরিক জাহাজ ভিড়লে খবর ছড়িয়ে পড়ে, ওই জাহাজে করে ইসরায়েলে অস্ত্রসহায়তা পাঠাবে বাইডেন প্রশাসন। এরপরই দুই শতাধিক ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারী ওকল্যান্ড বন্দরে ঢুকে বিক্ষোভ করেন। এমনকি ইসরায়েলকে দেওয়া অস্ত্রসহায়তা আটকে দিতে বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন জাহাজের ওপরে উঠে পড়েন। তাঁদের বাধার মুখে সামরিক রণতরি আর ছাড়তে পারেনি নির্দিষ্ট সময়ে। খবর আল জাজিরার।

শুক্রবারের বিক্ষোভের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আরব রিসোর্স অ্যান্ড অর্গানাইজিং সেন্টার। সংগঠনটির গণমাধ্যমবিষয়ক সমন্বয়ক ওয়াসিম হেজ বলেছেন, 'মার্কিন সরকার এসব অস্ত্র ইসরায়েলে পাঠাচ্ছে, আমরা এই সতর্কবার্তা দিতে এখানে এসেছি। আমরা মানুষকে জানাতে চাই যে গাজার ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরায়েলি গণহত্যায় সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের বন্দর ব্যবহার করে চলেছে। আমরা গাজায় যুদ্ধবিরতি চাই, সেখানে বেসরকারি নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করা হোক, আমরা সেটা চাই।'

বিক্ষোভকারীদের আশঙ্কা, এসব অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েল গাজায় হামলা চালাবে। যদিও সেখানে হামলায় এরই মধ্যে ১০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

তবে ওই সামরিক জাহাজ আসলে অস্ত্র পরিবহন করছিল কি না বা সেটি আদৌ ইসরায়েলে যাচ্ছিল কি না, তা জানাতে পারেনি নিউইয়র্ক পোস্ট ও আল জাজিরা। অবশ্য বিক্ষোভকারীদের বাধা সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনের টাকোমা বন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে যায় জাহাজটি।

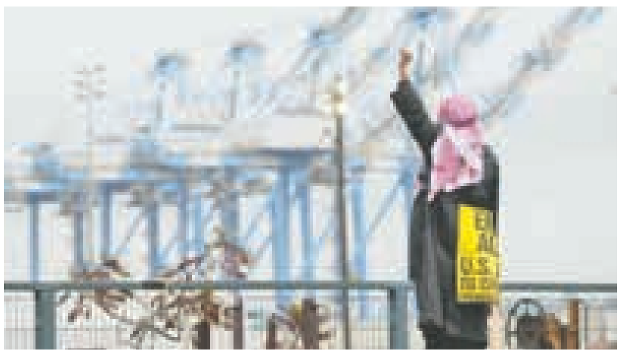
**একজন বিক্ষোভকারী ওয়াশিংটনের টাকোমা বন্দরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কেপ অরল্যান্ডো জাহাজটি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।** ছবি: সংগৃহীত

# ঈশ্বরের নামে মিনতি গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুন: পোপ

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

পোপ ফ্রান্সিস

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ ফ্রান্সিস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর টানা এক মাসের অভিযানে তছনছ হয়ে যাওয়া গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্য ।

৫ নভেম্বর রোববার এক বিবৃতিতে পোপ বলেন, 'গাজা উপত্যকার বাসিন্দারা এক মাসের বেশি সময় ধরে খুবই ভয়াবহ, মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছে ঈশ্বরের নামে মিনতি জানাচ্ছি, দয়া করে সেখানে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুন। আমাদের উচিত শিশুদের কথা চিন্তা করা। গাজা ও ইউক্রেনের লাখ লাখ শিশুর ভাগ্য এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা আসলে তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছি।'

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৫৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই প্রথম এত বড় মাত্রার সংঘাত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের আল-আকসা অঞ্চলে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ এরই মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতির সোচ্চার আহ্বান জানিয়েছে। তবে ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার আগপর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিরতি হবে না। বিবৃতিতে পোপ বলেন, 'আমি আগেও বলেছিলাম, আবারও বলছি—সংকট সমাধানের জন্য যুদ্ধের বিকল্প যত পন্থা রয়েছে, সব ব্যবহার করুন; এবং

# মায়ামী কনসুলেটের ই পাসপোর্ট সেবা চালু

**জুয়েল সাদত**

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, মায়ামীতে ১ নভেম্বর ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়। কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ আবদুল কাদির, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক কর্নেল মুশফিকুর রহমান মাসুম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জাজরীন নাহার, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পরিচালক এ কে এম মাজহারুল ইসলাম এবং কারিগরী দলের সদস্য মাজহারুল হোসেন খান ও মোঃ মারুফুল আলম। এছাড়াও ফ্লোরিডাতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশী অনুষদ সদস্য ও ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় বাংলাদেশী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ স্বাগত বক্তব্যে উল্লেখ করেন মায়ামীতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয় এবং ২০২২ এর ১৪ মার্চ থেকে পাসপোর্ট সেবা ব্যতীত সব ধরনের কনস্যুলার সেবা প্রদান করা শুরু করা হয়। পাসপোর্ট সেবা প্রদান শুরুর মাধ্যমে এ কনস্যুলেট থেকে সব ধরনের কনস্যুলার সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি অনতিবিলম্বে কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে এবং ফেসবুক পেইজে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রাপ্তির নিয়মাবলী উল্লেখ করা হবে বলে জানান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশস্থ ৮১টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৩৭তম মিশন হিসেবে মায়ামীতে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান শুরু হলো বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন। ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক কর্নেল মুশফিক ই-পাসপোর্টের কারিগরী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ই-পাসপোর্ট সম্পর্কিত সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য তিনি একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন এবং উপস্থিত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ আবদুল কাদির তাঁর বক্তব্যে ডিজিটালাইজেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট শুরুর প্রেক্ষাপট ও ই-পাসপোর্টের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি উপস্থিত প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও ই-পাসপোর্ট প্রাপ্তির বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পক্ষ থেকে কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদের হাতে একটি শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয় এবং ই-পাসপোর্ট সেবা প্রত্যাশী ১০ জনকে এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের হাতে ডেলিভারি স্লিপ হস্তান্তর করা হয়। উপস্থিত সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মায়ামী কনসুলেট খুব কম সময়ে পুরো ফ্লোরীডা জুড়ে ভাল কনসুলেট সেবা দিয়ে প্রশংসিত হয়েছে। কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমদ একজন স্বজন ও কর্মট কর্মকর্তা। নানা শহরের প্রবাসীরা মায়ামী কনসুলেটে গিয়ে খুব কম সময়ে সেবা পাচ্ছেন। পাশাপাশি মায়ামী কনসুলেট তাদের মোবাইল কনসুলেট সেবা দিয়ে থাকে।

# সহিংসতা এবং ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আহ্বান

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বিশেষজ্ঞরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহিংসতা এবং ভুল তথ্যকে দুটি প্রধান বাধা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং সহিংসতা ও ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের লড়াইয়ে বিশ্ব বন্ধুদের আন্তরিক সমর্থন চেয়েছেন।

৬ নভেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে তারা বলেছেন, টেকসই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তখনই কার্যকর হবে যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সহিংসতা এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো অপরাধীদের পরিহার করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রগতি, বিশেষ করে পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বড় অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে নিয়ে আলোচনা হয়।প্যানেলিস্টরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ধারাবাহিকতাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন তাদের আলোচনায়।

মার্কিন কাউন্সিলম্যান, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট লেখক ড. নুরুন নবীর সভাপতিত্বে "সহিংসতা ও ভুল তথ্য: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা" শীর্ষক ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। যে পাঁচজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্যানেলিস্ট এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তারা হলেন অধ্যাপক আবদুর চৌধুরী, অধ্যাপক এবিএম নাসির, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেথ ওল্ডমিক্সন এবং সিনিয়র গবেষক ড. মাজহারুল ইসলাম রানা।

বক্তারা একই সাথে লাখ লাখ বাংলাদেশীকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিধবা এবং তাদের স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য ভাতা প্রবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেন। জামায়াত-বিএনপি-নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা এই সময়ে নৈরাজ্য ও সহিংসতা না করলে বাংলাদেশ আরও অগ্রগতি লাভ করতে পারে বলেও তারা পর্যবেক্ষণ করেন।

এই প্রেক্ষাপটে, প্যানেলিস্টরা গত ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপি-জামায়াত মদদপুষ্ট সরকার বিরোধী সমাবেশের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, তারা একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা, হাসপাতালের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি যানবাহন এবং অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে রাজধানীতে তাণ্ডব চালায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেদিন চট্টগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্ডারওয়াটার রোড টানেল বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করেন সেদিন প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে আহত করে।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি সম্পর্কে বক্তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ওই

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
UCB
bKash

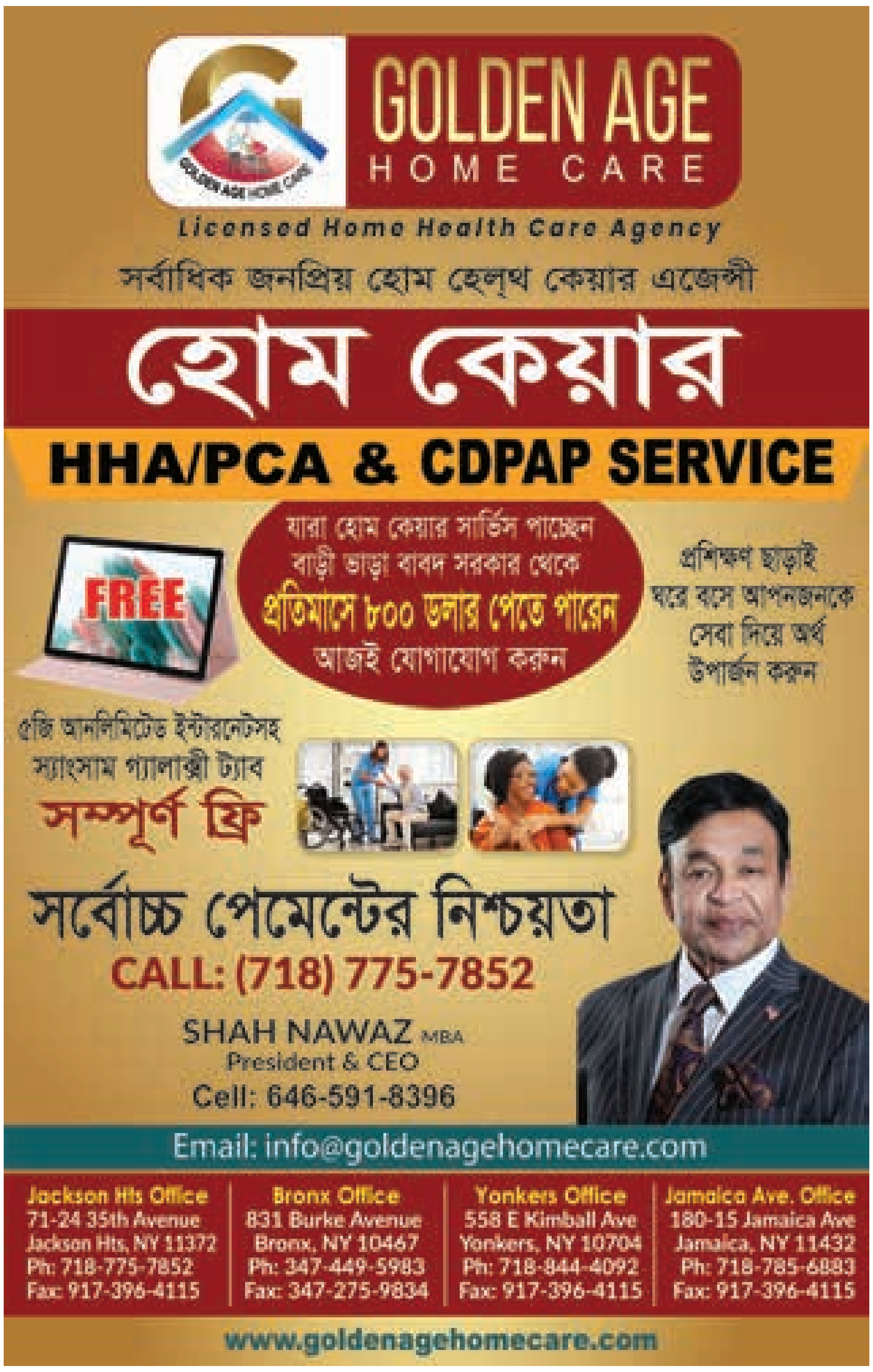
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
tax refund
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

# লাজুক মেয়ে থেকে সিংহী বনে যাওয়া ফিলিস্তিনের তামিমি

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

কিশোরী বয়সে এক ইসরায়েলি সেনার গালে চড় মেরে সারা বিশ্বের শিরোনাম হয়েছিলেন ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের আহেদ তামিমি। ২০১৭ সালে ওই ঘটনার সময় তামিমির বয়স ছিল ১৬ বছর। সরল আর লাজুক মেয়ে হিসেবেই তাঁকে জানত সবাই। কিন্তু ইসরায়েলি সেনারা যখন তাঁর বাড়িতে অভিযান চালাতে আসে, তখনই লজ্জার খোলস ভেঙে আলোচিত ওই চড়-কাণ্ডের জন্ম দেন তিনি।

এ জন্য অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তারও করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলের কারাগারে ৮ মাস বন্দী থেকে পরে ছাড়া পান। এর পর থেকেই রামাল্লার কাছাকাছি নবি সালেহ নামে তাঁর গ্রামটিতে সিংহী হিসেবে পরিচিতি পান তামিমি।

সোমবার আমিরাতভিত্তিক দ্য ন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিম তীরে আবারও গ্রেপ্তার হয়েছেন বর্তমানে ২২ বছর বয়সী তামিমি। এবারের অভিযোগ ,ইসরায়েলের গাজা হামলার প্রতিবাদ করে একটি মুছে ফেলা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

দ্য ন্যাশনালকে তামিমির মা নারিমান জানিয়েছেন, কিছুটা চাপা স্বভাবের হলেও শৈশবে তিন ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন তাঁর মেয়ে। তামিমির প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। এমনকি নেইমারের স্বাক্ষর করা একটি জার্সিও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

বিশ্বজুড়ে পরিচিত মুখ হয়ে উঠলেও তামিমির জীবন অন্যান্য ফিলিস্তিনি মেয়ের মতোই দুঃখগাথা আর বিধিনিষেধপূর্ণ। ইসরায়েলি বাহিনী তাঁর দুই চাচা এবং এক খালাকে হত্যা করেছে। ২০১৮ সালে তাঁর মাকেও গ্রেপ্তার করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। ১০ দিন আগেই তাঁর বাবা বাসেম জর্ডান যাওয়ার পথে আটক হওয়ার পর বর্তমানে ইসরায়েলিদের হেফাজতে আছেন।

যে পোস্টের জন্য তামিমিকে এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটি তামিমি নিজে পোস্ট করেছেন নাকি তাঁর নামে পরিচালিত অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছে—তা এখনো স্পষ্ট নয়।

আহেদ তামিমি

**ইসরায়েলি সেনাকে চড় মারার সেই মুহূর্ত।** ছবি: এএফপি

নারিমান দাবি করেছেন, তাঁর মেয়ে যখনই নতুন কোনো অ্যাকাউন্ট খোলেন, তখনই তা হ্যাক হয়ে যায়। এমনকি যে অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি করা হয়েছে, সেটিও হ্যাক হয়ে গিয়েছিল।

সোমবার যখন তাঁকে তাঁর বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তামিমি তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'চিন্তা করো না। আমি শক্ত আছি। আমি ঠিক থাকব।'

নারিমান জানিয়েছেন, তামিমিকে গ্রেপ্তারের জন্য ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিল। এ জন্য তামিমি জানতেন যে শিগগির তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে ইসরায়েলি বাহিনী। গ্রেপ্তারের সময় কী পোশাক এবং জুতা পরবেন, তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি।

২০১৮ সালে কারাগারে থাকা অবস্থায় লেখা তামিমির একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'যদি কোনো সাধারণ কিশোরের মতো সাধারণ কোনো দেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেতাম, তবে আমি খেলাধুলা করতাম। আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে সময় নেই বলে আমি এখানে খেলি না। কারণ, আমি ছোটবেলা থেকেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষে জড়িত ছিলাম।'

চলতি বছরের শুরুর দিকে তামিমির একটি স্মৃতিকথাবিষয়ক বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম—'তাঁরা আমাকে সিংহী বলে ডাকে'।

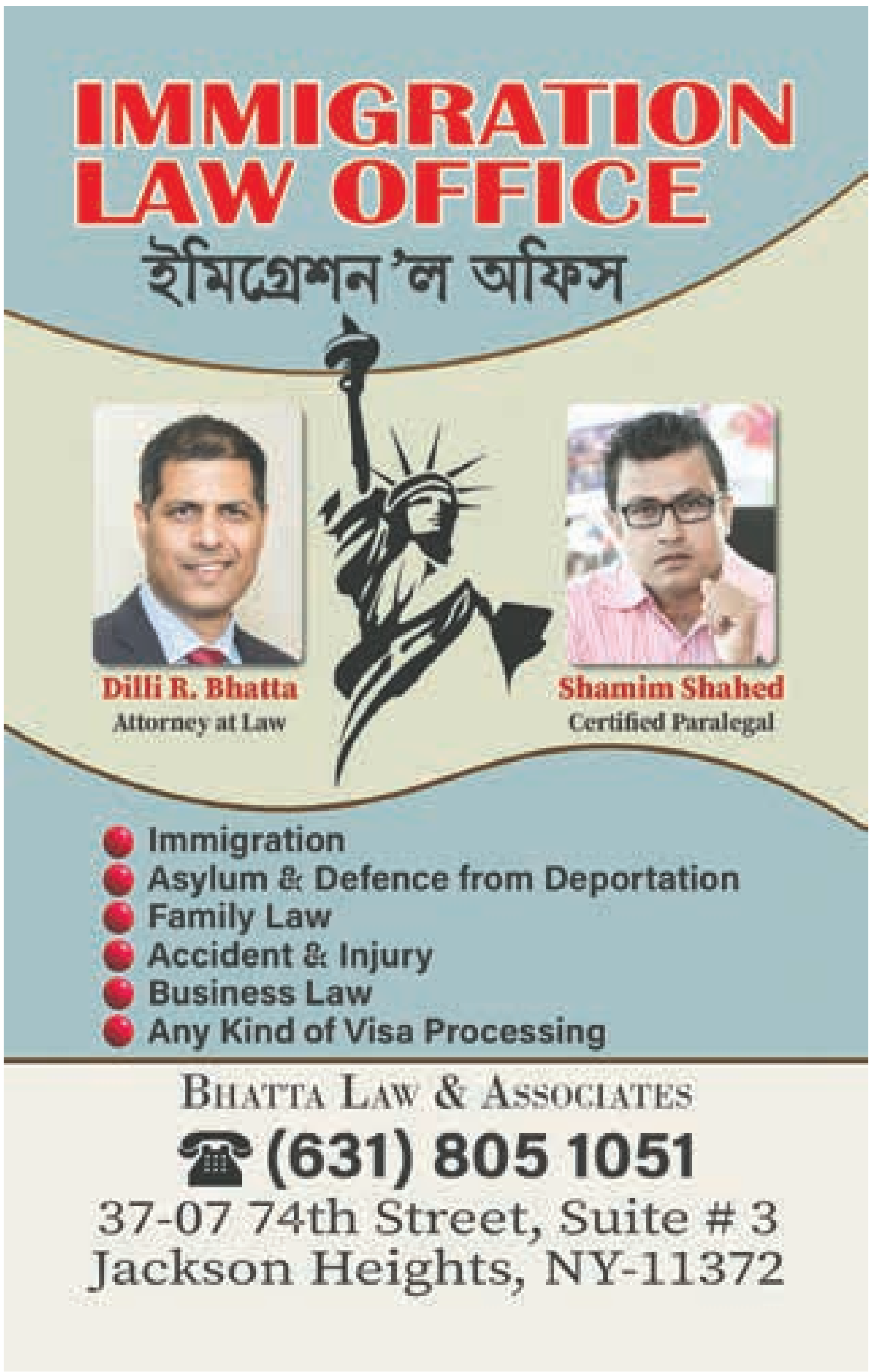

# ‘জেল হত্যা দিবস’ পালন মেরিল্যান্ড স্টেট আ.লীগের

**শিব্বির আহমেদ**

৩ নভেম্বর শুক্রবার জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা ও শোক সভার আয়োজন করে মেরিল্যান্ড স্টেট আওয়ামী লীগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি শেখ সেলিম এবং সভাপরিচালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম তাপস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ডঃ সিদ্দিকুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাদেক এম খান, ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল হাসেম আহম্মেদ এবং সাধারণ সম্পাদক জি আই রাসেল ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের চার প্রধান জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ মনসুর আলী এবং আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে নিজ নিজ ধর্মমতে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা তাদের বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন, জেল হত্যা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাদের অবদানের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন বক্তারা এবং এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধে চার নেতার অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ও বক্তব্য রাখেন শাহানারা রহমান, জিয়া করিম, মুজাহিদুর রহমান, আজাদ সাহ্, রেজা করিম, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মেসবাহ্ উদ্দিন বাহার, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, সালেহ্ আহম্মেদ প্রমুখ।

# বাইডেনের তুলনায় ট্রাম্প কম যুদ্ধবাজ

**নিউইয়র্ক টাইমসের জরিপ**

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

জো বাইডেন

ইব্রাহিম রাইসি

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য জো বাইডেনের চেয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপরই বেশি ভরসা করছেন মার্কিনরা। তাঁরা মনে করছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প জো বাইডেনের চেয়ে কম যুদ্ধবাজ। তবে ইসরায়েল ও ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আমেরিকান।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক জরিপে এমন চিত্র ওঠে এসেছে।

জরিপে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফল নির্ধারণকারী ছয়টি সুইং স্টেটের—নেভাডা, জর্জিয়া, অ্যারিজোনা, মিশিগান, উইসকনসিন ও পেনসিলভানিয়া—ভোটাররা প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এগিয়ে রাখছেন। এ অঙ্গ রাজ্যগুলোতে কোনো দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এগুলোকে সুইং স্টেট বলা হয়।

গতকাল রোববার প্রকাশিত জরিপে দেখা যায়, ছয়টি সুইং স্টেটের পাঁচটিতেই বাইডেনের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। নেভাডা অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১১ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। জর্জিয়া, অ্যারিজোনা, মিশিগান ও পেনসিলভানিয়াতেও কম ব্যবধানে এগিয়ে আছেন তিনি। শুধু উইসকনসিনে মাত্র দুই পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী দুই-তৃতীয়াংশই মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভুল পথে এগোচ্ছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বড় একটি অংশ মনে করেন, বাইডেন প্রশাসনের নীতি তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমনকি বাইডেনের অর্ধেক সমর্থকই তাঁর নীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ৬২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বাইডেনের মনের জোর কম।

প্রতি ১০ জনে ৬ জন অংশগ্রহণকারীই অর্থনৈতিক বিষয়ে বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের ওপর বেশি ভরসা দেখিয়েছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য অর্থনীতিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মনে করছেন অধিকাংশ উত্তরদাতা। এ ছাড়া জরিপে শিক্ষা, উপার্জন, বয়স ও লিঙ্গভেদে ট্রাম্পই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন।

জরিপে শুধু ২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী, যার মধ্যে ১ শতাংশেরও কম ৩০ বছরের নিচে। তাঁরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বর্তমানে অসাধারণ অবস্থায় রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, তরুণ ভোটারদের মধ্যে বাইডেনের জনপ্রিয়তা বেশি। তাঁদের সমর্থনেই ২০২০ সালে বাইডেন জয় পান। তবে গতকাল রোববার প্রকাশিত জরিপে, ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন বাইডেন।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিবিএসের জরিপে ট্রাম্প বাইডেনের চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। জরিপ অনুসারে, ভোটাররা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের ওপরই আস্থা রাখছেন। প্রায় ৪৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীই বলছেন, ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বেশি ভালো থাকবে। এ তুলনায় মাত্র ১৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বাইডেনের ওপর একই আস্থা দেখিয়েছেন। তবে, ৫১ শতাংশ অংশগ্রহণকারীই মনে করেন, উভয় প্রার্থীর নীতিই মধ্যবিত্তের তুলনায় ধনীদের জন্য বেশি সুবিধাজনক।

বাইডেন দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়বে বলে মত দিয়েছেন ৪৮ শতাংশ। আর ট্রাম্পের বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করেন ৩২ শতাংশ।

# যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলের জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

৩ নভেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ওয়ার কলেজের ২৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সুনামের প্রেক্ষিতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ মিশন পরিদর্শনে আসেন। ২৩ সদস্যের এই ডেলিগেশনে ঐ কলেজে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছেন।

আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলকে মিশনে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্যে তিনি শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অমূল্য অবদান এবং জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, টেকসই শান্তি ও পিস্‌বিল্ডিং কার্যক্রমে বাংলাদেশের নিবিড় অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে তা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।

আগত অতিথিদেরকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদান ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে একটি বিস্তারিত ব্রিফিং প্রদান করেন বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: ছাদেকুজ্জামান। প্রদত্ত ব্রিফিংয়ে বিগত ৩৫ বছর ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যমন্ডিত অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন ডিফেন্স অ্যাডভাইজর। তাছাড়া, আগামি দিনগুলোতে জাতিসংঘ শাতিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অঙ্গীকারের কথাও পুনঃব্যক্ত করেন তিনি।

তথ্য-সমৃদ্ধ এই চমৎকার আয়োজন ও আতিথেয়তার জন্য ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

# মেদভূড়ি থেকে ম্যারাথনার হওয়ার গল্প!

**মোহাম্মদ নাসির শিকদার**

অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড : অবিসিটি থেকে মুক্তি, আসলে ১-২-৩ গোনার মতোই সহজ! বর্তমান বিশ্বে অবিসিটি একটি জটিল রোগ। পৃথিবীর প্রায় ৪২ শতাংশ লোক এই রোগে আক্রান্ত! অবিসিটিতে আক্রান্ত হলে যে রোগগুলো সাধারণত হয় তা হলো, হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি সমস্যা প্রভৃতি। নাক ডাকা বা ঘুমানোর সময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া যাকে বলে স্লিপ অ্যাপনিয়া; এছাড়াও আরও অনেককিছু আছে যা একটু গুগল করলেই পাওয়া যায়।

এই রোগগুলোকে একসাথে বলে লাইফস্টাইল ডিজিজ। এই আর্টিকেলে আসলে আমি আমার জীবন থেকে কিভাবে ওইসব রোগ তথা অবিসিটিকে তাড়ালাম এবং যৌবন ফিরে পেলাম তা বলার চেষ্টা করবো।

আমার বয়স তখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই! এরইমধ্যে শরীরে বাসা বেঁধেছে নানারকম অসুখ-বিসুখ। হার্টের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টরল, নাক ডাকা ও স্লিপ অ্যাপনিয়া, পায়ের পাতায় জ্বালাপোড়া, ডায়বেটিস, গ্যাসটিকের প্রদাহ, অত্যাধিক ওজন বৃদ্ধি, শক্তি কমে যাওয়াসহ নানাবিধ রোগের কারখানা তখন আমার শরীর! রীতিমতো ভয় ও আতংকে একদিন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেললাম— ‘বেশিদিন আর বাঁচবো না’।

এতগুলো দৈহিক সমস্যা যাকে ঘিরে ধরেছে, তার মধ্যে মৃত্যুচিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে কমে আসছিল কর্মস্পৃহা। মাঝেমধ্যে অফিসে না গিয়ে বাসায় বসেই কাজ করতাম। একটা স্থবির জীবনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একদিন, অটোফেজি নিয়ে একটা ভিডিও পেলাম আমার সহধর্মিণীর কাছ থেকে। এরপরই শুরু হলো আমার ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রাম! শুরু হলো স্বাস্থ্য বিষয়ক নানারকম গবেষণা।

এখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, আমি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করি আইবিএম (IBM) নামক সফটওয়্যার কোম্পানিতে। সফটওয়ারের প্রবলেম সমাধান করতে গিয়ে, প্রথমেই আমাদের যেকোনো সমস্যার মূল কারণ খুঁজে ( Root cause analysis ) বের করতে হয়। এ কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগলো, আমার অসুস্থ হবার মূল কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে আমি স্মরণাপন্ন হলাম বিভিন্ন বই, পত্রিকা, গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব এবং সেগুলো ঘেঁটে সন্ধান করতে করতে পেয়ে গেলাম, অসুস্থতার মুলকারণ (Root causes) ও অবিসিটি থেকে মুক্তির উপায়!

মৃতপ্রায় মনে জেগে উঠলো নতুন করে বাঁচার উদ্যম! মূল কারণ কী? অসুস্থ্য হবার মূল কারণ হলো, খাবার!

গবেষণা শেষে, নিজের নতুন জীবনের ছক আঁকা হয়ে গেলো, কিভাবে সেটা অর্জন করবো সে সূত্রও আঁকলাম একেবারে বিজ্ঞানের সূত্র যেমন : ২+২=৪, তেমনি করেই আমার সুস্থ্তার সূত্র লিখে নিলাম! গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবার নিজের ওপর প্রয়োগের পালা। আমি শুরুতেই বদলে ফেললাম আমার খাদ্যাভাস। ফিরে গেলাম ন্যাচারাল ফুডের কাছে! তিনবেলার আহার কমিয়ে দুইবেলা খাওয়া শুরু করলাম। ছয়মাস পরে আমার ওজন কমে গেল ১০ কেজি। শরীর একটু হালকা হলে নিজেকে দৌড়ের উপযোগী মনে হলো, শুরু হলো আমার দৌড়-জীবন!

প্রথমে থেমে থেমে দৌড়াতে লাগলাম, ক্লান্ত হলেও একেবারে থেমে যেতাম না। এই হাঁটা-দৌড় চলতে থাকলো দিনের পর দিন। তখনও আমার হার্ট দুর্বল; দৌড়ের জন্য উপযোগী না। কিন্তু পায়ে তো আমার দৌড়ের স্বপ্ন মানে শত শতাংশ সুস্থতার স্বপ্ন!

শুরু হলো হার্ট নিয়ে নানাবিধ পড়ালেখা এবং খাবার থেকে বাদ গেলো রান্নার তেল। রান্নায় তেলের বদলে যুক্ত হলো বিশুদ্ধ জল। তেল পুড়িয়ে রান্না বাদ দেওয়ার তিনমাস পর লক্ষ করলাম, আমার হার্টের অসাধারণ পরিবর্তন। ৩ মাইলের দৌড় গিয়ে পৌঁছালো ৬ মাইলে। ছয়মাসে দৌড়ের দৈর্ঘ হলো ১০ মাইল। এভাবে হার্টের সাপোর্ট পেয়ে বছর না ঘুরতেই আমার চোখে উদ্ভাসিত হলো ম্যারাথন দৌড়ানোর স্বপ্ন! পুরো ২৬.২ মাইলের দৌড়!

এদিকে একটু একটু করে আমার দেহের ওজন কমে ৯২ কেজি থেকে ৭০ কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে। হার্টের পরিপূর্ণ সাপোর্ট পেয়ে, তখন দৌড়কে শুধুমাত্র শারীরিক ব্যায়াম ভাবছিলাম না, দৌড়কে রীতিমত উপভোগ করছিলাম!

আমি দৌড়ে যাচ্ছিলাম মাইলের পর মাইল, একইসাথে ফেসবুক লাইভে যুক্ত হচ্ছিলাম, কথা বলছিলাম, পা চলছিল সমান-তালে!

প্রতিদিন আমার নিজের সাথে নিজের দৌড় প্রতিযোগিতা। ভাবনা একটাই, একটু একটু করে আগের দিনের নাসির শিকদারকে ছাড়িয়ে যেতে হবে! এখন আমি একটানা ২০ মাইল দৌড়াতে পারি এক সেকেন্ডও না থেমে! এমতবস্থায় হঠাৎ একদিন নিউইয়র্ক সাহিত্য একাডেমির পরিচালক জনাব মোশাররফ হোসেন বললেন , 'নাসির ভাই, বিশ মাইল যেহেতু দৌড়াতে পারেন, তাহলে ম্যারাথন নয় কেনো?'

তার এই প্রশ্ন আমাকে নাড়িয়ে দিলো! তারপর এলো সেই ম্যারাথন স্বপ্নের পেছনে দৌড়ের পালা। নাম লেখাতে শুরু করলাম বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যারাথন-দৌড় ইভেন্টে! প্রথমে ডাক পেলাম ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান-ফ্রান্সিস্কো ম্যারাথনে! অবশ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দৌড়ের আগে আমি অনুশীলনের জন্য দৌড়ে নিলাম আরও কিছু ম্যারাথন।

৩১ মে, ২০২১ সালের এই সরকারি ছুটিরদিনে শুরু করেছিলাম আমার জীবনের প্রথম ম্যারাথন। অনেক কষ্টে আটঘণ্টায় এই দৌড় শেষ করেছিলাম অথচ বর্তমানে আমি আমার অধিকাংশ ম্যারাথন শেষ করি প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টায়! সে থেকে আজপর্যন্ত প্রায় ২৫ মাস সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছি ২৯ টা ম্যারাথন এবং ১০৬ টার উপর হাফ ম্যারাথান!

আমি মনে করি, মনে একাগ্রতা থাকলে মানুষ তার যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন একজন মানুষ দৌড়ের মাধ্যমে খুঁজে পেলাম নতুন জীবনের সন্ধান। তাই নিজের জীবনের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প ও অনুশীলন পৌঁছে দিতে চাই আরও হাজারো মানুষের কাছে!

স্বপ্ন দেখি, অবিসিটি মুক্ত পৃথিবী গড়ার! আমার গবেষণার পর রোগমুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করছিলাম দুই বছর কিন্তু আমি আসলে সেটা এক বছরের মধ্যেই তার সিংহভাগ অর্জন করে ফেলি। এরপর কোনো একদিন মাথায় ভাবনা এলো যে, আমার এই সুস্থ হওয়ার সহজ পদ্ধতি সবার জানা প্রয়োজন। আমার নিজেরও তো একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, আসলে সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার উপলব্ধি থেকেই আমি আমার লব্ধজ্ঞান সবার উদ্দেশ্যে প্রচার করতে শুরু করলাম!

অবিসিটি মানুষের জন্য একটা অভিশাপের নাম। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি যে, এতো সহজ, সেটা খুব বেশি লোক জানে বলে মনে হয় না। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে যৌবন ফিরে পাওয়াও অতি সহজ!

হ্যাঁ, ১-২-৩ গোনার মতোই সহজ! এই সহজ পথ আমি খুঁজে বের করেছি, নিজে প্রমাণ করেছি এবং সবাইকে দেখিয়েও দিচ্ছি। এই পথ অনুসরণ করলে যে কেউ ফিরে যেতে পারে তার হারানো যৌবনে! আর সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে, আমরা পৃথিবী থেকে এই অবিসিটিকে বিদায় জানাতে পারি। গড়তে পারি অবিসিটি মুক্ত বিশ্ব!

আমার অভিজ্ঞতা থেকে, সুস্থ লাইফস্টাইলের এই যাত্রায় যা করতে হবে, তাঁকে কয়েকটি ধাপে আমি লিপিবদ্ধ করেছি। চলুন, পৃথিবী থেকে অবিসিটি মুক্তির এই যাত্রায় সবাই হাতে হাত ধরে একসাথে কাজ করি! নিজেদেরকে হাসপাতাল থেকে দূরে রাখি, সমস্ত ওষুধ থেকে দূরে রাখি, সর্বোপরি স্ট্রেস মুক্ত সুখী দীর্ঘ জীবন উপভোগ করি!

রোগবিহীন সুস্থ্য জীবনাচরণ/ জীবনব্যবস্থাঃ

১.সর্বসাকুল্যে দরকার আপনার নিজের মনকে স্থির করা। ২. প্রতিদিন ৬০ মিনিট করে সপ্তাহে কমপক্ষে ৪/৫ দিন

দৌড়ানো। ৩. দিনে ৪ থেকে ৬ বারের পরিবর্তে দিনে দুবার খাওয়া। প্রধানত প্রচুর মিক্সড সবজি।৪. হার্টকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বিষাক্ত তৈল (পুড়া তেল) খাবার থেকে বাদ দেওয়া। ৫. নিয়মিত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম। রাত ১০-১১ থেকে সকাল ৫-৭ পর্যন্ত।

# হবিগঞ্জে বাপার উদ্যোগে তালের চারা রোপন

**মো: বাহার উদ্দিন**, হবিগঞ্জ

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) হবিগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বজ্রপাত নিরোধক ও পরিবেশ রক্ষায় তালের চারা রোপন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার লাখাই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

১ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় তালের চারা রোপন কার্যক্রম পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য তোফাজ্জল সোহেল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লাখাই মুক্তিযোদ্ধা সরকারি ডিগ্রি কলেজ এর অধ্যক্ষ মোঃ জাবেদ আলী, কলেজের শিক্ষক কৃষ্ণ মোহন বনিক, মজিবুল হক, তাপস কিশোর রায়, বাপা হবিগঞ্জের নির্বাহী সদস্য আশীষ আচার্য্য, মোঃ বাহার উদ্দিন, পরিবেশকর্মী মহিউদ্দিন আহমেদ রিপন প্রমুখ। এ সময় কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তোফাজ্জল সোহেল বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বাপা কাজ করে আসছে। নদী, পুকুর ভরাট, দখল দুষনরোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বজ্রপাত নিরোধক ও পরিবেশ রক্ষায় তালের চারা রোপন এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাপা হবিগঞ্জ। এটি আমাদের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ।

তিনি আরোও বলেন, এক সময় আমাদের চারপাশে তালগাছ, খেজুরগাছসহ বিভিন্নরকম বৃক্ষের সমারোহ ছিল। কালের বিবর্তনে তার স্থান দখল করে নিয়েছে পরিবেশবিনাশী ইউকিলিপটাসসহ বিভিন্ন বৃক্ষ যা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিনি পরিবেশবান্ধব দেশীয় বৃক্ষ রোপনের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। এ থেকে বাঁচতে উচুঁ গাছ তথা তালের চারা রোপন করতে হবে। আমাদের নিজেদের জন্য এবং পরিবেশ রক্ষায় সকলকে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য এবছর বাপা হবিগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে ৩ শতাধিক চারা ও ২ সহস্রাধিক অঙ্কুরিত বীজ রোপণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তালের চারা ও বীজ সংগ্রহে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন পরিবেশ কর্মী মহিউদ্দিন আহমেদ রিপন।

# বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

৬ নভেম্বর সোমবার যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এতে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে সংবিধান প্রণয়ণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন এবং পবিত্র দলিল। এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তার বক্তব্যে উঠে আসে আমাদের সংবিধানের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা আমাদের সংবিধানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানের মর্যাদা দিয়েছে। রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, আমাদের সংবিধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের গৌরবময় ইতিহাসের নির্যাস। এ সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা সেদিন দেশে জনতার শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। এতে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি সমাজে ন্যায় বিচার, সমতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়েছে।

জাতীয় সংবিধান দিবস পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, আমাদের সংবিধান আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ও এর বাস্তবায়নের মূলভিত্তি। দেশে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যতে কিভাবে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তার সকল সুস্পষ্ট দিক্‌নির্দেশনা রয়েছে এই সংবিধানে। তাই আমরা আমাদের কর্ম ও চিন্তায় যেন সর্বদা সংবিধানকে অনুসরণ করতে পারি, তার জোরালো আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত মুহিত।

অনুষ্ঠানে ‘বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিশনের মিনিস্টার শাহানারা মনিকা। তিনি আমাদের সংবিধানকে নারী বান্ধব করে তুলতে তrকালীন সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত খসড়া কমিটির একমাত্র নারী সদস্য রাজিয়া বানুর ভূমিকা তুলে ধরেন।

# হেমন্তের নিঃশব্দ আগমন

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফাঁকে হাজির হয় শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত। দুই ঋতুর মাঝে আসায় অনেক সময় এই ঋতুগুলোর চরিত্র মালুম হয় না আমাদের কাছে। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের আচরণ ও প্রকৃতির এই খেয়ালিপনা নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই ভাবপ্রবণ বাঙালি মধ্যবিত্তের।

এবার যেমন বর্ষার পর দুম করে শুকিয়ে যায় বাতাস। আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না। পরে আবার ঘূর্ণিঝড়ের জেরে আকাশভরা কালো মেঘ কিছুদিন ঘিরে ছিল। শরতের অস্তিত্বই টের পাচ্ছিল না জনতা। শরৎ ফুরোনোর পর হেমন্ত আসতেও দেরি করেনি। ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডার অনুভূতি। সঙ্গে কুয়াশা-শিশিরের উপস্থিতি। রাজধানীতে তেমন খোলাসা না-হলেও, উত্তরের বিভিন্ন প্রান্তিক জেলার বাসিন্দারা বুঝতে পারছেন, বাংলার ঋতু এবার শীতের পথে এগোচ্ছে।

তবে অন্ধ হলেও প্রলয় যেমন বন্ধ থাকে না, বিএনপি হরতাল-অবরোধ দিলেও যেমন নির্বাচন আয়োজন থেমে থাকে না, ঠিক তেমনি সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার মায়াবী ঋতু হেমন্তের আগমনও ঠেকে থাকে না। আহ হেমন্ত! এই ঋতুর রূপ, রং, গন্ধ সবকিছুই আলাদা। এই মৌসুমে চারপাশ আলোকিত করে ফোটে দেবকাঞ্চন, হিমঝুরি, ধারমার, রাজঅশোক।

কিন্তু তার লক্ষণ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? সন্ধ্যা ইদানীং যেন একটু তাড়াতাড়ি চলে আসছে। কাজে ব্যস্ত নাগরিকের চোখে পরিবর্তনের লক্ষণ বলতে এটুকুই। ফুলে ফুলে ভরা শিউলি, ছাতিম কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে কে জানে? রোদ তো এখনো সেই আগের মতোই ঘাম ঝরানো। আচমকা কোনো দুর্যোগ ছাড়া আকাশ বরাবর যেমন থাকে, তেমনি আছে রৌদ্রকরোজ্জ্বল। দিনের লোডশেডিংয়ে পাখার চক্কর থেমে গেলে শরীর স্যাঁতসেঁতে হয়। সবকিছু আগের মতোই আছে, এর মধ্যে হেমন্ত কোথায়?

আমাদের প্রিয় রাজধানী ঢাকায় হেমন্ত পড়েছে নগরায়ণ আর কৃত্রিমতার ক্রসফায়ারে। এখানে যা আছে, সেটি তার শবদেহ। হেমন্ত সজীব-সপ্রাণ শহরের কোলাহল, মেকি জাঁকজমক, বিত্ত-বেসাতের জৌলুস থেকে দূরে। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আকাশে কুয়াশার ঘনঘোর। হাওয়ায় হিমেল স্পর্শ। পথের পাশের জংলা গাছপালা, ঝোপঝাড়, মাঠের দূর্বা ঘাস সারা রাত ঝরে পড়া শিশিরে ভিজে ওঠে। আর সেই শিশির বিন্দুতে সকালের সোনা রোদ হীরার কুচির মতো দ্যুতিময় হয়ে ছড়ায় তার সাত রঙের বর্ণালি।

বিকেল বেলায় গ্রামগুলোর ওপর চেপে থাকা কুয়াশার সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ওঠা ধোঁয়া মিশে গিয়ে মলিন ধূসর বিশাল এক শামিয়ানার মতো আড়াল করে রাখে আকাশ। সন্ধ্যায় সবাই মিলে গলা সাধতে শুরু করে শেয়াল পণ্ডিতেরা। ডানা ঝাপটে নৈশ অভিসারে যাত্রা শুরু করে বাদুড়ের ঝাঁক। ধানখেত, আখখেত, সবজি খেতের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া নদীটির মন্থর স্রোতে ঝিলমিল করে ওঠে কুয়াশার ভেতর দূর দিগন্তে ডুবতে থাকা সূর্যের ম্লান আলো। সেদিকে তাকালে 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে' এসে।

কুয়াশাচ্ছন্ন হেমন্তের রূপ আছে জীবনানন্দের কবিতায়। বাংলার বর্ষার রূপ যেমন নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি হেমন্তের অন্তর্গত সত্তাটি ধরা পড়েছিল জীবনানন্দের চোখে। 'হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন/ পথের পাতার মতো তুমিও তখন/ আমার বুকের পরে শুয়ে রবে? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন', 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে/ হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে/ শুধু শিশিরের জল', এমন অজস্র পংক্তিতে তিনি এঁকেছেন হেমন্তের ছবি। চালতার পাতা থেকে ঝরে পড়ছে শিশির বিন্দু, স্তব্ধ রাতের অন্ধকারে গাছের শাখায় শিকার ধরতে ওঁত পেতে আছে পেঁচা, মাকড়সার জালে জমেছে মুক্তোর মতো শিশির বিন্দু। আর মাঠে মাঠে পেকে উঠছে ধান। কেমন করে পরিপুষ্ট হচ্ছে সেই ধান? তিনি লিখেছেন, 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা রেখে/ অলস গেঁয়োর মতো এই খানে কার্তিকের ক্ষেতে;/ মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ/তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান'। এই ধানে কেটে যাবে কৃষকের আকাল-অনটন। সচ্ছলতার সুখ আসবে গ্রামের ঘরে ঘরে।

হেমন্তে প্রকৃতি একটু অন্যরকম। জংলা জলাজমিতে ফোটে অজস্র শালুকফুল। এ সময় জীবজন্তুর মধ্যেও কেমন উদাস উদাস ভাব আসে। নতুন কাপড় নিয়ে তাদের কোনো আদিখ্যেতা নেই। রোদ-হিম মাখতে, সাদা মেঘের ভেলা দেখতে তো আর পয়সা লাগে না। তারা বিনে পয়সায় পাওয়া প্রকৃতির উত্তাপ গায়ে মাখে।

# আবারও কেনো ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান

শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হই। মানুষ যদি আমাকে চায়, আমিতো না করতে পারিনা। সোসাইটি থেকে আমার নেওয়ার কিছু নাই। জীবনে আমি অনেক সম্মান মর্যাদা পেয়েছি। এবার আমার ট্রাস্টিতে আসারও তেমন কোন ইচ্ছা ছিলনা, আমাকে জোর করে আনা হয়েছে। অন্য নেতৃত্ব আসলে হয়ত নেতৃত্বের তফাৎটা বুঝতে পারতো। আমি আর আশা করিনা ভবিষ্যতে আমি আর নেতৃত্বে আসবো। তবে যতদিন বেঁচে আছি সোসাইটির উন্নয়ন ও সেবা মূলক কাজ চালিয়ে যাব।

ট্রাস্টি বোর্ডে গঠনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্যরা বোর্ড মেম্বার নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত বোর্ড মেম্বাররাই ব্যালটের মাধ্যমে ট্রাস্টি চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। ট্রাস্টি বোর্ডে স্থান পাওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি পদপ্রার্থী

**শপথ গ্রহণ শেষে বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সভাতেই ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।**

কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন বলেন, জনগণের কথা তুলে ধরার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। এই কমিউনিটিতে অনেক যোগ্য লোক আছে যারা ট্রাস্টি বোর্ডে স্থান পাওয়ার অধিকতর যোগ্যতা রাখে।

গত ৫ নভেম্বর রোববার সোসাইটির কার্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম পূর্ণাঙ্গ সভায় সংগঠনের সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোঃ আব্দুর রব মিয়া ট্রাস্টির ১২ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোহাম্মদ আজিজ, আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মফিজুর রহমান, এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিব হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, খোকন মোশারফ, শাহজাহান সিরাজী, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম উপস্থিত থেকে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

সভায় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য- মোঃ আখতার বাবুল, সুশান্ত দত্ত, মোঃ সাদী মিন্টু, শাহ মিজানুর রহমান।

শপথ গ্রহণ শেষে বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সভাতেই ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ট্রাস্টির চেয়ারম্যান পদে দুইজন প্রার্থী মোঃ আজিজ ও আজিমুর রহমান বোরহান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ট্রাস্টি সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মোঃ আজিজ বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

# লক্ষ্যে পৌঁছাতে পরিশ্রম, সাহস

শেষ পৃষ্ঠার পর

অফিসার হিসেবে কাজ করি পনেরো বছর। পাশাপাশি পরিবারে আর্থিক ব্যয়ে স্বামীর সহযোগী হয়ে উঠি এবং নিজেকে এ দেশের একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলি।" - আমেরিকায় আসার শুরুর অভিজ্ঞতা নিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন ড. অহিদাসুলতানা।

২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অব দ্যা উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ড. অহিদা সুলতানা। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন, পরিচালনায় এইচ বি রিতা।

প্রবাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ড. অহিদা সুলতানা-ওয়ার্ল্ড প্রেস আইটি এলএলসি এর সিইও, আইটি কনসালটেন্ট ফার্ম। এছাড়াও উনি আইটি বিভাগের সিগনা ইস্যুরেন্স কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন প্রবাস জীবন নিয়ে এবং প্রবাসীদের অগ্রযাত্রা, উন্নয়ন এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ়তা নিয়ে।

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় এক সম্ভ্রান্ত, সংগ্রামী ও শিক্ষিত পরিবারে জন্ম তার। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার এই অগ্রযাত্রা ও সাফল্যের পিছনে পরিবারের উৎসাহ প্রেরণা আছে বলে জানান তিনি। সেই সাথে তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নিত্য লাল বাবুকে। তিনি বলেন, "নিত্য লাল বাবু একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং একইসঙ্গে ছিলেন গণিতের শিক্ষক। তিনি মেধাবী এই শিক্ষার্থীর ভেতরে যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর নিজের স্বপ্নকে খুব যত্ন করে প্রিয় ছাত্রীর মাঝে সঞ্চারিত করতে সফল হয়েছেন"।

পড়াশোনা ও সাফল্য নিয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "সাফল্য একদিনে আসে না। সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নটাকে নিজের ভেতর লালন করতে হবে। এ দেশে পড়াশোনা করা আমার কাছে কখনোই কঠিন মনে হয়নি। আমেরিকা আসার পর আমি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করি। পার্ডি ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করি। বর্তমানে আরো একটি পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।"

বই-কে বন্ধু মনে করেন ড.অহিদা সুলতানা। তিনি বলেন, "একটা বই আমাকে দিতে পারবে সব প্রশ্নের উত্তর এবং সব সমস্যার সমাধান। তিনি প্রবাসী সকল মানুষকে বই পড়ার জন্য আহ্বান জানান"।

ড. অহিদা মা হিসেবেও শতভাগ সার্থক। তার মেয়ে রিফা তাসনিম একজন মেধাবী ছাত্রী। মেয়েকে নিয়ে তিনি বলেন, "রিফা সাড়ে তিন বছর বয়সে স্কুলে যায়। রিফা আমাকে সব সময় ফলো করতো, সে আমার মতো হতে চাইতো। আমি তাকে নিজে পড়াতাম। রিফা স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম, লিডারশিপে এক্টিভ ছিল। ক্লাস এইটে রিফা নাইন/টেনের ক্লাস সম্পন্ন করে ফেলে। তখন রিফাকে সাইমন রক কলেজ থেকে প্রথমবারের মতো এটেন্ড করতে অফার করা হয়, যেখানে চার বছরের বদলে দুই বছরে হাইস্কুল সম্পন্ন করানো হয়। অতি মেধাবীরাই এই সুযোগ পায়। নাইন ,টেন, ইলেভেন এবং টুয়েলভ এই চার বছরের পড়া মাত্র দু'বছরে শেষ করে রিফা। ১৫ বছর বয়সেই রিফা হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন করে একজন গ্র্যাজুয়েড রিসার্চর হিসেবে কাজ করছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে"।

ফরিদা ইয়াসমীন তার কাছে জানতে চান, সন্তানের সফলতার পেছনে মা-বাবার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? তিনি বলেন, "সন্তান পালনে বাবা-বা দুজনেরই ভূমিকা দরকার। তবে মায়েদের একটি বেশিই ভূমিকা থাকে। আমি একটা কথাই বলবো, আপনার পেটে যখন সন্তান আসবে তখন নিজের দিকে না তাকিয়ে আপনাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, আর সে ভবিষ্যৎ হলো আপনার সন্তান। সন্তানের কাছে আপনাকে একজন সৎ, ধৈর্যশীল, মননশীল এবং পরিশীলিত চিন্তার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেন সন্তান আপনাকে দেখে শিখে। বিশেষ করে সন্তান মায়ের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি শেখে।"

প্রবাসে নিজেকে পড়াশোনার মাধ্যমে আরো উন্নত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক নারীরা সেটা করি না বা করতে পারি না। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে ড. অহিদা সুলতানা বলেন, "আমাদেরকে পঙ্গু ভঙ্গুর করে পাঠানো হয়। দেশ থেকে বিয়ে করে আনা যারা ডিসি-এসপির মেয়ে বা আরামদায়ক পরিবারের মেয়ে, তাদের নানা সমস্যা থাকে। যেমন-আমি রান্না করতে পারিনা, কাজ করতে পারি না, আরো নানা আবদার। তাদের অনেকেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে স্বামীর উপর। সংসার তো দু'জনের, ভালো-মন্দ, দায়িত্ব ও দু'জনের। নিজেকে স্বামীর উপর চাপ কমাতে আমাদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, আর্থিক সহযোগীতা করতে হবে। স্বামীর পাশে দাঁড়াতে হবে। ভবিষ্যতের চেয়ে মূলত আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি থাকে অন্যদিকে। সোনা, গহনা, সমালেচনা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমরা। ওসব নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমরা যদি নিজেকে বিল্ডআপ করার কথা চিন্তা করি, তবে সামনের পথ আরো উন্নত হবে। আরেকজন কেন আমাকে গহনা কিনে দিবে, আমার গহনা আমি কিনবো।"

তিনি আরো বলেন, এখানে পড়াশোনার অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে কিন্তু আমরা বাঙালিরা উদাসীনতায় সেগুলো খেয়াল করি না। একটু পড়াশোনা করলেই এখানে জীবনের চিত্র পাল্টে যেতে পারে। সেই সাথে তিনি আহ্বান জানান যদি কেউ পড়াশোনায় আগ্রহী হয় এবং তথ্য দরকার হয়, তবে যেন তার সাথে যোগাযোগ করেন।

দর্শকের এক প্রশ্নে পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, " সন্তানকে গড়ে তুলতে আমাদের পড়াশোনার দরকার আছে। তবে, পড়াশোনা বলতে শুধু সার্টিফিকেট নয়, পড়াশোনা দুই ধরনের-একটা হচ্ছে জ্ঞান যার মাধ্যমে আপনি জানবেন, শিখবেন, বোঝবেন এবং সেটাকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবেন। অন্যটা একাডেমিক। একজন মা যিনি স্কুলে যাননি তাকে আমরা অশিক্ষিত বলতে পারি না কারণ তিনি নিজ পর্যবেক্ষণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সন্তানকে মানুষ করতে পেরেছেন।"

সন্তানের লালন পালনে তিনি বলেন, "সন্তানকে অপেন স্পেস দিতে হবে। কথা বলতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। কোনোকিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাপ নয় বরং তাদের মেধা আগ্রহ কোথায় সেটা বিচার করতে হবে।সরাসরি 'না' না বলে ভালো-মন্দ বাছাই করার সুযোগ দিতে হবে। ধীরে ধীরে তারা শিখবে। আরো একটা বিষয়, কখনো সন্তানকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন না।"

বর্তমান যুগে পুরুষের সাথে সমানভাবে নারীরাও কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একইভাবে এডুকেশনের দিক দিয়ে নারীরা কতটা এগোচ্ছে বা এডুকেশননাল এচিভমেন্ট, সাক্সেস আমাদের জীবনে কতটা জরুরি-ফরিদা ইয়াসমীনের এ প্রশ্নে তিনি বলেন, "পশ্চিমা দেশে বসবাস করেও এসব ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে। সংসার করতে গেলে সমঝোতা সম্মানে একজন আরেকজনকে সহযোগীতা করতে হবে। দোষগুলো না ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উৎসগুলোতে উৎসাহিত করতে হবে। একটা সংসারের উন্নতির জন্য একজন নারীর ভূমিকা অনেক। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সহধর্মীনিকে গড়ে উঠতে জায়গাটা তৈরি করে দিন।তাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন নয়; তাদের ভেতরের মেধাটুকু বের করে আনুন। এটা পরিবারে পুরুষের একটা বিশাল দায়িত্ব। একজন নারীকে আপনি যেভাবে গড়বেন, সে সেভাবেই আপনাকে সম্মান করবে।"

ড. অহিদা সুলতানা বিশ্বাস করেন, অসম্ভব বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব। সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে না দেখে বরং বিধাতার একটা পরীক্ষা হিসেবে দেখতে হবে। পরিশ্রম ও দৃঢ়তা নিয়ে সাহসের সাথে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আকাশ ছোঁয়া সম্ভব হবে।সমস্যার ভিতরে হারিয়ে না গিয়ে একে উপভোগ করতে হবে, তবেই সমাধানের খোঁজ আমাদেরকে আরো নতুন পথ দেখাবে।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কখনোই সন্তানকে অন্য কারো সন্তানের সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ প্রতিটা বাচ্চাই কোন না কোন ক্ষেত্রে মেধাবী। যে যে ক্ষেত্রে মেধাবী, তাকে সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, উৎসাহ দেয়া উচিত। তবেই সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে।"

পরিশেষে তিনি জানান, মানুষের উপকারের জন্য তিনি সব সময় প্রস্তুত আছেন। কমিউনিটির কারো যদি কোনো রকমের পরামর্শ বা সাহায্য দরকার হয়, তবে তিনি আগ্রহের সাথে সে কাজটি করতে চান। নিজের যেটুকু অর্জন, সেটুকু তিনি আল্লাহর দান বলে মনে করেন। তাই তিনি চান নিজ অর্জনকে মানুষের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করতে।

নানা তথ্যমূলক, অভিজ্ঞতামূলক আলোচনার মাধ্যমে এভাবেই শেষ হয় 'টক অফ দ্য উইক' পর্বটি। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত ন'টায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে Prothom Alo USA ফেসবুক পেইজে।

# ঘৃণামূলক অপরাধ দমনে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই আইনটি ঘৃণামূলক অপরাধ কতটা ক্ষতি করে সে সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারনা দিবে, সেই সাথে আমাদের আইনগুলিকে শক্তিশালী করবে এবং ঘৃণামূলক অপরাধের অভিযোগ আনার জন্য আমাদের আরও সরঞ্জাম দেবে। এটি ফৌজদারি অভিযোগএবং নির্দির্ষ্ট শাস্তি বাড়াবে।

বৈষম্য ও ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিনেটর হোয়েলম্যান-সিগাল এবং অ্যাসেম্বলি মেম্বার লির সাথে একসাথে দাঁড়াতে পেরে ব্র্যাগ গর্বিত বলে জানান।

নিউইয়র্ক অ্যাসেম্বলির সদস্য গ্রেস লি এক বিবৃতিতে বলেছেন, যতবারই ঘৃণামূলক অপরাধের খবর আসে, তা স্বীকৃতি পায় না। ভিক্টিমদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং ঘৃণাকে আরও স্বাভাবিক করা হয়, ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমরা জানি, ঘৃণা দূর করার কোনো একক সমাধান নেই। এটি একটি জটিল সমস্যা যার জন্য একটি বহুমুখী এবং সামগ্রিকপদ্ধতির প্রয়োজন। ঘৃণা মোকাবেলা করতে এবং যারা ঘৃণামূলক অপরাধ করে তাদের জবাবদিহি করতে এই বিলটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

২০১৫ সাল থেকে, নিউইয়র্ক সিটি এবং নিউইয়র্ক স্টেটে ঘৃণামূলক অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর নিউইয়র্ক সিটিতে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৬৫০টি ঘৃণামূলক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। ঘৃণামূলক অপরাধ বৃদ্ধির সাথে ঘটনার প্রকৃতি ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কারণ পুরানো দণ্ডবিধিতে বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে, যা পক্ষপাতিত্ব-সম্পর্কিত ঘটনায় যথাযথভাবে চার্জ করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রসিকিউটরদের বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান নিউইয়র্ক স্টেটে ঘৃণামূলক অপরাধ আইনে মূল অভিযোগগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, যেমন গ্যাং অ্যাসল্ট, গ্রাফিতি তৈরি করা, যৌন পাচার, শ্রম পাচার, মিথ্যা রিপোর্টিং, একটি অস্ত্রের অপরাধমূলক দখল, এবং যৌন অপরাধ। সম্পূর্ণ নতুন আইনটি নিউইয়র্কে ঘৃণামূলক অপরাধ আইন আপডেট করবেযাতে, পক্ষপাতিত্ব এবং কুসংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যারা অপরাধ করে, তাদের জন্য অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেপারে।

ম্যানহাটন ডিএ-(D.A) এর অফিসে আইনটি ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে ছিলেন ম্যানহাটন বরোর প্রেসিডেন্ট মার্ক লেভিন, নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বার কিথ পাওয়ারস, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হেট ক্রাইমস টাস্ক ফোর্স, এনওয়াইসি অফিসফর দ্য প্রিভেনশন অফ হেট ক্রাইমস (NYC OPHC)।

নিউ ইয়র্কের এশিয়ান আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন (AABANY), চাইনিজ কনসোলিডেটেড বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশন(CCBA), ন্যাশনাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (NAN), ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কালারড পিপল(NAACP), কমিউনিটি সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ (CSI), অ্যান্টি-ডিফেমেশন লীগ (ADL), নিউইয়র্কের ইউনাইটেড ইহুদিআপিল-ফেডারেশন (UJA-ফেডারেশন), এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশন (AAF), নিউ ইয়র্কের মুসলিম বার অ্যাসোসিয়েশন(MuBANY), নিউইয়র্কের ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্ক কাউন্সিল (JCRC), হিস্পানিক ফেডারেশন, মেট কাউন্সিল অফ জুইশ পোভার্টি, ইউনিয়ন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, এমগেজ নিউ ইয়র্ক মেট্রো, মাদার এএমই জিয়ন চার্চ, হোমক্রেস্ট এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

## RoomForRent

আগামি ডিসেম্বর ১তারিখ থেকে Jackson heights-এ 37ave-তে দুই বেডরুম এপার্টমেন্টের ফেমিলি বাসায় একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেওয়া হবে। কিচেন & ওয়াশরুম ব্যবহার শেয়ার। রুমটি দুইজনের জন্য যথেষ্ঠ যায়গা। কর্মজিবী/ছাত্রছাত্রী, স্বামী-স্ত্রী,দুজন ব্যাচেলর(দু-ইজনই পুরুষ অথবা দুইজনই নারী), মা-ছেলে/মেয়ে ইত্যাদি সবাই ওয়েলকাম। ভাড়া ১২০০$+ইউটিলিটি। যোগাযোগ * +1 (929) 671-7168 /9294048146(সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা)

## Office Space for Rent

$2500/Month. Great location. Utility is not included. Address : 198 street and Hillside ave hollis NY. Office building is in 1st Floor on Hillside Ave. Available From December 2023. Only Serious Inquiries. Cell : 9176674610.

## রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড 184 এস্টেট, স্টুডিও এটাচ বাথরুম সহ একটি রুম ভাড়া হবে, একজন অথবা ২ জনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে যোগাযোগ : 718-880-1468

## বাসা ভাড়া

বাসা হবে। জ্যামাইকায় হলিস এভিনিউতে ৩ বেড, ২ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ : 917- 724-3329.

## বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

## বাসা ভাড়া

সম্পুর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ : ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

## সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

২১-২৩-৪৭ স্ট্রিট, ডিটমার্স এভিনিউ, এ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক এ দুইজন বাচেলারের জন্য ১ fi নভেম্বর থেকে ওয়াকিং লেভেল সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। N যোগাযোগ : 347-671-3578

## রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটের 37 Ave আপনা বাজারের কাছাকাছি একজন ছাত্রী/কর্মজীবি মহিলার কাছে রুম ভাড়া দেওয়া হবে।রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ : 347-237-3171

## গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : 646-403-6818

## শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ : 516-814-1931 ঢাকা : +8801712371951

# ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় কোকা-কোলা নিষিদ্ধ তুরস্কে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় তুরস্কের সংসদে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিশ্বখ্যাত কোম্পানি কোকা-কোলা এবং নেসলের পণ্য। আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে পশ্চিমা পণ্য নিষিদ্ধের তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংসদ। এতে বলা হয়েছে, 'যেসব কোম্পানি ইসরায়েলকে সমর্থন দেয় সেসব কোম্পানির পণ্য তুরস্কের সংসদ এলাকার রেস্টুরেন্ট, ক্যাফেটেরিয়া এবং চায়ের দোকানগুলোতে বিক্রি করা হবে না।'

সংসদের স্পিকার নুমান কুর্তুলমুস এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবৃতিতে নিষিদ্ধ কোম্পানিগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে তুরস্কের সংসদের একটি সূত্র জানিয়েছে, কোকা-কোলা এবং নেসলের পণ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং অধিকার কর্মীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স্টপোস্ট এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

সূত্রটি বলেছে, সংসদ স্পিকারের কার্যালয় জনরোষের প্রতি উদাসীন থাকেনি। সংসদের ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁ-গুলোর মেনু থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গাজায় অমানবিক হামলা শুরুর পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে—ইসরায়েলি এবং ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়—এমন পশ্চিমা কোম্পানির পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন অনেকে। সেই আহ্বানের অংশ হিসেবেই তুরস্কের সংসদ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তুর্কি অ্যাক্টিভিস্টরা ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্টে উভয় সংস্থার নাম উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমা সংস্থাগুলোকে তাঁরা ইসরায়েলকে সমর্থক হিসাবে গণ্য করে আসছে।

গত একমাস ধরে গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হাজার হাজার তুর্কি রাস্তায় নেমেছে, সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রতিবাদ করেছে।


## বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

## বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

## বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

## বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে
দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

## রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ:929-321-3450

## এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

## রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

## বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

## বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

## আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

## রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইল ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

## বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min ) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

## সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

## বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

## ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

## লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

## হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

## ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

## ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

## পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

## পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287
(WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

## পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

## হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ )অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

## পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

## পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

## পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6 ) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

## পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

## পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

## পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

## মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

## জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

## ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

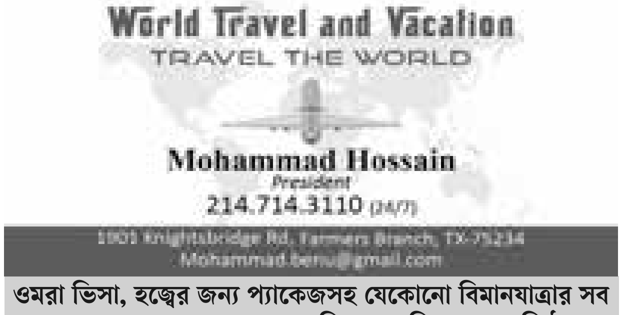


ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

**FOR RENT**

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগঃ 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

**আবশ্যক**

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

**ARMAN CHOWDHURY, CPA**

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

**জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্**

**ট্যাক্স**
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

**ইমিগ্রেশন**
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

**আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস**

**AIR TICKET**

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

**Immigrant Elder Home care LLC**

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

**নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী**

**MATRIMONIAL SERVICE**
NYC REGISTERED

**মাওলানা নজরুল ইসলাম**
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

**MAULANA NAZRUL ISLAM**
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

**JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER**

**সেলস এবং রিপেয়ার**

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | simple | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

**পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক**
**Bangladeshi Foot Specialist**

**DR. SADI ALAM, DPM**

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

**Jamaica Office:** 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

**Hollis:**
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
**Jackson Heights Office:**
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
**Brooklyn Office:**
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

**Ozone Park Office:**
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
**Bronx Office:**
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
**Parkchester Office:**
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

# ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত রাখার আহ্বানের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি’র বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪ নভেম্বর শনিবার ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাঙালি জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্খিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর এটি কার্যকর হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে ডিফেন্স অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম ও কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল) আরিফা রহমান রুমা।

পরে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান: মানবাধিকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রথম সচিব (পাসপোর্ট ও ভিসা) মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন এবং আলোচনায় অংশ নেন মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন।

আবদুল হাই মিলটন তার প্রবন্ধে সংবিধান প্রণয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, সেহেতু জনগণের আকাঙ্খার সর্বোচ্চ দলিল সংবিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন মানবাধিকার সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যে রক্ষাকবচসমূহের ব্যবস্থা করেছে তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক নাগরিক যার যার অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

> রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় সংবিধান দিবসকে বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে বর্ণনা করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন স্বাধীনতার মাত্র ১১ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান জাতিকে উপহার দেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এই পবিত্র সংবিধানকে সমুন্নত রেখে দেশের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার সমাপনী বক্তব্যে জাতীয় সংবিধান দিবসকে বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে বর্ণনা করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান এবং এই পবিত্র সংবিধানকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার মাত্র ১১ মাসের মধ্যে সদ্য স্বাধীন জাতিকে এর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংবিধান উপহার দেন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি।

# ইসরায়েল থেকে সব কূটনীতিক প্রত্যাহারের ঘোষণা দ.আফ্রিকার

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সব কূটনীতিককে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সোমবার গাজার পরিস্থিতি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বেগ ইসরায়েলকে জানাতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খবর টাইমস অব ইসরায়েলের।

দক্ষিণ আফ্রিকার একজন মন্ত্রী খুম্বুদজো এনতশাভেনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তেল আবিবে নিযুক্ত সব কূটনীতিককে প্রিটোরিয়ায় ফিরে যেতে বলা হবে। অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নালেদি প্যান্ডর পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা ফিলিস্তিনি অঞ্চলে শিশু ও নিরপরাধ বেসামরিকদের অব্যাহত হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া নির্বিচারে সবাইকে শাস্তি দিচ্ছে।’

# আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

**সুব্রত চৌধুরী**

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ফুড ব্যাংক এর আয়োজন করা হয়। ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান,মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, আমিন খান ,আবদুল জব্বার,বেলালউদদীন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সমপন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার ফুড ব্যাংক এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

### হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

# সমর্থন করায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইসরায়েল

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন করার জন্য ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ সমগ্র গণতান্ত্রিক দেশের যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪ নভেম্বর শনিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স (টুইটার) প্ল্যাটফর্মে এলি কোহেন পোস্ট শেয়ার করে বলেন, জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে একটি ঘৃণ্য সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্বের যুদ্ধ, যারা আইএসআইএসের চেয়েও নিকৃষ্ট।

৪ নভেম্বর শনিবার এস জয়শঙ্কর টেলিফোনে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেনের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ফোনালাপে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলা এবং দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানে ভারতের অবস্থান ও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জয়শঙ্করও এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে বলেন, ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেনের সঙ্গে কথা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ইসরায়েলি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য তার প্রশংসা করছি। আমরা সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলা এবং দুই রাষ্ট্র সমাধানে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, গাজার চলমান পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি নিশ্চিত করে এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া
ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ। যোগাযোগ: ফোন: 718-574- 5679.

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more
Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG
Please call for Appointment At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm
Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only, 9am-1pm
Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি
True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

# যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের জেল হত্যা দিবস পালন

**শেখ শফিকুর রহমান**

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।

৩ নভেম্বর শুক্রবার রাতে জ্যাকসন হাইটসের মামুন টিউটিরিয়াল হলে

আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি

ড.সিদ্দিকুর রহমান।সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের পরিচালনায় সভার শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকু।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল

হাসান, সহসভাপতি শামসুদ্দীন আজাদ, সহসভাপতি লুৎফুর করিম, প্রবাসী কল্যান সম্পাদক সোলায়মান আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাজী দুলাল মিয়া এনাম, উপ দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক,সদস্য শাহানারা সিদ্দিক, সদস্য জহির আহমদ জহির, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারন সম্পাদক

এমদাদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ, প্রচার ও প্রকাশনা

সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান , সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল, সহসভাপতি হুমায়ুন কবীর, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক সুবল দেবনাথ, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি দুরুদ

মিয়া রনেল, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম

ভূইয়া,নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি আশরাফ উদ্দীন হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জহির উদ্দীন স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র যুব কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সদরুদ্দিন আহমদ,নিউইয়র্ক স্টেট ছাত্রলীগের সভাপতি রায়হান মাহমুদ, আলাব্রামা স্টেট ছাত্রলীগের সভাপতি ফিদা হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা মোঃ সানজিদ হোসেন প্রমূখ।

সভাপতির বক্তব্যে ড.সিদ্দিকুর রহমান বলেন বিশ্বের অনেকের কাছে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন হিংসার কারন হয়ে দাড়িয়েছেন। তার সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত হয়েছে।

# বাংলাদেশে তৈরি ২ লাখ পিস পোশাক ওয়ালমার্টকে ফেরত নিতে বলেছে কানাডা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ওয়ালমার্টকে জর্জ ব্র্যান্ডের ২ লাখ ১৬ হাজারের বেশি পোশাক কানাডার সরকার ক্রেতাদের কাছ থেকে ফেরত নিতে বলেছে। এই পোশাকগুলো বাংলাদেশের গাজীপুরের ইউনিক ডিজাইনার্সের কারখানায় তৈরি। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, এই পোশাক পরলে দম বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

৪ অক্টোবর কানাডা সরকার সে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কানাডা সরকার ক্রেতাদের আহবান জানিয়েছে বিক্রি হয়ে যাওয়া জর্জ ব্র্যান্ডের এসব পোশাক ওয়ালমার্টে ফেরত দেওয়ার জন্য।

কানাডায় পোশাক প্রত্যাহারের বিষয়ে তৈরি পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ৫ নভেম্বর রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, হেলথ কানাডার তথ্যমতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে পোশাকগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এই ভুল বাংলাদেশি প্রস্তুতকারকদের নয়। বাংলাদেশে তৈরি যেকোনো পণ্য স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে তা ক্রেতারা প্রত্যাখ্যান করেন।

# আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজে ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

**সুব্রত চৌধুরী**

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছে। সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি, রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগ ও আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কমিউনিটির সাধারণ মানুষ কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন সহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

# উবার-লিফট ৩২৮ মিলিয়ন ডলার ফেরত দেবে

## চালকদের সাথে প্রতারণা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

লেটিশিয়া জেমস নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল, দাঁড়িয়েছেন নগরের উবার ও লিফট চালকদের পাশে। উবার ও লিফট কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দিন ধরে চালকদের পাওনা অর্থ চুরি করে নিচ্ছিলো। এবার স্বয়ং অ্যাটর্নি জেনারেল সে অর্থ আদায় করে ছেড়েছেন । মোট ৩২৮ মিলিয়ন ডলার আদায় করা হবে এই দুটি রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। এর মধ্য উবার দেবে ২৯০ মিলিয়ন ডলার আর লিফট দেবে ৩৮ মিলিয়ন ডলার।

এটি এ পর্যন্ত নিউইয়র্কে সবচেয় বড় অর্থচুরির সুরাহা বলেই উল্লেখ করেছে নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রেস অফিস। পুরো অর্থ এখন যাবে প্রতারিত হওয়া চালকদের কাছে। তবে একই সঙ্গে আরও আদায় হলো উবার ও লিফট চালকদের অসুস্থতাজনিত ছুটি, ন্যুনতম পে সহ অন্যা সুবিধা।

২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এই ঘোষণা দিয়ে বলেন, উবার ও লিফট দীর্ঘ সময় ধরে চালকদের সঙ্গে এই প্রতারণা করে আসছে। কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে কোম্পানি দুটি নীতির কারণেই চালকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ পাচ্ছেন না। এবং চালকদের পাওনা অন্য সুবিধাগুলো থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। নিউইয়র্ক শ্রম আইনের আওতায় তাদের ন্যয্য অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এ সবেরই সুরাহা করা হলো আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে। আর এর ফলে উবার ও লিফট তাদের প্রতারিত ৩২৮ মিলিয়ন ডলার চালকদের ফেরত দেবে। একই সঙ্গে চালকরা পাবেন সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি, যথাযথ হায়ারিং ও আর্নিং নোটিশ। এছাড়াও চালকদের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। অর্থ প্রতারণা শিকার হয়েছেন এমন উবার ও লিফট চালকরা তাদের পাওনা অর্থ দাবি করতে পারবেন।

ডাক ইমেইল ও টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে চালকদের কাছে এ সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হবে। চালকদের পাঠানো আবেদন ও তথ্য পর্যালোচনা করে তাদের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের মাধ্যমেও এই অর্থের আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

# চুমু খেয়ে ক্ষমা চাইলেন ক্রোয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

চুমুকাণ্ডের পর অবশেষে ক্ষমা চাইলেন ক্রোয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডান গ্রিলিক রাডম্যান। গত ২ নভেম্বর জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকের সময় জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবককে চুমু দিয়ে স্বাগত জানানোর পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন রাডম্যান। সেই সমালোচনার জেরে গতকাল তিনি ক্ষমা চান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটোকো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। গর্ডান গ্রিলিক রাডম্যান বলেন, ‘জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুম্বনের মাধ্যমে অপমান করেছি বলে অনেকে সমালোচনা করছেন। আমি বুঝতে পারছি না এখানে অপমান কোথায়।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ইইউয়ের বৈঠকে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটি গ্রুপ ছবি তোলার জন্য সাংবাদিকদের সামনে জড়ো হন। তখন ক্রোয়েশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবকের সঙ্গে করমর্দনের জন্য এগিয়ে যান এবং হঠাৎ করে সামনে ঝুঁকে বেয়ারবকের গালে চুমু দেন। জার্মান মন্ত্রীও হেসে প্রত্যুত্তর দেন।

# ‘নৌকা মার্কায় সিল মারো’ বলছেন যুবক,

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিডিওটির ৪১ সেকেন্ডে একজনকে ব্যালট পেপারের সবচেয়ে নিচের অংশের নৌকা প্রতীকে সিল মারতে দেখা যায়। এ সময় তাকে বলতে শোনা যায়, 'সিল মারো ভাই সিল মারো, নৌকা মার্কায় মারো।'

ভিডিওটির ৯ সেকেন্ডের পর দেখা যায়, ওই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরত এক সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার (নারী) সামনে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন।

ওই নারী কর্মকর্তা যুবকদের একের পর এক ব্যালট ছিঁড়ে দিচ্ছেন। এক যুবক স্ট্যাম্পপ্যাড থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে কালি লাগিয়ে ছাপ দিচ্ছেন এবং নৌকা প্রতীকে সিল মারছেন। পাশে থাকা আরেক যুবক ব্যালট ভাঁজ করে দিচ্ছেন।

একই ভিডিও ক্লিপে ধারণ করা আরেকটি বুথের দৃশ্যে দেখা যায়, আরেক নারী সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হাসতে হাসতে ব্যালট পেপারের পেছন দিকে সই করছেন। তার সামনে দাঁড়ান পাঁচ-ছয় জন যুবক।

'ব্যালটে সিলের কালি পড়েনি,' এক যুবকের এমন কথায় ওই কর্মকর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'আরে কালি হইছে।'

তার পাশে থাকা যুবকের গলায় নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শাহজাহান আলম সাজুর ছবি সম্বলিত কার্ড ঝুলছে।

কর্মকর্তা দ্রুত একটার পর একটা ব্যালট ছিঁড়ে দিচ্ছেন, আর যুবকরা নৌকা প্রতীকে সিল মারছেন। তখনই এক যুবক বলতে থাকেন, 'সিল মারো ভাই সিল মারো।' আরেক যুবক বলেন, 'নৌকা মার্কায় মারো।'

সেখানে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার উদ্দেশে আরেকজন বলেন, 'আরে আপনে ছিঁড়েন না। ৮-১০টা ছিঁড়া লইন না। ছিঁড়া দিয়া দেন, মাইরা দেই। পরে আপনি লেখেন, আস্তে আস্তে। আপনি ছিঁড়েন ১০-২০টা। আমরা সিল মারি।'

এর পরপর আরেকজন বলে ওঠেন, 'আরে আমি দিমু, ঠাস ঠাস ঠাস।' আরেকজন বলেন, 'আস্তে আস্তে।'

এক মিনিট ২৭ সেকেন্ডের পর ভিডিওটির শুরুর দিকের নারী কর্মকর্তার বুথের চিত্র দেখা যায়। এ দৃশ্যে সেই নারী কর্মকর্তাকে এক নারী পোলিং এজেন্ট সহায়তা করছেন।

তারা ব্যালট পেপার ছিঁড়ে দিচ্ছেন। নৌকার সমর্থকরা ব্যালটের নিচের অংশের 'নৌকা' প্রতীকে প্রকাশ্যে সিল মারছেন। নারী কর্মকর্তাটি ভোটার নম্বর ২৩৯ কি না, জানতে চাইলে নৌকার সমর্থকরা বলেন, 'না ১৩৯।'

এদিকে ফেসবুকে এমন ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, ভিডিওতে ধারণকৃত চিত্রটি আশুগঞ্জ উপজেলার শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের দুটি বুথের।

ভিডিওতে প্রদর্শিত দুজন নারী কর্মকর্তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্য ডেইলি স্টারের এই প্রতিবেদক।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কাছে ওই দুই নারী কর্মকর্তার ছবি পাঠানো হলে, তিনি শাড়ি ও চশমা পরা নারী কর্মকর্তাকে চিনতে পারেন। তিনি বলেন, 'অন্য এক সাংবাদিক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, একজন আমার কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ছিলেন। ছবি অস্পষ্ট হওয়ায় অন্যজনকে আমি চিনতে পারিনি।'

উল্লেখ্য, গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু নৌকা প্রতীকে ৬৬ হাজার ৩১৪ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা কলার ছড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৫৫৭ ভোট।

তবে নির্বাচনে অনিয়মের ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশের পর গত মঙ্গলবার এর ফলাফলের গেজেট প্রকাশ স্থগিত রেখে অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন।

এদিকে, অভিযোগ তদন্ত করতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসি-এসপিকে দায়িত্ব দেওয়ায়, তাদের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা।

# চুপচাপ চলছে ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রচার-প্রচারণা ছাড়া এমন একটি চলচ্চিত্র যুক্তরাষ্ট্রে রিলিজ করায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এ নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।

জানা গেছে,প্যানারোমা নামের মুম্বাই ভিত্তিক একটি পরিবেশক সংস্থার মাধ্যমে সিনেমাটি পরিবেশিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে সর্বত্র। প্যানারোমা উত্তর আমেরিকায় ছবিটির প্রদর্শনী নিয়ে কোন প্রচারণা করেনি।প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে খোঁজ নিয়েও কাউকে এ নিয়ে কথা বলার জন্য পাওয়া যায়নি।প্যানারোমার উয়েভসাইটে থাকা ঠিকানায় এ নিয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে ইমেইল দেয়া হয়।চারদিনেও এ নিয়ে তাদের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকের নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল এ পর্যন্ত নির্মাতা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। যদি প্রচার-প্রচারণাসহ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চলচ্চিত্র রিলিজ দেয়া হত, তাহলে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী চলচ্চিত্রটি দেখার সুযোগ পেত।’ নিউইয়র্কের রাজ্যগুলোতে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী বাস করেন। প্রচার প্রচারণা ছাড়া ছবিটি মুক্তি দেওয়ায় অনেকেই বিষয়টিকে রহস্যেজনক বলে মন্তব্য করেছেন। কেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিল না, তা এখন বিরাট প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্কের মাত্র নয়টি প্রেক্ষাগ্রহে চলচ্চিত্রটি রিলিজ দেয়া হয়েছিল। প্রচারণ-প্রচারণা না থাকায় এগুলোতে এক সপ্তাহের বেশি চলেনি চলচ্চিত্রটি। এতে অনেকের মনেই প্রশ্ন, কারা এমন যেনতেনভাবে এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি দিল? কেনই বা দিল। কারা এভাবে চলচ্চিত্রটি নিউইয়র্কে রিলিজ করল। গণ মাধ্যমগুলোর অনুসন্ধান জানা গেল, কেউই এ ব্যাপারে জানেন না। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি গেল সপ্তাহে নিউইয়র্কের বাইরে ছিলেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউজ ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে র‍্যালি করে চলে যান ফ্লোরিডায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই ব্যাপারটি জেনে বিস্মিত হন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিটু আনাম নামে একজন লিখেছেন, ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার কোন প্রকার প্রচার ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি দেয়া হয়েছে। কে বা কারা এবং কেন এটা করল, কিছুই বুঝলাম না।’

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা চলচ্চিত্রের একমাত্র পরিবেশক ও প্রমোটার বায়োস্কোপ মুভির সহকর্ণধার নওশাবা রশীদ রুবনা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ নিউইয়র্কে রিলিজ দেয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে, বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে মুক্তি দেয়ার কথাবার্তা যখন চলছিল, তখনই দেখা গেল জ্যামাইকা সিনেপ্লেক্সে চলচ্চিত্রটি চুপচাপ প্রদর্শিত হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি, চলচ্চিত্রটি দেখার জন্য দর্শকের ভীড় নেই।’

# গাজায় চিরকালের দখল চায় ইজরায়েল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্রে দাবি করা হয়েছে, কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম তারা গাজা শহরের মধ্যে ঢুকেছে। প্রচুর বাড়িঘর ভাঙতে তারা সক্ষম হয়েছে। আকাশ থেকে গোলাবর্ষনের সঙ্গে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষন চলছে।

গাজার দৃশ্য এখন এইরকম, বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি থেকে মৃত শিশুকে বের করে আনা হচ্ছে, সাদা কাপড়ে মোড়া সার সার মৃতদেহের সামনে এক মহিলার আর্ত কান্না, ইতিমধ্যেই ভিড়ে উপচে পড়া হাসপাতালে এসে পৌচাচ্ছে আরো একদল আহত, এক লিটডার জল পাওয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন মানুষ। খান ইউনিসে একটি বাড়িতে বোমাবর্ষনে মারা গিয়েছিলেন ১১ জন। বেঁচে রয়েছেন আহমেদ আয়েশ। সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, আমরা সাধারণ নাগরিক। তথাকথিত ইজরায়েলের বীরত্ব এমনই যে তারা শিশু, বৃদ্ধদের মেরে বেড়াচ্ছে।

এদিকে প্যালেস্তাইনের পক্ষে অন্যতম সরব কণ্ঠ আহেদ তামিমিকে গ্রেপ্তার করেছে ইজরায়েলের সেনারা। সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের অভিযোগে রামাল্লার কাছে তার বাড়ি থেকে তাকে তুলে নিয়েছে ইজরায়েলী সেনারা। বিশ^ময় তামিমির গ্রেফতারে প্রতিবাদ উঠেছে।

ইজরায়েলের সেনা অধিকৃত প্যালেস্তাইনের ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বাসিন্দা তামিমি বিশে^র নজর কেড়েছিলেন ১৪ বছর বয়সে। তখন তিনি কিশোরী তার দাদাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার মুখে ইজরায়েলী সেনাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আঙুল তুলে। ২০১৭-তে আরেকবার ইজরায়েলী সেনার এমন হানাদারির সময় মেরেছিলেন চড়। তাকে আট মাস কারারুদ্ধ করে রেখেছিল ইজরায়েল।

প্যালেস্তাইনের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের মুখ তামিমি। মেথেলহেমের কাছে জেরুজালেমে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে রুদ্ধ করার বিশাল দেওয়াল তুলেছে ইজরায়েল। সেই দেওয়ালে আঁকা রয়েছে আহেদ তামিমির পেস্টেট।

সোমবার ইজরায়েলের সেনা জানিয়েছে, হিংসা ছড়ানো এবং সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেওয়ার সন্দেহে তামিমিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয়েছে সুরক্ষা বাহিনীর কাছে। এদিকে আহেদ তামিমির বাবা বাসেম আল তামিমিকে ২০ অক্টোবর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইজরায়েলের সেনারা। আজও তার কোনও খোঁজ নেই বলে জানিয়েছেন নরিমান আল তামিমি আহেদ তামিমির মা।

ইজরায়েলের সেনা প্যালেস্তাইনের যে কোনও অ লেই নিজেদের খুশিমতো এমন টহলদারি করে, তুলে নিয়ে যায় বাসিন্দাদের। আন্তর্জাতিক বিধি বা জাতিসঙ্ঘের কোনও বোঝাপড়া না মেনে চলে এই দখলদারি। তার বিরুদ্ধে সরব সক্রিয় যে কোনও অংশকে সন্ত্রাসবাদী বলে দেগেও দেওয়া হয়। ৭ অক্টোবর গাজা ভূখন্ড থেকে হামাসের রকেট এবং প্যারাসুটে হানার ঘটনাকে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র। ৭৫ বছর ধরেই ইজরায়েল এমন দখলদারি চালিয়ে ৯ লক্ষের বেশি প্যালেস্তাইনীয়কে উচ্ছেদ করেছে। প্রতিবাদীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্বময় এই দখলদারি আর প্যালেস্তাইনের জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দাবিতে জনমত জোরালো হয়েছে। ভারত সরকার যুক্তি দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করার জন্য ইজরায়েলের যুদ্ধ অভিযানকে সমর্থন করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে বামপন্থীরা তীব্র প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন কোন সন্ত্রাসবাদ? জাতিসঙ্ঘে পাশ হয়েছিল প্রস্তাব যে প্যালেস্তাইন এবং ইজরায়েল দুটি পৃথক রাষ্ট হবে। আমরা সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে এসেছি। বিশে^র বহু মানুষ এই প্রস্তাবের সমর্থক। ইজরায়েল এই প্রস্তাবকে মানেনি। ৭৫ বছর ধরে প্যালেস্তাইনের জমি দখল করে গিয়েছে ইজরায়েল। ভারত বারবার প্যালেস্তাইনের মানুষের স্বাধীনতা পক্ষে। আমরা ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের এই সমর্থনের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

# আমেরিকা  বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোকাবিলাসহ আরও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

গত মাসেও বাইডেন নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের ব্যবস্থা কয়েক দশক ধরে কার্যকরভাবে বলবৎ থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে এটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বাইডেন বলেন, ‘মার্কিনরা যদি সাহসী হয়ে থাকে এবং আমাদের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল থাকে, তাহলে তারা বিশ্বকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে, যা আগে কেউ দেখেনি।’

বাইডেনের এ বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, ‘এটি অত্যন্ত বিরল এক মুহূর্ত, যেখানে মস্কো পুরোপুরি ওয়াশিংটনের সঙ্গে একমত পোষণ করে।’ তিনি বলেন, ‘সম্পূর্ণ নতুন সব নীতির ভিত্তিতে বিশ্বে ক্ষমতার নতুন বিন্যাস প্রয়োজন।’

পেসকভ বলেন, ‘বাইডেন বোঝাতে চেয়েছেন এমন একটি বিশ্বের কথা, যেখানে সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে। তবে এমনটি আর হবার নয়। রাশিয়া বারবারই বহুপক্ষীয় বিশ্বব্যবস্থার কথা বলে এসেছে।’

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বরাবরই পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে ‘ঔপনিবেশিক পন্থা অবলম্বন’ এবং ‘আন্তর্জাতিক আইনগুলো নিজেদের মতো ব্যবহার’ করার অভিযোগ করে আসছেন।

গত মাসে পুতিন জোর দিয়ে বলেন, ‘অন্যের দোহাই দিয়ে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কারও নেই।’ ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ওয়াশিংটন ইউক্রেনে কয়েক শ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং রাশিয়ার ওপর বেশ কয়েকটি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

চীনের সঙ্গেও উত্তেজনা বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের। এ উত্তেজনার কারণ সম্ভবত তাইওয়ানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন। এ দুটি দেশের মধ্যে আবার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বও চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। চীন তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের (বিআরআই) এগিয়ে নিচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ১৪০টির বেশি দেশ এ প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে।

# বিক্ষোভ-সংঘর্ষে নারী পোশাকশ্রমিক নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একপর্যায়ে শ্রমিকেরা বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে কাঠ ও টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেন। এ ছাড়া বিভিন্ন যানবাহন ভাঙচুরের চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এদিকে শ্রমিকেরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। সকাল ৯টার দিকে শ্রমিক-পুলিশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। রাবার বুলেটের আঘাতে অন্তত ১০ জন শ্রমিক আহত হন। গুরুতর অবস্থায় দুই শ্রমিককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আঞ্জুমান মারা যান।

শিল্প পুলিশ-২ গাজীপুরের পুলিশ সুপার সারোয়ার আলম বলেন, অনুরোধের পরও শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুরের চেষ্টা করেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পরে রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ সময় আহত হয়ে এক শ্রমিক মারা গেছেন।

বিকেলে ফের আন্দোলনে নামেন শ্রমিকেরা। তাঁরা লাঠিসোঁটা নিয়ে নগরীর নাওজোড় এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান শ্রমিকেরা। এ সময়ও পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে। সংঘর্ষে পাঁচজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তাঁরা শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে বিকেলে এপিসি কারের ভেতর রাখা একটি সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিডিয়া) ইব্রাহীম খান। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

নির্ধারিত মজুরি প্রত্যাখ্যান করে গতকাল সকালে সাভারের আশুলিয়ার কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল সড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় পুলিশ কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার পোশাকশ্রমিক সাগর বলেন, ‘বেতন বাড়াতে হবে। এই বেতনে আমরা কাজ করব না। যদি বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা কাজ করব। নইলে আমরা কাজ করব না। সকাল থেকে আমরা বসে ছিলাম কোনো কাজ করিনি।’

ঢাকা শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদ নাসের জনি জানান, কয়েকটি কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করা

# রাষ্ট্রদূতদের সীমা লঙ্ঘন না করার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৮শে অক্টোবর বিএনপি’র মহাসমাবেশের বিষয়ে তাদের চিঠি পাঠানো এবং ব্রিফ করার পরও তাদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া হচ্ছে। সরকার এটাকে চাপ মনে করছে কিনা? আর রাষ্ট্রদূতদের সীমার মধ্যে থাকার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে কোনো ব্রিফিং, ডেকে পাঠানো বা চিঠি দেয়া হবে কিনা? এমন প্রশ্নে শাহরিয়ার আলম বলেন, এটিকে তো আমরা চাপ কখনোই বলি না। অতীতের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ২০১৪ এবং ১৮ সালের নির্বাচনের আগের এবং পরের পরিস্থিতি আমরা জানি। এটা খুবই দুঃখজনক হলেও সত্যি। কিন্তু এবার বিএনপি এবং জামায়াত এবং আরও অনেক রাজনৈতিক দল আছে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশা করে তিনি বলেন, আশা করি বিএনপিও নির্বাচন করবে। জামায়াতের বিষয়টি একটি কারিগরি ও আইনি বিষয় আছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কূটনীতিকদের তৎপরতায় সরকারের অসন্তোষ পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের বা মর্যাদাকর নয়।

বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলোতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন (টিরিবলি ফেইলড) মন্তব্য করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি আরেকটু ক্রিটিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করি। এসব রাষ্ট্রই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রহণযোগ্যতা আছে ৭০ শতাংশ কিংবা তারও বেশি। তো এত ক্রিটিক্যাল! তাদেরই পয়সায় তো চালানো জরিপ! আবার সেই সব রাষ্ট্রে এ সংস্থাগুলো জরিপ করে দেখছে যে তাদের দেশের (যে বা যারা বাংলাদেশের সমালোচনায় মুখর) অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে বলে মনে করছে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ। এমন পরিসংখ্যানও কিন্তু উঠে এসেছে। তো এখানে যে (তাদের) নৈতিক ভিত্তি (মোরাল গ্রাউন্ড) নেই, সেটা পরিষ্কারভাবেই বলা যায়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি তারপরও বলবো নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা প্রায় হয়েই যাবে যেকোনো সময়ে। বিএনপি’র ভাষায় এটা তাদের আন্দোলনেরও চূড়ান্ত মুহূর্ত। সুতরাং এই সময়ে তাদের (বিদেশি রাষ্ট্রদূত) একটু ধৈর্য ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রদূত যারা আছেন তারা আমাদের অতিথি। তারা যদিও ভিয়েনা সনদ মানেন না। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমি অনুরোধ করবো সকলকে তারা যেন আমাদের কাজে সহায়তা করেন। তাদের এমন কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। আমরা কথা বলি দায়িত্ব নিয়ে। এবং আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের (রাষ্ট্রদূতদের) ব্যত্যয়গুলো ধরিয়ে দেয়ার। তাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করার। কিছুতে সমস্যা হলে আলোচনা করার। আমরা প্রক্রিয়াটা জানি। কিন্তু একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা কিন্তু এ বিষয়গুলো পরিষ্কার বুঝবেন না বা জানবেন না। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোনো রাষ্ট্রদূতই যত সীমা লঙ্ঘন করুক না কেন, আমি জানি যে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা জটিল কিন্তু সবার আচরণ কথাবার্তা প্রতিক্রিয়া এমনকি লেখালেখিও একটু সহনীয় হওয়া প্রয়োজন আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের শুনানিতে অধিকারের কোনো তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করবে না বাংলাদেশ। নিবন্ধনহীন এই এনজিও’র সরবরাহ করা কোনো তথ্যের রেফারেন্স দিয়ে জাতিসংঘ অধিবেশনে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বাংলাদেশ তার জবাব দিতে বাধ্য নয়। তবে অন্যদের তথ্যকে স্বাগত জানাবে ঢাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বৃটেনের টাইম ম্যাগাজিনের যে প্রচ্ছদ রচনা করেছে তার ইতিবাচক অংশগুলো সরকার গ্রহণ করবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ওই প্রতিবেদনে কিছু অসত্য তথ্যও রয়েছে। এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সময় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্-এর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে সরকারের তরফে কোনো অভিযোগ করা হয়েছে কিনা? জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, না, এমন কোনো কিছু আমার জানা নেই।

# আমেরিকার মুসলমানরা এবার কোন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করছে। সর্বত্র প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনায় সোচ্চার হতে দেখা গেছে লোকজনকে।

আমেরিকার মুসলমানরা ক্ষুব্ধ, নিজেদের বঞ্চিত এবং প্রতারিত মনে করছেন বাইডেন প্রশাসনের কাছ থেকে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনেই মুসলমানদের উপর আমেরিকায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। আসছে নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী এখনও ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, নির্বাচিত হলে মুসলমানদের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা তিনি আবারও আরোপ করবেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনে আবার দাঁড়াবার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন জো বাইডেন। ডেমোক্র্যাট দলের অন্য কোনো প্রার্থী আলোচনায়ও নেই। ৭ অক্টোবর হামাস কর্তৃক ইসরাইলে হামলার পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলে আসছেন, ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। আত্মরক্ষার অধিকারের নামে ইসরাইলের হামলাকে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে একতরফা সমর্থন করা হচ্ছে। প্রতিদিন ফিলিস্তিনি নারী শিশু হত্যার শিকার হচ্ছে। হাসপাতালে হামলা হচ্ছে। বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে নিউইয়র্কে টানা প্রতিবাদ চলছে। এসব প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধানত মুসলমানদের উপস্থিতিই বেশি। তারা বলছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামই নির্বাচনে তাঁর ভাগ্য তিনি নিজেই নির্ধারণ করে ফেলেছেন। অনেকেই স্পর্শকাতরতার কারণে নিজেদের নাম উল্লেখ না করেই বলছেন, কোন অবস্থাই ২০২৪ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনকে তারা সমর্থন জানাবেন না। এ মন্তব্যের সাথে উঠে আসছে উইক্রেণ যুদ্ধের বিষয়টিও। উইক্রেণ যুদ্ধকেও অনেকে ' বাইডেনের যুদ্ধ' বলে মনে করেন। উদারনৈতিক, মানবতাবাদী আমেরিকানরা সবসময়ই যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিপক্ষে।

পেনসিলভেনিয়ার একজন মুসলিম ভোটার আমীরা আল জাহারানি। তিনি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে তার কোনও উৎসাহ নেই। আমীরা বলেন, কোনো অবস্থায়ই তিনি বাইডেন, কমলা বা ট্রাম্পকে ভোট দেবেন না। তৃতীয় প্রার্থী হিসেবে মাঠে নামা উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী কর্নেল উয়েস্টকে তিনি ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। এমন বক্তব্য শুধু আমীরার নয়, আমেরিকার অসংখ্য নাগরিক সংগঠন, মানবতাবাদী নাগরিক, এমনকি এরমধ্যে ইহুদি মানবাধিকার কর্মীরাও রয়েছেন। যারা আসছে নির্বাচন নিয়ে একই অভিমত পোষণ করেন।

মিশিগানের ডিয়ারবন এলাকায় আমেরিকার সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করেন। অল্প ভোটের ব্যবধানে গত নির্বাচনে ট্রাম্পকে মিশিগানে হারিয়েছিলেন বাইডেন। ডিয়ারবন এলাকায় প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সভা সমাবেশ হচ্ছে। সেখানকার মুসলমানরা বলছেন, আসছে নির্বাচনে তারা জো বাইডেনের পক্ষে নেই। তারা ট্রাম্পকেও ভোট দেবেন না। এদের অনেকেই হয়ত ভোটই দেবেন না। দিলেও কর্নেল উয়েস্টের মতো তৃতীয় কোন প্রার্থীর বাক্সে পড়বে এসব প্রতিবাদী ভোট। মুসলমানদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া এবং তৃতীয় কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার সুবিধা পাবেন ট্রাম্প। যাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে মনে করা হতো, মুসলিম আমেরিকান ভোট ব্যাংক এভাবেই ফুটো হয়ে গেছে ডেমোক্র্যাটদের জন্য।

২০২০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মুসলমান আমেরিকানদের ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক্সিট পোলের হিসেব অনুযায়ী ট্রাম্প পেয়েছিলেন মাত্র ৩৫ শতাংশ মুসলমানদের ভোট।

২০২৪ সালের নির্বাচনে মাঠের অবস্থা টের পেয়েই সম্ভবত গত সপ্তাহে বাইডেনের প্রচারণা ব্যবস্থাপক জুলি রডরিগেজ বলেছেন, চরম রক্ষণশীল মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন রিপাবলিকানরা শক্ত হয়ে আসলেও তা মোকাবেলা করার প্রত্যুতই নিয়েই তারা নির্বাচনি মাঠে থাকবেন। তিনি যোগ করেন, আগামই নির্বাচন হবে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধু মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেননি। তার মেয়াদে মুসলমানদের আমেরিকায় অভিবাসন কঠিন করার নানা ফন্দিফিকির তিনি করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পই মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করেছেন, জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। এ নিয়ে আমেরিকার মুসলমানসহ আরব দেশগুলো তাঁর উপর ক্ষুব্ধ রয়েছে।

এসব বিবেচনার পরও ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের ক্রমাগত হামলা পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপর থেকে আমেরিকান মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বাস্তবতাকে এখন মোকাবেলা করতে হবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে।

নতুন জরিপে দেখা গেছে আরব আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের জনপ্রিয়তা এখন ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। জরিপকারী প্রতিষ্ঠান দা আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউট বলেছে, গত ২৬ বছরের ইতিহাসে এমন সমর্থন সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন রাজ্যে মুসলমান আমেরিকানরা এখন প্রকাশয়েই বলছেন, আমেরিকার কোন দলের কাছেই মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয় নেই। একক সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্টি হিসেবে মুসলিম আমেরিকানরা এখনও কোন বর রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু আমেরিকার নির্বাচনি পদ্ধতিতে , বিশেষ করে ইলেক্টরাল ভোটের প্যাঁচে , কোন কোন রাজ্যে সামান্য কয়েক হাজার ভোটই নির্বাচনের দৃশ্যপট পাল্টে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রায় ১১ লাখ মুসলমান আমেরিকান ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। এসব ভোটের অধিকাংশই গিয়েছে ডেমোক্র্যাটদের বাক্সে। মুসলমানরা এখন নিজেদের আর কোন দলের ভোট ব্যাংক হিসেবে মনে করে না, বিশেষ করে যুব বয়সীদের মধ্যে এমন মনোভার আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে।

ভোট না দিয়ে বসে থাকার মানেও রাজনীতির মূল শ্রোতধারা থেকে ঝরে পরা। এমন বাস্তবতায় আমেরিকার ভোটাররা কর্মকৌশল ঠিক করছেন, যাতে অন্যান্য উদারনৈতিক জনগোষ্টিকে নিয়ে রাজনীতিবিদদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেয়া। এ বার্তা নিজেদের বঞ্চিত মনে করার বার্তা, এ বার্তা আমেরিকান মুসলমানদের মনোভাবকে অবজ্ঞা করার বার্তা। আপাতত কঠিন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমেরিকান মুসলমানরা রাজনীতিতে তাদের করণীয় নিয়ে চরমভাবে ভাবিত বলেই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে।

# একদিন ফিরিয়ে দিতে পারব স্বাধীন-মুক্ত ফিলিস্তিন

**জেরেমি করবিন**

আল-শাতি শরণার্থীশিবিরে আমি শেষবার গিয়েছিলাম ২০১৩ সালের প্রথম দিকে। গাজার উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত শরণার্থীশিবিরটি ‘বিচ ক্যাম্প’ নামে পরিচিত ছিল। সেখানে ফল ব্যবসায়ীরা নানা রঙের ছাতার নিচে বসে ফল বিক্রি করতেন। বিড়ালগুলো সরু গলির মাঝখানে ঘুমাত। শিশুরা দড়িলাফসহ নানা ধরনের খেলাধুলা করত।

নাকবাতে সাড়ে ৭ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোর করে বাস্তুচ্যুত করার পর ১৯৪৮ সালে বিচ ক্যাম্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে শিবিরে প্রায় ২৩ হাজার শরণার্থীকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সাত দশকে এই সংখ্যা ৯০ হাজারে পৌঁছায়। মাত্র শূন্য দশমিক ২ বর্গমাইল জায়গার মধ্যে এত মানুষ থাকত।

গাজার জনগণ ১৬ বছর ধরে অবরোধের মধ্যে বসবাস করছে। ইসরায়েল দখলদারি বজায় রাখতে গাজার ভেতরে ও বাইরে যা আছে এর বেশির ভাগই নিয়ন্ত্রণ করছে। বিচ ক্যাম্পও আলাদা কিছু ছিল না। সেখানকার লোকেরা বেঁচে থাকার জন্য ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সির সাহায্য এবং পরিষেবার ওপর নির্ভর করত। এসব পরিষেবার মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি স্কুল ভবন ছিল।

বিচ ক্যাম্পের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। আমাকে স্কুলটির ছাদে উঠতে দেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে আমি একপাশে ইসরায়েলের বেড়া দেখতে পেয়েছিলাম। সমুদ্রে বেশ কয়েকটি ইসরায়েলি টহল নৌকা দেখেছিলাম। পরে জেনেছি, এসব নৌকা ফিলিস্তিনি জেলেদের ছয় নটিক্যাল মাইলের বেশি যেতে দিত না।

স্কুলটি চালাতেন কয়েকজন অনুপ্রেরণাদায়ী ও কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষক, যাঁদের দর্শন ছিল আবিষ্কার, সংগীত, থিয়েটার এবং শিল্পের জন্য একটি শান্ত পরিবেশ তৈরি করা। কয়েকজন ছাত্র আমাকে তাদের কাজ দেখিয়েছিল। তাদের ড্রয়িং খাতায় অনেক বিমান, বেড়া ও বোমার ছবি আঁকা ছিল। তবে অন্যান্য জিনিসও তারা এঁকেছিল: তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন ও বন্ধুদের ছবি। স্পষ্টতই, সব শিশু ট্রমায় ভুগছিল, তবে তাদের শেখার, ভাগ করে নেওয়া এবং খেলার ইচ্ছাও ছিল।

দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের ভয়াবহ হামলার দুই দিন পর গত ৯ অক্টোবর বিচ ক্যাম্পে ইসরায়েলি বিমান হামলার খবর পাওয়া যায়। তবে বিচ ক্যাম্পে এটাই প্রথম হামলা ছিল না। ২০২১ সালের মে মাসে এই ক্যাম্পে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যাদের মধ্যে আটজনই ছিল শিশু। শুধু ৯ অক্টোবরই নয়, তিন সপ্তাহে বিচ ক্যাম্পকে বারবার লক্ষ্যবস্তু করেছে ইসরায়েলি সেনারা।

যখন আমি গাজায় বোমা হামলার খবর শুনি, তখন বিচ ক্যাম্পের সেই স্কুলের কথা ভাবি। আমি জানি না এটি এখনো আছে কি না। আমি জানি না, ওই শিশু ও শিক্ষকেরা বেঁচে আছেন কি না। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ২৩ লাখ জনসংখ্যার এই ছোট্ট উপত্যকায় ২৫ হাজার টন বোমা ফেলেছে। তারা বেসামরিক মৃত্যু এড়াতে চেষ্টা করছে তা কিন্তু নয়। গাজায় ইতিমধ্যে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার।

যারা বেঁচে আছে, তাদের বেঁচে থাকার মৌলিক জিনিস—পানি, জ্বালানি, খাদ্য এবং চিকিৎসা সবই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অ্যানেসথেশিয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করছেন চিকিৎসকেরা। মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের বিদ্যুৎ ফুরিয়ে যাওয়া ইনকিউবেটরে বেঁচে থাকার লড়াই দেখছেন। মানুষ বাধ্য হচ্ছে সমুদ্রের পানি পান করতে। ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

তবে ইসরায়েলে চালানো হামাসের হামলারও নিন্দা জানানো উচিত। ওই হামলায় ১ হাজার ৪০০ ইসরায়েলি নিহত হন। একটি গানের কনসার্টে ওই হামলা চালানো হয়। যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই সেখানে গান শুনতে গিয়েছিলেন। তাঁরা জুয়েলারি ডিজাইনার। তাঁরা কারখানার শ্রমিক। তাঁরা শান্তির প্রচারক। তাঁদের পরিবার যে কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করছে তা চিরকাল থাকবে।

তবে এ ঘটনা ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণকে ন্যায্যতা দিতে পারে না; যা তারা করেনি এমন জঘন্য অপরাধের জন্য শাস্তি পাচ্ছে। আমাদের শান্তির জন্য কণ্ঠস্বর দরকার। উল্টো বিশ্বব্যাপী রাজনীতিবিদেরা ইসরায়েলি সরকারকে আত্মরক্ষার নামে ফিলিস্তিনি জনগণকে অনাহারে রাখার ও হত্যা করার সবুজ সংকেত দিয়ে চলেছেন।

গাজার প্রতিটি মানুষের একটি নাম ও একটি মুখ আছে; আমরা ইনকিউবেটরে শিশুদের জন্য যেমন গভীরভাবে শোক করি, ঠিক তেমনি মধ্যবয়সী পুরুষদের জন্য শোক করি, যাঁরা রাস্তা পার হতে গিয়ে নিহত হন। যা-ই হোক না কেন, আমরা সুন্দর, সৃজনশীল জীবন চুরির শোক করছি। শিল্পী, যাঁদের আঁকা আমরা কোনো দিন দেখব না। গায়ক, যাঁদের গান আমরা কখনো আর শুনব না। লেখক, যাঁদের বই আমরা কখনোই পড়ব না। রাঁধুনি, যাঁদের বানানো কুনাফা আমরা কখনোই খাব না। শিক্ষক, যাঁদের কাছ থেকে কোনো শিক্ষাই আমরা কখনো পাব না।

আমরা শুধু গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছি না। আমরা একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতি, একটি পরিচয় এবং একটি জাতিকে মুছে ফেলা দেখছি। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী গণহত্যাকে সংজ্ঞায়িত করেন। গণহত্যা মানে শুধু গণহারে মানুষ হত্যা নয়। গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা, জন্ম রোধ করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া বা জোর করে শিশুদের স্থানান্তর করাও গণহত্যা বলে বিবেচিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট জাতিকে বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

২ নভেম্বর জাতিসংঘের সাতজন বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার বলেছেন, ‘তাঁরা নিশ্চিত যে ফিলিস্তিনি জনগণ গণহত্যার গুরুতর ঝুঁকিতে রয়েছে।’ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের অফিসের পরিচালক ক্রেগ মোখিবারের পদত্যাগের পর ওই সাতজন র‍্যাপোর্টিয়ার এ মন্তব্য করেন। ক্রেগ মোখিবার গাজার ভয়াবহতাকে ‘পূর্বপরিকল্পিত গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছিলেন। মোখিবার নিজের পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন, আরব জাতি হওয়ায় ফিলিস্তিনি জনগণকে পাইকারি হারে হত্যা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে পশ্চিম তীরে ক্রমাগত বাড়িঘর দখল করা হচ্ছে। তিনি ইসরায়েলি সরকার ও সেনাবাহিনীর নেতাদের উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট বিবৃতি তুলে ধরেন।

তবে ক্রেগ মোখিবার একটি বিষয় উল্লেখ করেননি। তিনি ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরের কথা উল্লেখ করতে পারতেন, যিনি পোস্ট করেছিলেন যে ‘যতক্ষণ হামাস তার হাতে জিম্মিদের মুক্তি না দেয়—তা হলে গাজায় একমাত্র জিনিস প্রবেশ করবে আর তা হলো, বিমানবাহিনী থেকে কয়েক শ টন বিস্ফোরক, এক আউন্স মানবিক সাহায্য তারা পাবে না।’ মোখিবার ইসরায়েলের ক্ষমতাসীন লিকুদ পার্টির একজন এমপি গ্যালিট ডিস্টেল অ্যাটবারিয়ানের কথা উল্লেখ করতে পারেন, যিনি গাজাকে ‘পৃথিবীর মুখ থেকে মুছে ফেলার’ আহ্বান জানিয়েছিলেন।

গণহত্যা একটি শব্দ, যা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। শব্দটির একটি আইনি সংজ্ঞা, একটি আইনি ভিত্তি এবং আইনি প্রভাব রয়েছে। সে জন্য, যখন এই ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আমাদের গণহত্যা সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আমাদের উঠে বসে শোনা উচিত। আর সে কারণেই আমাদের অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দরকার, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জরুরি তদন্তের পর। যুদ্ধবিরতি আনতে যত দিন লাগবে আমরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাব, জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে, গাজা অবরোধ বন্ধ করতে, আর দখলদারির অবসান ঘটাতে। আমরা এই দাবিগুলো করি, কারণ আমরা জানি কী ঝুঁকিতে রয়েছে ফিলিস্তিনি জনগণের কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও দয়া।

আমার মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমরা একটি খাদ্য-উৎপাদন প্রকল্প অতিক্রম করেছিলাম। প্রকল্পটি সাবেক ইসরায়েলি বসতির ৫০ হেক্টর জমি কিনেছিল। পরে তারা চলে গেছে। আর তাদের সব ভবন ধ্বংস করে গেছে। এই ধ্বংসাবশেষের ওপর ফিলিস্তিনিরা একটি সমবায় খামার তৈরি করেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, শিগগির সেখানে জলপাই ও অন্যান্য ফল উৎপাদন করা হবে।আমি এই জলপাই আর ফল জন্মানোর আশা ছেড়ে দেব না। গাজার মানুষ আমাকে তাদের আনন্দ, সহানুভূতি এবং মানবতা দেখিয়ে দিয়েছে। আশা করি, আমি একদিন তাদের সব ফিরিয়ে দিতে পারব—একটি মুক্ত ও স্বাধীন ফিলিস্তিনে।

(আল-জাজিরা থেকে অনূদিত)

# আধুনিক সামন্তবাদ, বিদূষকগণ এবং ভূমিদাস ও মজুরেরা

**কাকন রেজা**

মধ্যযুগে ইউরোপে যে প্রথার সৃষ্টি হয়েছিলো, জমি যার শাসন তার। অর্থাৎ ভূমিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যাকে বলা হয় সামন্তবাদ। যেটা আমাদের এখানে এক সময় ছিলো জমিদারতন্ত্র। এর আগে রাজতন্ত্র। শক্তি দিয়ে ভূমি দখল করতে যে পারলেন সে রাজা। কিন্তু আধুনিক এই সময়ে বাতিল সেই রাজতন্ত্র এবং সামন্তবাদ কী আবার নতুন করে ফিরে আসছে না। জোর যার জোত তার, এমন কথা অনুচ্চারিত থাকলেও অশ্রুত কি?

সামন্তবাদে প্রজাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। তার স্রেফ মজুর। কাজ করবে, ফসল ফলাবে, তার মূল অংশ দিয়ে দিতে হবে সামন্ত প্রভুদের। যারা ফসল ফলায় তাদের বলা হতো ভূমিদাস। যারা কাজ করে তাদের মজুর। নাগরিক অধিকার বলতে কিছু ছিলো না। ছিলো না নিজেদের শাসক পছন্দ করে নেবার অধিকার। লেঠেলদের উপর ভর করে টিকে থাকতো সামন্ততন্ত্র এবং তার তন্ত্রীরা। এই আধুনিক বিশ্বেও অনেক দেশে অবস্থা এখনো তাই। এখনো সেখানে চেপে আছে সামন্তবাদ। গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে নাগরিক আর রাষ্ট্রের মূল সম্পর্ক হলো নিজের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালক নিজেদের বেছে নেয়ার ক্ষমতায়। কিন্তু অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে মানুষের অধিকার নেই, নিজেদের পছন্দের রাষ্ট্র পরিচালক বেছে নেয়ার। উত্তর কোরিয়ার কথা সবাই জানে। জানে বেলারুশ, কম্বোডিয়া কিংবা আমাদের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের কথা। এসব দেশে এখনো প্রচলিত সামন্তবাদী শাসন, অর্থাৎ লেঠেলরা যার পক্ষে সেই শাসক। নাগরিক সেখানে প্রজা, ভূমিদাস অথবা দিনমজুর। তাদের নিজস্ব মত প্রকাশের কোনো ক্ষমতা নেই। নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো প্রতিফলন নেই। অর্থাৎ এসব রাষ্ট্র মধ্যযুগে আছে এখনো। আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসব রাষ্ট্রের শাসকদের অনিহা, তারা লেঠেলদের উপরই ভর করে টিকে থাকতে চায়।

এখন আসি আধুনিক রাষ্ট্র কী সে ব্যাপারে। নেদারল্যান্ডসের কথা বলি। সুখী দেশের তালিকায় তারা আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার সূচকে তারা আছে। রয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও। আছে প্রতিটি নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নিশ্চিত করাতেও। না, তাদের আহামরি কোনো স্থাপনা নেই। তাদের শহরে দিকে তাকালে তাদের স্থাপনায় পুরানো ঐতিহ্যই চোখ জুড়িয়ে দেয়। তারা কংক্রিটের জঞ্জাল তৈরি করার চেয়ে মানুষকে সুখী রাখার কাজটা আগে করেছে। রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে কল্যাণ রাষ্ট্রে। সেখানে হঠাৎ করে কেউ আলাদিনের চেরাগ পায় না। হঠাৎ করেই রাষ্ট্রের টাকা চুরি করে ধনী হওয়ার কোনো প্রক্রিয়া সেখানে নেই। সেখানে প্রতিটি ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে হয়। সেখানে দামী গাড়ির প্রতিযোগিতা নেই। মানুষ সাইকেলে চড়তেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। উইকিপিডিয়ায় যদি যান, দেখবেন সেখানে বলা আছে, 'নেদারল্যান্ডস একটি উদার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র যেখানে সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে বা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা এবং পরিবহন অবকাঠামো ব্যবহারের সুবিধাসহ আরও বহু ধরনের সামাজিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে।' বুঝুন অবস্থা। আর নব্য সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে তাকান এমনকি আমাদের দিকেও। এমন ব্যবস্থা কি রয়েছে এসব রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য? পরিষ্কার জবাব, নেই। নেদারল্যান্ডসও কিন্তু একটি ঘনবসতির দেশ। যে দেশটি রোমান ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। কিন্তু সে অবস্থা কাটিয়ে তারা এখন বিশ্বের কল্যাণ সূচকে সেরাদের সারিতে। এর একটা মাত্রই কারণ সেখানে জবাবদিহিতা রয়েছে। লেঠেলদের আধিপত্য নেই। মানুষ তার রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালক বেছে নিতে পারে।

একটা দেশ কতটা উন্নত হলে সেখানে আইনিকাঠামো থেকে মৃত্যুদণ্ডকে বাদ দেয়া হয়। নেদারল্যাণ্ডে তাই হয়েছে। আর সামন্তবাদে আক্রান্ত দেশগুলিতে দণ্ড দিতে আদালত লাগে না, আধুনিক লেঠেলরা যেখানে সেখানে গুলি করে নাগরিকদের হত্যা করে। তারা অবশ্য নাগরিক ভাবে না, ভাবে জমিদারদের অধীনে থাকা প্রজা, ভূমিদাস কিংবা মজুর। আন্দোলরত শ্রমিকদের গুলি করে হত্যাও তাই। উদাহরণ হিসেবে আমাদের পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনের কথাও বলা যায়। সেই সামন্তবাদী মানসিকতার ফল। অথচ নেদারল্যান্ডের মতন কল্যাণরাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এমনটা হলে, সেই গুলি করে হত্যার বিচার হতো। মানুষ হত্যা, সে যেই করুক না কেন, তার বিচার হওয়াটা বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আবশ্যিক। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা কোনো অজুহাত হতে পারে না। একটু সরল উদাহরণ দিই। একটা লিফটে একজন মানুষ আটকা পড়ে আছেন, এখন দামি লিফটা ভেঙে তাকে বের করতে হবে। অর্থাৎ লিফটের দাম সেই মানুষটার প্রাণের মূল্যের চেয়ে বেশি নয়। ধরে নিন একজন মানুষ ইচ্ছাকৃত ভাবে একটা ভবনের কাচ ভেঙে ফেলছে, ভাংচুর করছে, তাকে কি গুলি করে হত্যা করা আইন অনুমোদন করে? নিশ্চিত করে না। আধুনিক বিশ্বের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলিতে একটা লোক বাঁচাতে প্রয়োজনে যদিবিশতলা বিল্ডিংও ভেঙে ফেলতে হয়, তারা ভেঙে ফেলবে। সুতরাং এখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর মানুষের জীবনের আনুপাতিক প্রশ্ন তোলা স্রেফ চালাকি মাত্র। কোনো সম্পদই একজন মানুষের প্রাণের সমান নয়। নিরস্ত্র মানুষকে হত বা আহত করা সশস্ত্রদের পক্ষে অপরাধ। একটা বাঁশের লাঠির বিপরীতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তেমনি অপরাধ। অথচ আধুনিক সামন্তবাদে এমন অপরাধ হরহামেশাই চলছে। বিক্ষোভ দমনের নামে মানুষকে গুলি করে হত বা আহত করা হচ্ছে। অজুহাত তোলা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার। এই অজুহাত যে কতটা ফালতু তা সামান্য বিশ্লেষণেই বোঝা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ করাটাই সামন্তবাদের ক্ষেত্রে মুশকিল। সামন্তবাদ কাকে বলে তা দেখা গেছে সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায়। 'ভরপেট নাহি খাই, রাজকর দেয়া চাই। বাকি রাখা খাজনা মোটে ভালো কাজ না। কম খাই নাহি খেদ, বেশি খেলে খেলে বাড়ে মেদ। বিদ্যা লাভে লোকসান, নাই অর্থ নাই মান।' হীরক রাজার পালিত বিদূষকের 'বাণী' এগুলো। হীরক রাজায় তো এক বিদূষককে দেখা গেছে, আধুনিক সামন্তবাদীদের বিদূষক পালন প্রকল্পই রয়েছে। নানা কৌশলে এসব বিদূষকদের পালন করা হয়। তারাই মূলত রক্ষা করে আধুনিক হীরক রাজাদের। তারা নানা ন্যারেটিভ তৈরি করে নাগরিকদের চাওয়া পাওয়ার বিরুদ্ধে। যার শেষ কথা হলো সেই হীরক রাজার বিদূষকের মতই, 'যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান'। আধুনিক সামন্তবাদে রাজাদের বিপরীতে প্রজাদের প্রাণ এমনতরই সস্তা।

# শ্যামল দেশের শ্যামল রঙ নারীরা

সোনিয়া কাদের

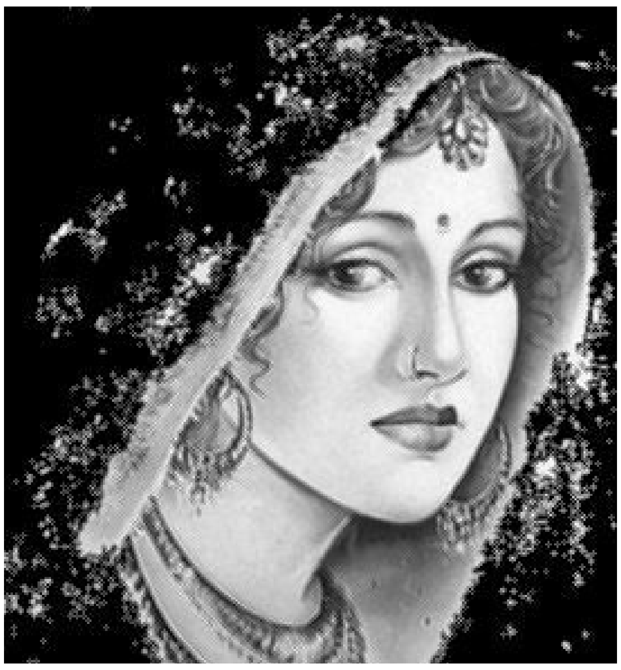

মেট্রোনর্থের Dobbs Ferry ষ্টেশন থেকে মহিলাটি ট্রেনে উঠলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঐশীর পাশের আসনে বসলেন । মেট্রোনর্থের সুপরিসর কামরা জুড়ে শ্যানেল-নাইন পারফিউমের সুবাস ছড়িয়ে পড়লো। তেরছা চোখে ঐশী একপলক তাকালো, কালো পেন্ট, লাল কোটের ভিতরে গ্রামীণ চেকের মতো চেক-শার্ট, চকচকে কালো জুতা, লাল নেলপলিশ, লিপষ্টিক ঢেউ খেলানো ব্রাউন ববকাট চুল। এমন স্টাইলিশ বেশবাশে মধ্যবয়সী বাঙ্গালি রমনী, বুঝার উপায় নেই। সানগ্লাসটা চুলের উপর তুলে দিতেই ঐশী কিছুটা বিস্ময়বোধ করলো। তার মনে পড়ে গেল, কবি ওমর আলীর কবিতা, "এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি / সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হরিনীর মতো/ মায়াবী উচ্ছ্বাস দুটি চোখ তার সমস্ত শরীরে.."

মেট্রোনর্থের সুপরিসর কামরায় সুনশান নীরবতা। যাত্রী

মোটামুটি অনেক। কারো চোখ পাশেপাশে সমান্তরালে হাঁটতে থাকা হাডসনের মোহময় জলে। রোদেভাসা দিনে আকাশে সাদা ধূসর মেঘ ময়ূরপেখম মেলে নিজের সৌন্দর্যে নিজেই মুগ্ধ।এমন সুন্দর দৃশ্য শুধু অনুভবের শুধু চোখ দিয়ে পান করার। প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ ঐশীর চোখ হোঁচট খেল পাশ্ববর্তী হাতের বাংলা বইতে 'ছেলেদের মেয়েদের স্নানের শব্দ।' বইটির লেখক জাফর আহমদ রাশেদ। সম্ভবত এটি কবিতার বই। একসময় ঐশীও সময় পেলেই কবিতা পড়তো। বইটির প্রতি ঐশীর কৌতুহল বেড়ে গেল।

নিজেদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার খবরে ঐশীর মাথাব্যথা না হলেও, মনে ব্যথা অনুভব করে । আবার ইদানিং স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনে বিপন্ন মানবতা, মানুষের প্রতি মানুষের চরম নির্মমতায় ঐশী বিপন্নবোধ করে। ইসরাইলি আগ্রাসনে, রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধে অগণিত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। এতিম হওয়া, বিধবা হওয়া, পঙ্গু হওয়া এবং নিঃস্ব হওয়া মানুষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে। এসব দেখলে ঐশীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, খাওয়া গলাধঃকরণ করতে কষ্ট লাগে। তাই এই সংক্রান্ত খবর সযত্নে সে এড়িয়ে চলে। যদিও ফিলিস্তিনে নির্মম হত্যাযজ্ঞ বন্ধের জন্য দু'তিনটি গণপ্রতিবাদে সেও দাঁড়িয়েছিল প্লাকার্ড হাতে। কিছু কষ্টের স্মৃতি যখন ভোরবেলাকার মোরগডাকের মত মনের মাঝে ডেকে উঠে, তখন প্রায়শই চালতাফুলের কষে হৃদয়ের ক্ষত ধুয়ে নিতে ঐশী ছুটে প্রকৃতির সান্নিধ্যে। অথৈ সবুজের ছায়ায় নদী বা সমুদ্রতীরে বসে চলমান জলে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে যাপিতজীবনের একাকিত্ব।

চাঁদের মতো দূরের আকর্ষণ সর্বদাই ঐশীকে হাত ইশারায় ডাকে। সেই ডাকে সে প্রায়ই সাড়া দেয়। নিঃসঙ্গ ছুটির দিনগুলো তাকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দেয়। বেশি মানুষের সঙ্গও তার অসহ্য লাগে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেই আজ ট্রেনে New York to Poughkeepsi বেড়াতে যাওয়া।

-Please don't mind, can i ask a question?

-Sure.

-Are you Bangali?

হ্যাঁ মা! আমি বাঙ্গালি এবং বাংলাদেশি।

ঐশী অনেকদিন বাংলায় কথা বলেনি বা সরাসরি কারো মুখ থেকে কাছে বসে বাংলা কথাও শুনেনি। তার বতর্মান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কাজের জায়গায় কারো সাথে বাংলায় কথা বলার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

ভদ্রমহিলার স্নেহ জড়ানো 'মা' ডাকে ঐশীর ভেতরে বাংলায় কথা বলার যে তৃষ্ণা এতদিন বরফের মত জমাট বেঁধে ছিল তা প্রবলবেগে বেরিয়ে আসতে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। ঐশী মনে করতো অতিমাত্রায় দুঃখ শোকে তার ভিতরের অশ্রুনদী শুকিয়ে কটকটে হয়ে গেছে। কিন্তু আজ এই মহিলার মা ডাকের প্রতিক্রিয়ায় নিজের আবেগ ও চোখভর্তি অশ্রু অনুভব করে সে অবাক হয়ে গেল।

-আপনাকে আমি আন্টি ডাকতে পারি?

-অবশ্যই।

ভদ্রমহিলার স্নেহের সুর চাবি হয়ে মুহূর্তে খুলে দিলো ঐশীর বুকের ভিতরের তালাবদ্ধ জলপ্রপাতের দরজা। তিনি স্নেহভরে ঐশীর হাতে হাত রাখলেন।

-তোমার কি হয়েছে মা? তোমার চোখ বলছে তুমি অশান্ত। ইচ্ছে হলে তোমার কথা আমার সাথে শেয়ার করতে পারো।

আমি আফসানা চৌধুরী, নিউইয়র্কে একটা স্কুলে কাজ করি এবং নিউইয়র্কেই থাকি।

অশ্রুমতি ঐশীকে আফসানা চৌধুরী নিজের কাছে টানলেন। ঘনিষ্ঠ হতেই উনার শরীরের পারফিউমের ঘ্রাণ ছাপিয়ে অতি পরিচিত এক হারিয়ে যাওয়া ঘ্রাণ পেলো, সে ঘ্রাণ ঐশীর খুব চেনা। ঘ্রাণটি যেন স্নেহ-মমতার সিন্ধুক থেকে বের হয়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে এসেছে। মায়াময় 'মা মা' ঘ্রাণ ঐশীকে আরো ঘনিষ্ঠ হতে আহ্বান জানালো। ঐশী যেন আহ্লাদী এক কিশোরী, কেন জানি উনাকে এতদিনের জমানো কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করলো তার।

-জানেন আন্টি, মাস্টার্স পাশের পর, অনেক উজ্জ্বল স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিয়ের দশমাস পর এদেশে এসেছিলাম। এদেশে নারী স্বাধীনতা, নারীদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার কথা বইতে পড়ে, ছবিতে দেখে, নিজেকে কিভাবে তৈরৈ করবো সেই প্ল্যান মনে মনে সাজিয়েই এদেশে এসেছিলাম। পড়াশোনা করবো, ভাল চাকরি করবো-সেই আকাঙ্ক্ষা এদেশের আত্মনির্ভরশীল নারীদের দেখে আরো ডালপালা বিস্তৃত করলো। আন্টি, পড়ালেখার জন্য আমি জগতের কত কিছু ত্যাগ করেছি! ভার্সিটিতে পড়াকালিন একজন আমাকে ভালোবাসার কথা শুনাতো, নিজের পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটবে বলে তার ভালোবাসা আমি উপেক্ষা করেছি।

আফসানা ঐশীর হাতে হাত বুলাতে বুলাতে তার ধীরে ধীরে ফুপিয়ে বলা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন....

-কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে প্রথমদিকে উইকডে-তে এর ওর বাসায় পার্টিতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সময় ভালই কাটছিল। রান্নার বই দেখে দেখে বিভিন্ন রকমের রান্না করে মিজানের বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো, মোটকথা সুগৃহিনী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা তুললেই মিজান এটা-ওটা বলে কথা ঘুরিয়ে দিত। বৎসর চলে যাবার পর নাছোড়বান্দা আমি একদিন বললাম, তুমিই তো আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে, এখানে আসার পর আমাকে পড়ালেখা করার সুযোগ করে দিবে, এখন কথা ঘুরাচ্ছো কেন?

'মাত্র তো এসেছো। ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলা শিখো, উচ্চারণ ঠিক করো, তা না হলে প্রফেসরদের কথা তুমি বুঝতে পারবে না।'

'কেন পারবো না? আমি তো পড়ালেখায় বরাবরই ভাল, তাছাড়া ইংরেজিও ভাল বলতে পারি।'

'এতো সোজা না, এখানে একেকজনের উচ্চারণ এক এক রকম।'

'তুমি তাহলে আমাকে কি করতে বলো?'

'তুমি একটা কাজের চেষ্টা করো তাতে টাকাও আসবে আর তোমার ইংরেজিও ইম্পুভ হবে।'

'তাহলে আমার শখ, আমার পড়াশোনা?'

'অযথা মাথাখারাপ করো না, পাঁচদিন গাধার খাটুনি তার উপরে দেশে টাকা পাঠানো, ঘরভাড়া অন্যান্য খরচ। তুমি জানো, এদেশে উচ্চশিক্ষার পিছনে কত টাকা ব্যয় করা লাগে? এত খরচ করার সামর্থ্য আমার নাই।'

বলতে বলতে ঐশী হাতের উল্টোপিঠে গালে বেয়ে পড়া চোখের জল মুছলো। ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি কি তবে পড়ালেখার চিন্তা বাদ দিয়ে দিলে?

না আন্টি। আমি PHD শেষ করেছি এবং বতর্মানে Mount Saint Mary College-এর প্রফেসর হিসেবে যুক্ত আছি।

ঐশী বলতে থাকে, ' মিজানের সাথে সংসার ঠিকিয়ে, নিজের পড়ার খরচ নিজে যোগাড় করতে আমি অনেক পরিশ্রম করেছি। প্রথমে একটা ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করতাম।তারপর আরো একটায়, প্রতিদিন দুই জায়গায় ষোলঘন্টা কাজ করতাম। একদিন খাওয়ার টেবিলে মিজানকে বললাম, আমি ঠিক করেছি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো। রাতে কাজ আর দিনে পড়াশোনা। তোমার কি মত?

মিজান মুখটা কঠিন করে বলল, পড়ালেখার পোকা মাথা থেকে সরাও। ডলারগুলো আমাকে দাও, একটা গাড়ি কিনি। এখন থেকে একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য তৈরি হও। গাড়ি না থাকলে বাচ্চা নিয়ে খুব অসুবিধা হবে।

আমি অবাক হলাম তার কথায়। আমার যেখানে কোনো ভবিষ্যতই নাই, সেখানে বাচ্চা নিয়ে কি করবো! এরপর থেকে আমাদের ঝগড়া ঝাটি নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছিলাম না। গায়ে হাত উঠালে একদিন পুলিশ কল করি, সেই থেকে আর একসাথে থাকা হলো না। ডিভোর্স হওয়ার আগেই আমি পুরাতন বাসা ছেড়ে অনেক দূরে, যেখানে বাংলাদেশি নাই সেখানে বসতি নিলাম। আমার এক ফিলিপিনো সহকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ও স্টুডেন্ট লোন পেতে সাহায্য করলো। পরবর্তীতে অনেককিছু নিজেই ইন্টারনেট ঘেটে শিখে নিয়েছি।'

-বাংলাদেশিদের থেকে কেন দূরে গেলে মা?

-আমার পরিচিত বেশির ভাগ বাংলাদেশিদের হীনমানসিকতায় আমার ঘৃণা চলে এসেছিল আন্টি।

-তোমার বাবা মা কোথায় ঐশী? এখানে আসার পর তুমি বাংলাদেশে যাওনি?

-বাবা আমার বিয়ের দুই বৎসর আগেই মারা গিয়েছেন । মা'ও নেই। একদম শেষদিকে মায়ের ক্যানসার ধরা পড়েছিল,তখন চিকিৎসা কোন কাজেই আসেনি। দেশে গিয়েছিলাম। মায়ের ক্যানসার ধরা পড়ার খবর শুনে, মিজান আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। মা'কে চিরতরে কবরে শুইয়ে চলে এসেছি। আমার মা'ও নেই আমার বাংলাদেশের টানও নেই।

-হতাশ হয়ো না মা। নিশ্চয়ই তোমার স্বপ্নের মানুষ তোমার জীবনে আসবে।

-জানেন আন্টি, আমার কিছু দোষ আছে। আমি মানুষ চিনতে ভুল করি। দুইবার দুইজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছি কিন্তু আমি যেভাবে তাদের ভালোবেসেছি তারা সেভাবে আমার ভালবাসার প্রতিদান দেয়নি। এক জীবনে সকল চাওয়া পূর্ণ হয় না আন্টি, শিক্ষা আমাকে ধরা দিয়েছে কিন্তু সুখ পালিয়ে গেছে।

আফসানা চৌধুরী প্রায় গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছেন। উনি Coldspring-এ অবস্থিত Empire Stat University-তে পাঠরত ছেলেকে দেখতে এসেছেন। ঐশীর ফোন নাম্বারটা নিলেন তিনি।

ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার আগে ঐশীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি শিক্ষিত মেয়ে, তোমাকে কি বলবো! আমার ঠিকানা দিলাম, তোমার যখনই ইচ্ছে করবে আন্টির কাছে চলে এসো। যখনই মন খারাপ লাগবে, একাকিত্ব অনুভব হবে আন্টিকে ফোন দেবে।

আফসানা ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। জানালা দিয়ে প্লাটফর্মে তাকিয়ে ঐশী দেখলো আফসানা চৌধুরী তার চোখ মুছছেন।

বৃহস্পতিবার, ৯ নভেম্বর ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

# ইউরোপের ডায়েরি-৩ : আল্পস সুন্দরী -লটার ব্রুনেন

**রোমেনা লেইস**

সুইজ্যারল্যাণ্ডের রূপ সৌন্দর্য দেখে আমি শুধু ভাবি যে একুশ বছর বয়সে আমি কেন ইবনে বতুতার মত দেশ ভ্রমনে বের হইনি এতদিনে আমিও রিহলা রচনা করতে পারতাম ।

ইবনে বতুতা তার সময়ে সর্বাধিক ভ্রমণ করা ব্যক্তিদের একজন। ১৩২৫ সালে মরক্কো থেকে ২১ বছর বয়সে তিনি পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। এ যাত্রা এক থেকে দেড় বছর সময় লাগত। কিন্তু বতুতা ভ্রমণ ভালোবেসে ফেললেন। তিনি এরপর প্রায় দুই যুগ ইসলামিক রাজ্যসহ বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং এই বই রচনায় হাত দেন।

আমার মেয়ে আর আমি প্রায় চারমাস ধরে প্ল্যান করছি।ওর জব থেকে ছুটি পাবে কী পাবে না তার উপর নির্ভর করে সব তাই প্লেন এর টিকিট কাটা যাচ্ছে না।ইটিনিয়ারি ছয়দিনের বানিয়ে বাকী চারদিন পরে বানানো যাবে বলে ফেলে রাখি।

আমি ভিডিও দেখি দিনে , সাথে নোট করি কোন কোন জায়গায় যাব।আর রাতে স্বপ্ন দেখি লটারব্রুনেনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।পাহাড়ের উপত্যকায় মসৃন সবুজ ঘাসের গালিচায় শুয়ে থাকবো।উপরের ঝর্না থেকে জল ঝরবে।পাখীরা গান গাইবে।১৭৭৯ সালে, জোহান উলফগ্যাং ফন গোয়েথে যখন এ উপত্যকাটি পরিদর্শন করেন এবং গর্জনকারী জলের ধারা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সুপরিচিত কবিতা 'জলের উপরে আত্মার গান' লিখেছিলেন।

'জলের উপরে আত্মার গান' কবিতাটি অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষন করছি ।

" মানুষের আত্মা ধেয়ে আসা
জলের মতো :
স্বর্গ থেকে আসে,
স্বর্গের দিকে তা উড়ে যায়।
এবং তারপর আবার
পৃথিবীতে নেমে আসে,
পরিবর্তনশীল।

উঁচু থেকে নিচে
পাথুরে দেয়াল ফুঁড়ে
প্রবাহিত হয় উজ্জ্বল বন্যা,
তারপর মৃদুমন্দ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে
মেঘলা উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে।
হে মসৃণ শিলা,
এবং নম্রভাবে স্বাগত জানায়
ঘোরাফেরা করে অবগুণ্ঠিত হয়ে।
মৃদু গুনগনানিতে যবনিকাপাত হয়,
অতল গহ্বরের দিকে।

খাড়া বাঁধ প্রকল্পটি
এর অগ্রগতিতে বাঁধা দান করে।
রেগে মেগে ফেনিল শরীরে
ফুঁসে ওঠে নিচের দিকে,
ধাপে ধাপে বয়ে যায়।

এখন, সমতলভূমিতে
তৃণভূমির মাঝে সরু খাল আত্মগোপন করে,
এবং নির্মল জলের হ্রদে
প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জ
আনন্দে উঁকি দেয়।

তুমি জলের মত!
মানুষের ভাগ্য। "

আল্পস পর্বতমালার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উপত্যকাগুলির মধ্যে একটিতে 'লটার ব্রুনেন ' অবস্থিত।বিশাল পাথরের মুখ এবং পর্বতশৃঙ্গের উপরে । এটি একটি ছোট্ট মনোরম গ্রাম।বহু জলপ্রপাত, নির্জন উপত্যকা, রঙিন আলপাইন তৃণভূমি এবং পাহাড়ের সরাইখানা, চ্যালেট বাড়ি সহ লাউটারব্রুনেন উপত্যকাটি সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি।

'লটার ব্রুনেন' যার অর্থ ' অনেক ফোয়ারা'। নামটির মধ্যে এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মহিমা নির্দেশ করা আছে। এই উপত্যকায় ৭২ টি জলপ্রপাত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল (Staubbach)স্ট্যবাচ জলপ্রপাত। অত্যধিক ঝুলন্ত পাথরের মুখ থেকে প্রায় তিনশ মিটার উপর থেকে ঝরছে এই ঝর্না ধারাটি। ইউরোপের সর্বোচ্চ মুক্ত-পতনশীল জলপ্রপাতগুলির মধ্যে এটি একটি। পর্যটকদের কাছে এটি অন্যতম আকর্ষণ ।লাউটারব্রুনেন পাহাড় ও উপত্যকার শহর।সাতশ পঁচানব্বই মিটার উপরে জংফ্রাউ অঞ্চলের সেরা পরিচিত ভ্রমণ গন্তব্যগুলির জন্য সূচনা পয়েন্ট। একটি কগহুইল রেলওয়ে লটারব্রুনেনকে ওয়েনগেনের রৌদ্রোজ্জ্বল সোপানের সাথে যুক্ত করে ।লাউটারব্রুনেন উপত্যকার পূর্ব দিকের ফ্ল্যাঙ্ক এবং ক্লেইনেন শেইডেগের সাথেও সংযুক্ত করে।যেখান থেকে জংফ্রাউর দিকে যেতে হলে ট্রেন পরিবর্তন করতে হয়।

আমরা আট অক্টোবর সকাল নয়টায় জোলিকোফেনের হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্রেন নিলাম ।সাথে ব্যাকপ্যাকে ক্যামেরা, পানির বোতল, চকলেট, বিস্কিট, আর বসার জন্য ম্যাট।আমার ভেতরে চরম উত্তেজনা ।অবশেষে সত্যি আজ স্বপ্ন পূর্ণতা পাচ্ছে ।একঘন্টা পয়তাল্লিশ মিনিট ট্রেন জার্নি করে আমরা পৌঁছে যাই ওয়েনগেন ।কার ফ্রী গ্রামে । দুএকটা গাড়ি দেখলাম যা বিদ্যুতচালিত ।ওয়নগেন থেকে মুরেন পাঁচ মিনিটের ক্যাবলকার ট্রিপ ছিলো অভূতপূর্ব ।

লাউটারব্রুনেন উপত্যকা থেকে আরও কয়েক কিলোমিটার উপরে, একটি সরু পাহাড়ি রাস্তা ধরে যাওয়া যায় , আইসেনফ্লু বার্নিজ ওবারল্যান্ডের জংফ্রাউ অঞ্চলে একটি শান্তিপূর্ণ ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম যা লুকানো জেম হিসেবে আছে এখনো বেশী পর্যটক এখানে যায় না। আইসেনফ্লু হল বার্নিজ আল্পসের লাউটারব্রুনেনের উপরে অনাবিষ্কৃত শান্তিপূর্ণ একটি ছোট পাহাড়ী গ্রাম। ১০২৪ মিটার উঁচু একটি খাড়া পাথরের ছাদে অবস্থিত এবং রোমান্টিক, সুন্দর শুধু হেঁটে বেড়ানোর স্থান ।উপত্যকার বিপরীত দিকে মুরেনের হলিডে রিসর্ট, লাউটারব্রুনেন এবং স্টেচেলবার্গ থেকে যাওয়া যায়। স্টেচেলবার্গ থেকে ক্যাবলওয়েটি দুই হাজার নয়শ এারো মিটারে শিলথর্নের শিখর পর্যন্ত চলতে থাকে।এটি সেই স্থাপনার জন্য বিখ্যাত যেখানে জেমস বন্ড সিরিজের ০০৭ ক্লাসিক, 'অন হার ম্যাজেস্টি'স সিক্রেট সার্ভিস' চিত্রায়িত হয়েছিল।

আবার ক্যাবলকার এ ওয়েনগেন ফিরে লটারব্রুনেনের সবুজ-হলুদ ট্রেন নিই। ট্রেন নিয়ে মিনিট পনেরো পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে চড়াই উৎরাই পার হয়ে পৌঁছে যাই আমার স্বপ্নের গ্রামে। এমন নিঃসীম সৌন্দর্য যে আমি বাক হারা হয়ে যাই।হেঁটে পৌঁছে যাই ঝর্নাধারার নীচে সবুজ উপত্যকায় ।তারপর বসে থাকি সেই অবারিত সবুজ ছুঁয়ে।পাখীর কলকাকলী আর ঝর্নার জল ঝরার গান শুনি চোখ বুজে । লটারব্রুননে ঝর্নাধারার পাশে কাচের উন্মুক্ত জানালার ধারে বসে ফন্ডু আর ট্রেডিশনাল সুইস খাবার খেয়েছিলাম ঐদিন ।সাথে কমলার জুস।

আরেকটি বাকস্তব্ধকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হল শক্তিশালী পাথরের মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা 'ব্ল্যাক মঙ্ক' পর্বতের ট্রুমেলবাচ জলপ্রপাত। প্রায় দুইশ মিটার উচ্চতা থেকে দশটি হিমবাহের জলপ্রপাতের উপর প্রতি সেকেন্ডে বিশহাজার লিটার জল গড়ায়।এই দর্শনীয় স্থানটি শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে টানেল লিফটের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।এটি দেখা তাই হলো না।

কিছু অপূর্ণতা থাকা ভাল।ভবিষ্যতে কোন সুযোগে হয়তো দেখা যাবে।এই ভাবনা নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম, গন্তব্য হোটেল ।ট্রেনের জানালায় অপরূপ সূর্যাস্তের বেলা ডোবার ছায়া মন কেমন করা সৌন্দর্য ।সুইস মানুষ এর নরম স্বভাব।অনেকেই বই হাতে জানালার পাশে বসেন।এরা ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি জার্মান,ফ্রেঞ্চ, রোমান,ইটালীয় ভাষাভাষী।সারাক্ষণ কথা না বললেও নেমে যাবার সময় বিদায় নিতে ভুলে না।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ (যুক্তরাষ্ট্র) এর (২০২৪-২০২৬) ইংরেজী কাউন্সিল এ বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় নব নির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ এর সকল স্তরের নেতা কর্মীদের প্রতি
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ
প্রকাশ করছি
আনোয়ার হোসেন সেন্টু
সভাপতি
নাজিম উল্লাহ লিটন
সাধারণ সম্পাদক
জাহাঙ্গীর সরদার
সিনিয়র সহ-সভাপতি
জাহেদ আলম
সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাহার হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ মহসিন মিয়া
প্রচার সম্পাদক
মোঃ মুরাদ হোসেন
অর্থ সম্পাদক
সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ (যুক্তরাষ্ট্র)

## ব্লাইন্ডফোল্ড

### ফারহানা হক

সন্ধ্যাগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
লেকের ধারে, মিহিন কুয়াশার কার্ণিশে
ইয়েলো ক্যাফের সাদা কফির কাপ ছোপ ছোপ
অধর ওষ্ঠের বার্নিশে।

কি এক বিভ্রম মগজের কোলাজে!
বিভ্রান্ত আমি; গিয়েছি কি সেখানে?
নাকি এ কানামাছি খেলা স্মৃতির  অবাধ্য অনুরণনে
তীব্র ট্রাফিক ছাপিয়ে জলের শব্দ আসে,
বেলির রিপল্ তীব্র ভাসে চৈত্রের  জাক্সটাপোজে
আমাদের পদচিহ্ন ক্রমশ যায় খসে।

পথই কি মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে,
যুক্তি বিযুক্তির সীমারেখায়
নাকি নিয়তিই মানুষকে ব্লাইন্ডফোল্ডের ছকে হাঁটায়?

তবে এতটা পথ একসাথে হেঁটেও মানুষ কেন
পৌঁছে যায় ভিন্ন ঠিকানায়?

## শরৎ বিকেলের গান

### মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী

বসন্তে দগ্ধ; কবিতার হৃদয় পোযে অশ্রুতপ্রেম।
শরতের আহ্বানে জেগে উঠে ঘুন্ত স্বপ্ন
রূপভেজা বিকেল ছোঁয় সমুদ্রের ঝরো ঝরো তান
পাহাড়ের পরম আদরে—
কাশফুল ঢেউ হেলেদুলে সন্তরণে
উড়ান পাখির ঠোঁটে ফোটে জল নদীর গান

সবুজের ক্যানভাসে আনন্দে ডেকে ওঠে রূপের নদী
প্রসবিত প্রণয়ে চুমুকের জলে ডুবে ঠোঁটের পরশ
নীলাদ্রি ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সাঁতরায়
জ্যোৎস্নার পিরামিড, মেঘেরা দ্যাখো—
লাল চোখ ধুয়ে আসে রাজহংসী নদীর কাছে।

## প্লাবিত হোক সুখের সুরম্য বসত

সাজু কবীর

এখানে সকাল আসে সূর্য নেই,
রাত নামে চাঁদনি নেই
টালমাটাল আঁধারের বুকে বয়ে যায় শুধু
কান্নার রোল সময়ের স্রোতে।
ও পাড়ার উন্মাদ অশ্বখুরের শব্দতরঙ্গ
ত্রাসে কাঁপায় এ পাড়ার ভিত
শঙ্কারা হয় শঙ্কিত, প্রত্যাশার খুঁজে শ্মশানভূমি।

স্বপ্নের মানসী'র চোখে আমরাও কাজল পরাই
গুঁজে দিই খোঁপায় ক্যামেলিয়া ফুল,মাঠে মারা যায় সব
সীমান্ত বাহিনীর হিংসুটে টহলে।
সুখের চৌহদ্দিতে খিটখিট হাসি আমরাও দেখি
টপটপ করে ঝরা নোনাজল ফুরায় না এ সাগরে।

কান্নাই বুঝি আমাদের বড় সাথী
চোখ-মুখের প্রগাঢ় হাসি
তাই কাঁদি, বুঝি না কোনকিছু।
বন্ধুরা তোমরা কাঁদো, ডুকরে ডুকরে আরও কাঁদো
ভাসুক পৃথিবীপৃষ্ঠ নোনাজলে
প্লাবিত হোক সুখের সুরম্য বসতগুলো।

## প্রত্যাশার ছলছাপ

### রফিকুল ইসলাম

কিছু প্রত্যাশা ঘুমঘোর স্বপ্নের মতো সময়ের শাসনে
পালাতক ফেরারী হয়
প্রত্যাশিত ছিল এমন অবান্তরও নয়, তবুও
বুকে বিঁধে আছে খসখসে সংশয়।
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে খুঁজেছে আশ্রয় ঠিকানাবিহীন
উদাসী বেহুলার ভেলায়।
অপরাধবোধ নিঃশব্দে বিদগ্ধ করে যখন;
পৃথিবীর বুকে চলে দুর্বৃত্তের প্রজনন
রাজ্যের ভাঁজে ভাঁজে একরাশ বিষাদ তখন;
বর্ণহীন অনুতাপে নিঃসঙ্গ চিলের ডানায় ফিরে যায়
সুনীল অসীম শূন্যতার ওপারে, যেন-
ঝাঁজালো দুপুরে পুড়ে পুড়ে অবশেষ একটা বিকেল
মিশে যায় অন্ধকারে।
শুধু সময়, কালের বোবাসাক্ষী হয়ে দাঁড়ায় প্রতিশ্রুত
নালিশের দরজায়, যেন, প্রাচীন প্রাণহীন মূর্তির মতো..
প্রৌঢ়তার দেবালয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে কারও
নীরব আর্তির প্রার্থনা কেঁদে যায়।

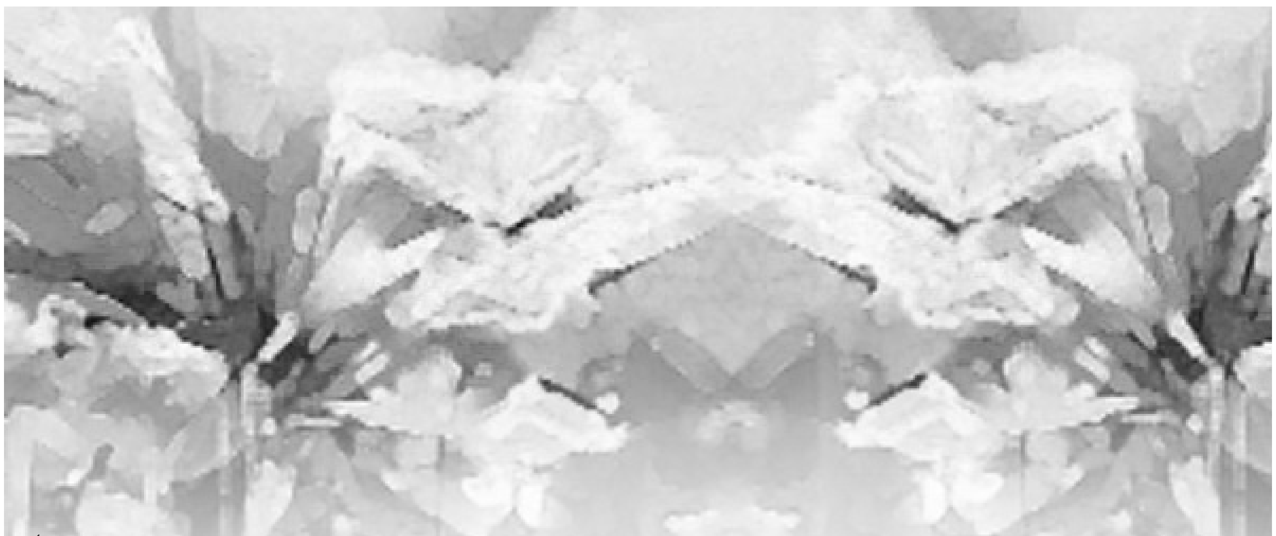

## উপলব্ধি

### চন্দনকৃষ্ণ পাল

তোমার চেহারাতে সেই ছাপ দেখি-
না বোধক বাক্যের এতো ছড়াছড়ি
কী করে মগজে রাখো এতো ঘৃণা, এতো অন্ধকার?

বিজয়ের ছায়া রেখে নামের সব অক্ষরে
ভালো কিছু হবে ভেবে যুক্ত করি নিজস্ব মননে
তারপর ক্রমশঃ প্রকাশিত হও-
শ্রাবণ অমাবস্যাকে হার মানিয়ে তুমি
আরো বেশি অন্ধকার ধারণ করে আছো নিজস্ব মগজে।

কী বোকা, কী বোকা আমি
এখনও মানুষকে বিশ্বাস করি!
আলোকে আলোই ভাবি, মুখোশ ভাবি না
অযোগ্য দেহ নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকা ভালো নয়
আজকাল মূল্যায়নে বুঝে গেছি
সন্ন্যাসব্রত নিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া ভালো-
প্রস্তুতি নিতে হবে খুব দ্রুত লয়ে।

## সভ্যতার রক্তক্ষরণ

### অলোক আচার্য

মাটির রং আজকাল
ধূসর থেকে লালচে হয়েছে
মস্তিষ্কে তীব্র রক্তক্ষরণ।

কোথাও কেউ নেই যে একমুঠো
ধূসর মাটি নিয়ে ঢেকে দিতে পারে
এই লালচে মাটি
যেভাবে একদিন আব্বার কবরেও
মাটি দিয়েছিলাম পরম মমতায়-শ্রদ্ধায়।

এই সভ্যতায় হেঁটে গেলেও
পায়ে লেগে যায় উষ্ণ রক্ত
শিশু, নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধের, অথবা
ধরো ঝরেছিল রক্ত কলিঙ্গের যুদ্ধে
নদীর স্রোতেও সেদিন মিশেছিল রক্ত।

## জার্গন দৃশ্য

### মনিরুল ইসলাম দোলা

কাছে আসা আর কাছে থাকার মত ব্যবধানিকতা
ছন্দপতন স্মরণ বেলায় বৌভাত আয়োজন সন্ধ্যা
হৃদয় থেকে হৃদয়ের দূরত্ব আর স্পৃহা সৃষ্টির
মিথ্যে আত্মহত্যা
ভালোবাসার আমরণ নিরর্থক বোকামিকতা।

হৃদয়ে চোট পেয়ে আদালতে মুক্তিপণের সন্ধিক্ষণে
তাই, ঘণ্টাঘর থেকে উঠে আসা দেবতারাও
কর্মফলের হিসেব-নিকেশ আর
এজলাসে মমি হয়ে ঠাঁই আমার অনাগত ভবিষ্যতের
জার্গন দৃশ্যায়নে নেমে আসে বিদ্যুৎসাহে-
সবার চোখের জল;
এই প্রথম আমার দিকে আড়চোখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল
পূঁজারী-নিশিত ভয়ে
কী দোষ ছিলো আমার?

## মৃগনয়না

### শারমিন নাহার ঝর্ণা

নিত্যদিন মিছিল আর আন্দোলনে এক অচেনা
অতিথি পাখি-আত্মহারা হয়
শহরের অলিগলিতে পোস্টার আঁকে আর
মিষ্টি মধুর সুরে ডাকে, মৃগনয়না!
শুধু একবার চাও মোর পানে
কত আপন ঐ চোখ জোড়া
মোর হৃদপিণ্ড তাহা জানে।

লজ্জাবতী পাতার মত গুটিয়ে মুখ
মৃগনয়না শুধুই নীরবে হাসে
বিড়বিড়িয়ে বলে, ধুর বোকা!
একপলকের দেখায় কী প্রেম হয়?
শুধু কি নয়নে নয়ন পড়লেই কেউ আপন হয়?
প্রেম-সে তো হৃদয় দিয়ে সাজাতে হয় হৃদয় কানন।

## কালো মেঘ

### শামছুন ফৌজিয়া

রিয়াজ সাহেব সোনালী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। রিটায়ার্ড করেছেন মাত্র এক বছর হয়। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে মফস্বলে নিজের একটি বাসা বানিয়েছেন। তিন বেডরুমের বাংলো টাইপ বাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর।এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং স্ত্রী দীপাকে নিয়ে তার বাস।রিয়াজ সাহেবের পরিবারে অনেক দায়িত্ব ছিল, বড় ছেলে হওয়াতে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। ছোট ভাই বোনদেরকে লালন করা, বিয়ে দেওয়া, বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশুনা করা। আর এসকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নিজের জন্য কিছুই করতে পারেননি। তবু এই তৃপ্তি যে, বাবা মায়ের দোয়া পেয়েছেন, খেদমত করতে পেরেছেন।

গত পাঁচবছর আগে বিয়াজ সাহেবের বাবা মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। চাকুরিকালীন সময়ে মফস্বলে কম টাকায় জমি কিনেছিলেন তিনি, সেখানে কষ্ট করে নিজের বাড়িটি করতে পেরে, মনে এক তৃপ্তি রয়েছে। বড় ছেলে ইমতি ঢাকা ভার্সিটি হতে পরিসংখ্যানে মাস্টার্স করেছে। বিসিএস দিচ্ছে যদি ভাগ্যে থাকে। ইমতি ঢাকায় একটা বহুজাতিক কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসাবে জয়েন করেছে দু'মাস হলো। একমাত্র মেয়ে তুলি বিবিএ পড়ছে। সুন্দর সোনার সংসারে স্ত্রী দীপার অবদানই বেশি।

রিয়াজ সাহেবের দিনকাল ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। টেনশনে আছেন। ছেলে ইমতি একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। বিয়ের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে একবারও বাবা মা'কে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি ছেলে। এ কথা ভাবতেই রিয়াজ সাহেবের চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। অনেক আশা ছিল ছেলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর বিয়ে করবে, বাসার পেছনের পরিত্যক্ত অংশটুকুতে কাজ করাবে!  কিন্তু সেই আশা পূরণ হলো না। ইমতি বিয়ের পর বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগই করছে না। দুদিনের মাথায় ইমতির হলের বন্ধুদের সাহায্যে ঠিকানা খুঁজে পেয়ে, রিয়াজ সাহেব খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে তাকে সোজা চলে যেতে বলে দিয়েছে। বলেছে, তার জীবনের সিদ্ধান্ত শুধু সে-ই নিবে, বাবা-মা যেন তাকে বিরক্ত না করে। সে মিতুকে নিয়ে ভালো আছে। রিয়াজ সাহেব অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'যা হবার হয়েছে বৌমাকে নিয়ে বাড়ি আসো! তোমার মা অপেক্ষায় আছেন।' কিন্তু ইমতি মুখের ওপর না করে দেয়। বলে, 'মিতু যেতে চাইছেনা বাবা! বুঝার চেষ্টা করো।'

বলেছিলেন তিনি, 'তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল বাবা! বিয়ে করে ফেলেছ ভালো কথা, কিন্তু তুমি বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করতে পারো না। তোমার জন্য তোমার মা কান্নাকাটি করছে, অনেক কষ্টে তোমাদের মানুষ করেছি। আত্মীয়স্বজন কত কথা বলার সুযোগ পাবে যদি তুমি আমাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করো।'

'বাবা কারো কথায় আমার কিছু যায় আসে না। যে যা ভাবে ভাবুক।মিতুর বাবা অনেক টাকার মালিক, গার্মেন্টস ব্যবসা সহ অনেক কিছু আছে। মিতু তাদের একমাত্র মেয়ে! বিয়ের শর্ত ছিল আমি ঢাকায় থাকব, মিতুকে নিয়ে একা। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা যে আমি অশান্তিতে থাকি।'

এরপর রিয়াজ সাহেবের আর বলার কিছুই ছিল না। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সব বুঝিয়ে বলেছিল শুধু। তিনি সব শুনে শুধু কেঁদেছিলেন। প্রত্যেক বাবা মা'ই সন্তানের মঙ্গল চান। রিয়াজ সাহেব ভাবেন, কি এমন অপরাধ করেছিলাম যে, সন্তানদের মানুষ করতে পারিনি!  সুশিক্ষা দিতে কোন অবহেলা তো ছিল না, তবু আজ কেন এমন হলো!

পথে দেখা হতেই সেদিন রিয়াজ সাহেবের বন্ধু মিজান বললেন, তোর মেয়ের দিকেও খেয়াল রাখিস বন্ধু! মানুষজন তোর ছেলে মেয়েকে নিয়ে অনেক কথাই বলে।

রিয়াজ সাহেবের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বের হয়! মেয়ে তুলি সারাদিন মোবাইলে ব্যস্ত থাকে।বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয়। কলেজে যায়, কখনো সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে! এ নিয়ে কিছু বললে সে রেগে যায়। সেদিন ও রেগে গিয়ে তুলি তর্ক শুরু করে, চিল্লাতে থাকে। আর রিয়াজ সাহেব নিজেকে সামলাতে না পেরে মেয়ের গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো, তুলি নিজের রুমে দরজা বন্ধ করে দেয়। দীপা ও রিয়াজ সাহেব কিছুটা ভীত হোন। কারণ চিৎকার শুনে পাশের বাসার লোকজন চলে এসেছিল!

মেয়ে আবার সুইসাইড না করে বসে-এমন কথাও শুনতে হয়েছে। কি লজ্জা! সেই থেকে রিয়াজ সাহেব মেয়েকে কিছু বলেন না ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ভয়ে ভয়ে থাকেন! মান সম্মানের ভয়। আর এদিকে মেয়ে যেন আরো বেশি স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। বন্ধুদের আজকাল দীর্ঘ সময়ের জন্য বাসায়ও নিয়ে আসে। অসহায়ের মত রিয়াজ সাহেব ও তার স্ত্রী শুধু দেখে যায়।

রিয়াজ সাহেবের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়। কিভাবে যে তার ছেলে মেয়েরা এত অধঃপতনে গেল, ভেবে পান না।সন্তানদের সমস্ত দাবী তিনি পূরণ করেছেন, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন। তবু কেন ছেলে মেয়ে তার আজ ছন্নছাড়া! তবে কি কোথাও ঘাটতি ছিল যা তিনি এতোদিন বুঝতে পারেননি? একসময় নামায পড়ত দুই ভাই বোন। বহুদিন তারা এসব ভুলে গেছে। ইদানীং রিয়াজ সাহেবের ঠিকমত ঘুম হয়না, প্রেশার বেড়েছে। ছেলে মেয়েকে নিয়ে চিন্তা তাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। যে কোনো বাবা মা সন্তানদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন, তারা সঠিক পথে যাবে, নিজেকে নিরাপদ রাখবে! কিন্তু সেই পথটি যদি সঠিক না হয়? ভয়টা এখানেই।

রিয়াজ সাহেবের দিন কাটে অনিশ্চয়তা আর অস্থিরতায়! তিনি মনে মনে স্রষ্টার কাছে দয়া ভিক্ষা চান, বলেন, হে আল্লাহ তুমি আমার ছেলে মেয়েকে সঠিক পথে পরিচালিত করো!

বাবা মা কখনো সন্তানকে দূরে ঠেলে দিতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন, একদিন তারা বাবা মায়ের কাছেই ফিরবে। ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারবে। আকাশের কালো মেঘের আড়ালে সূর্যের হাতছানি থাকে। রিয়াজ সাহেব সেই সূর্যের আলোর অপেক্ষায় আছেন।

"আপনি TLC PLATE-এর মালিক হতে চান?"
TLC নতুন প্লেট দিচ্ছে
TLC Uber
TLC
UBER
Uber TLC TAXI
আজই যোগাযোগ করুন
NY INSURANCE BROKERAGE INC
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372
718-476-2025

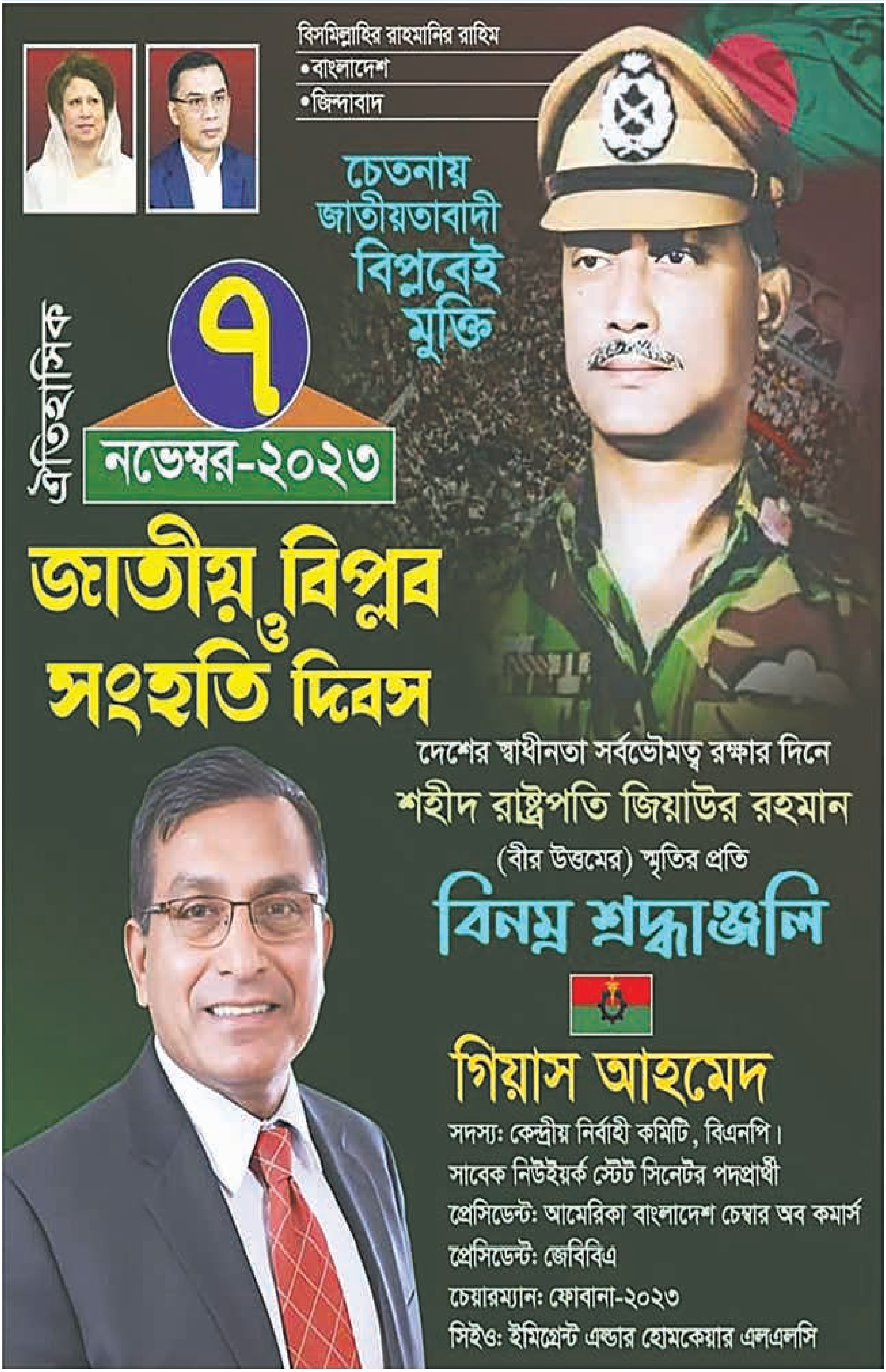
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
•বাংলাদেশ
•জিন্দাবাদ
চেতনায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবেই মুক্তি
ঐতিহাসিক
৭
নভেম্বর-২০২৩
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস
দেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্ব রক্ষার দিনে
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
(বীর উত্তমের) স্মৃতির প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি
গিয়াস আহমেদ
সদস্যঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি।
সাবেক নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর পদপ্রার্থী
প্রেসিডেন্টঃ আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স
প্রেসিডেন্টঃ জেবিবিএ
চেয়ারম্যানঃ ফোবানা-২০২৩
সিইওঃ ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোমকেয়ার এলএলসি

UP TO 10% Discount on Flight Booking

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

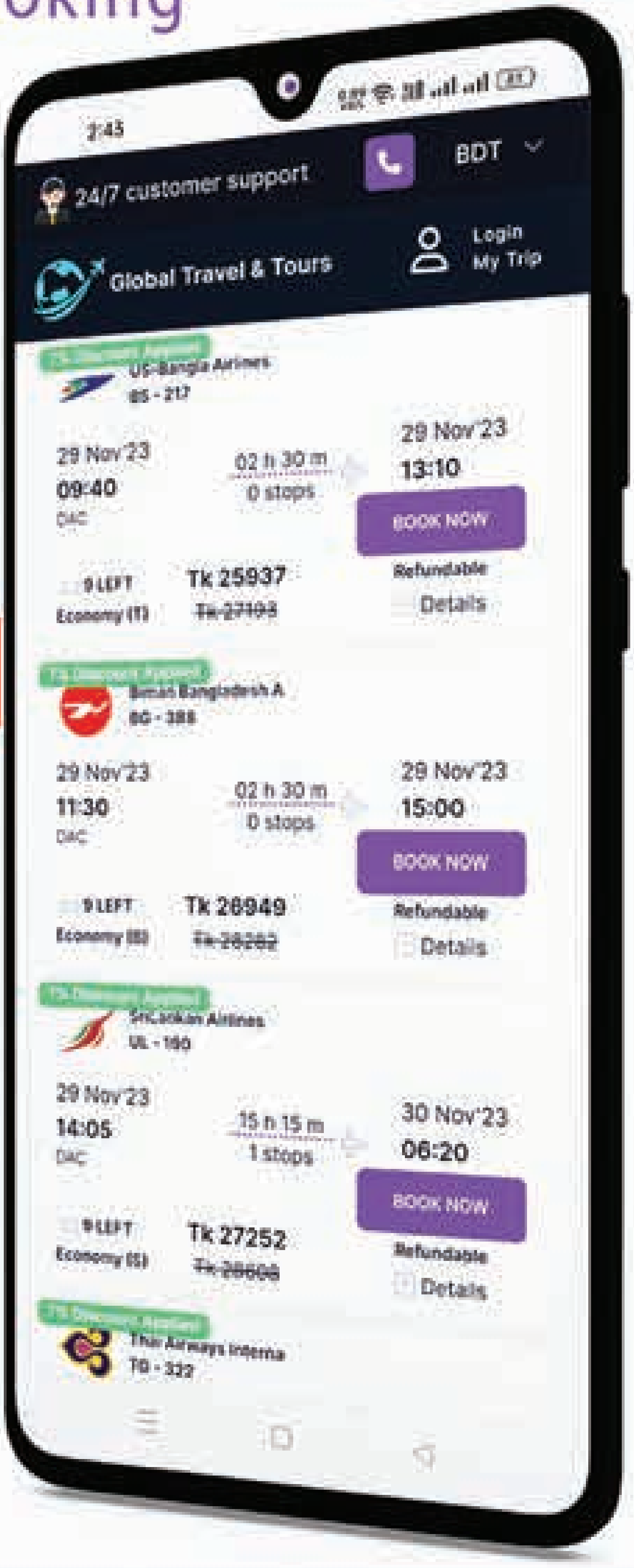


World Tours & Travel

**USA Office**
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

**Dhaka Office**
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
9 November 2023, Thursday, Issue 347
৯ নভেম্বর ২০২৩, ২৪ কার্তিক ১৪৩০, ২৫ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

# ঘৃণামূলক অপরাধ দমনে নিউইয়র্কে নতুন আইন

**এইচ বি রিতা**

নিউইয়র্ক সিটিতে 'হেইট ক্রাইম' অর্থাৎ ঘৃণামূলক অপরাধ বাড়ছে। সেই সাথে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ঘৃণামূলক অপরাধের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি- আইন প্রণেতাদের ভাবনায় ফেলছে। ঘৃণামূলক অপরাধ দমনে ৬ নভেম্বর সোমবার নতুন স্টেট আইন 'The Hate Crimes Modernization Act' প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ব্র্যাড হোয়েলম্যান-সিগাল এবং নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার গ্রেস লি এ ঘোষনা দেন।

ঘৃণা অন্যায়ে শাস্তিমূলক কোড এমন বিধান তৈরি করবে যা পরীক্ষকদের উপযুক্তভাবে চার্জ করতে সাহায্য করবে এবং যারা প্রবণতা এবং পক্ষপাত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাধ করে, তাদের জন্য অপরাধের দায়বদ্ধতা ও শাস্তি থাকবে।

ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ বলেছেন, ঘৃণামূলক অপরাধের গভীর শারীরিক, মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে যা নিউ ইয়র্কবাসীদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের বুনিয়াদকে হুমকিতে রাখে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

# আবারও কেনো ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ?

**বাংলাদেশ সোসাইটি**

**মনজুরুল হক**

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের আমব্রেলা খ্যাত বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে আবারও নির্বাচিত মোহাম্মদ আজিজ। ২০০৪ সাল থেকে কোনো না কোনোভাবে মোহাম্মদ আজিজ সোসাইটিতে প্রভাবশালীদের একজন হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছিলেন দুই দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার, ২০১২ সালে থেকে বোর্ডের চেয়ারম্যান। কিন্তু কেন?

এমন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে আসে নানা তথ্যে। বাংলাদেশ সোসাইটিতে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মামলা জটিলতায় একাধিকবার পণ্ড হয়ে যায়। মামলায় সোসাইটির প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ডলার নষ্ট হয়। সোসাইটিকে নিয়ে এ রকম হলি খেলা রোধে সোচ্চার হন আজিজ। তার ভূমিকার কারণে সর্বশেষ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলে তিনি দাবি করেন। সোসাইটির বাড়িটি অকশনে চলে যায়। সেখান থেকে বাড়িটি হাত ছাড়া হওয়ার আগেই উদ্ধার করেন তিনি। কোভিড ১৯ এ সাড়ে তিন

মোহাম্মদ আজিজ

শত মানুষের কবরের ব্যবস্থা করা হয় তার হাত দিয়েই। সে সময়ে বাড়ি বাড়ি খাবার বিতরণ, ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা প্রদান, ভ্যাকসিন সেবার কথা উল্লেখ করেন। মোহাম্মদ আজিজ বলেন, আমি চাইনা যে সোসাইটিতে ট্রাস্টি বোর্ডে থাকতে হবে। সেবামূলক কাজ করতে গেলে কোন দায়িত্বের দরকার হয়না। বিগত ৪৩ বছর ধরে আমি কমিউনিটি সেবায় আছি। কমিউনির ক্রাইসিস মুহূর্তে আমাকে লোকজন ডাকে আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই। আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ সেবা অব্যাহত রাখবো। এবার বোর্ডের চেয়ারম্যানের ভোটে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

**টক অব দ্য উইক**

# লক্ষ্যে পৌঁছাতে পরিশ্রম, সাহস ও দৃঢ়তা থাকতে হবে: ড. অহিদা

**ফরিদা ইয়াসমীন**

"যেহেতু আমার স্বামী বড়ো কোনো চাকরি করতেন না, তাই আমি এদেশে আসার পর আর্থিক সঙ্কটটা খুব বেশি করে উপলব্ধি করলাম। শুরুতে আত্মীয়ের বাসায় উঠি, তারপর ছোট একটি বাসা নেই। সে বাসার সম্পূর্ণ ভাড়া দেয়ার মতো আর্থিক অবস্থা ছিল না। দুই বেডরুমের বাসায় আমার সাথে একজন পেয়িংগেস্ট ছিল যা একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার থেকে আসা আমার জন্য ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা ছিল। যাই হোক, তখন নানা প্রতিবন্ধকতা কাটাতে আমি পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নেই। যদিও আমি দেশে ইংলিশ স্কুলের টিচার ছিলাম কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশের সাথে সেটার পার্থক্য ছিল। প্রথমে আমি জামাইকার একটি প্রি-কে স্কুলে জয়েন করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল যেভাবেই হোক আমাকে আমেরিকান ইংলিশের সাথে পরিচিত হতে হবে। তা না হলে পরবর্তী পড়াশোনায় আমি সফল হতে পারব না। এভাবেই ধীরে ধীরে সামনে বাড়ি। তারপর মাল্টি কর্পোরেশনে জয়েন করি, রিয়েল এস্টেট মর্টগেজ লোন অফিসার এবং ইমিগ্রেশন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

**প্র কৃ তি**

# হেমন্তের নিঃশব্দ আগমন

**চিররঞ্জন সরকার**

রাজনীতিতে যখন গ্রীস্মের খরতাপ বইছে, তখন প্রকৃতিতে শিশির-কুয়াশা নিয়ে হাজির হয়েছে হেমন্ত। ভোররাতে উত্তুরে-পশ্চিমি ঠান্ডা বাতাসে ভর করে হাজির হচ্ছে একটু করে শিরশিরানিও। কোথাও দেখা মিলতে শুরু করেছে, 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'। তাপমাত্রা একটু একটু করে নামছে।

আবহাওয়া বিজ্ঞান অনুযায়ী ঋতু মূলত তিনটি। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে পরিবর্তনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

**সম্পাদক**: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com